জাতিতত্ত্ব ও নমস্যকুলদর্পণ।

ডাক্তার শ্রীসীতানাথ বিশ্বাস বিদ্যারত্ন
প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

1931.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

পরম প্রীতি ভাজন
শ্রী. হীরালাল দাশ
সুহৃদ বর কর কমলে একান্ত
শ্রদ্ধার সহিত এই গ্রন্থখানা
অর্পিত হইল।
সুরেন্দ্র বিশ্বাস

মুখবন্ধ।

ইতিহাসের পরপারে অতীতের নিবিড় অন্ধকারে বিলীন যে ভারতীয় জাতিতত্ত্বের জটিল সমস্যাবরণ উন্মোচনে মহা যশস্বী ইয়োরোপের প্রত্নতত্ত্ববিশারদ নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণও কুলকিনারা না পাইয়া দিশেহারা হইয়াছেন, আমার মত অনভিজ্ঞ অকিঞ্চনের সেই মহাসমস্যার অপরিজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াস নিরতিশয় ধৃষ্টতার পরিচয় সন্দেহ নাই। আমার উদ্দেশ্যও তাহা নহে। বর্ত্তমান হিন্দু জাতির নানা জাতি নানা বিভাগ অনেক স্থলে এক হইয়াও যে বহুধা বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে—আপন ও পর হইয়া অনৈক্য ও বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে, আত্মদ্রোহিতায় দেশও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, আলোচ্য গ্রন্থে সেই অনিষ্ট নিরসনে সেই পূর্ব্বতন সাম্য ও সত্যের অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছি। কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছি মহানুভব পাঠকবর্গ গ্রন্থখানির আদ্যন্ত সম্যক্ পাঠে তাহা সুবিচার করিলে শ্রম সফল মনে করিব।

খরস্রোতা পদ্মানদীর প্রবল ভাঙ্গনীতে বসত ভূমি ও জমাজমি বিচ্যুত হইয়া নানা অভাব অনটনের মধ্যে এই গ্রন্থখানি লেখা। অশিক্ষার অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লিভবনে বাস করিয়া কোন তত্ত্ববিশারদ মহাজনগণেরই আদেশ উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণে সুযোগ লাভ করিতে পারি নাই। ভাষার সারল্য সাধনেও সাধ্যানুযায়ী যত্নের ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সুদূর মফস্বলে থাকিয়া নানা ব্যস্ততার মধ্যে প্রুফ্ দেখার দরুণ কম্পোজের বর্ণ যোজনায়ও বহুতর ভ্রম রহিয়াছে, শেষভাগে শুদ্ধি পত্রে যথাসাধ্য তাহার সংশোধন করা হইয়াছে, আশা করি সহৃদয়

ও মহানুভব পাঠকবর্গ ভদ্দৃষ্টে পাঠ করিয়া আমাকে বিশেষরূপে বাধিত করিবেন।

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, প্রবর্ত্তক, নমঃশূদ্রহিতৈষী প্রভৃতি পত্রিকা, ভারতে বিবেকানন্দ, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের "জাতিভেদ বক্তৃতা", সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাভূষণ মহোদয় প্রণীত সুবিখ্যাত "জাতিভেদ", চিন্তাশীল সুলেখক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ করন লিখিত প্রবন্ধ, নমঃশূদ্র চন্দ্রিকা নমঃশূদ্র জাতি কথা, নমঃশূদ্র দ্বিজদর্পণ, প্রভৃতি গ্রন্থও এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক সাহায্য করিয়াছে এবং অপরদিকে যে সকল দানশীল মহাশয়গণের অর্থানুকুল্য ভিন্ন এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিত না, তাঁহাদের সকলের নিকটই প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বৈশাখী ঝড়ে ঘরসহ কাগজপত্র উড়াইয়া নেওয়ায় নামের অসম্পূর্ণ লিষ্ট আমরা প্রকাশ করিলাম না, অন্য পুস্তিকায় সে সকল প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

অনুসন্ধান ও সময় অভাবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও মহদ্বংশাবলীর বিবরণও অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে,—অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দয়া করিয়া বিবিধ তথ্য প্রদানে সহায়তা করিলে কৃতজ্ঞতাসহ পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সন্নিবেশিত করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল। নানা ব্যস্ততায় ও অনভিজ্ঞতার নিমিত্ত যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে মহানুভব পাঠকগণ কৃপা পূর্ব্বক তাহা প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহ তাহাও সংশোধিত হইবে।

মৎপ্রণীত গ্রন্থখানির মুদ্রন ব্যয়ের সাহায্যকল্পে সুলেখক শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র সরকার গালিমপুর হাই ইংলিশ স্কুলের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত শিক্ষক ও পণ্ডিত মহোদয়দের অনুরোধ বিজ্ঞাপক নিবেদন পত্র প্রকাশ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরম প্রীতিভাজন ভারত বাবু, চাঁদসীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার মোহিনী বাবু, রায় সাহেব রেবতীমোহন সরকার এবং অপরাপর যে সকল বন্ধু ও মহাত্মাগণের বিশেষ উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল কৃতজ্ঞতার সহ তাঁহাদিগকেও বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি।

দোহার (ঢাকা)।
ইং ১৯২৯ সন।

বিনয়াবনত—
শ্রীসীতানাথ বিশ্বাস বিদ্যারত্ন।

সূচিপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১	কয়েংটি	কয়েকটি
৩২	১৬	মোনাস্পদ	মানাস্পদ
৩২	১৬	দস্থ্য	দস্যু
৭০	১৫	তাহাঁয়াই	তাহাঁরই
৭৬	১৯	ইজ্জত	ইল্লৎ
৭৭	১৪	এতদ্দষ্টে	এতদ্দৃষ্টে
৮৩	১৫	উপাদি	উপাধি
৮৫	১৬	হিংস্রাচ্চেচ্ছ্রষ্ঠ	হিংস্রাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠ
৮৭	২৪	গোষ্ঠিনহ	গোষ্ঠিসহ
৯২	১৮	পকাচন্ন	পকান্ন চ
৯৫	১৩	মন্বাদি	মন্বাদি
১১২	১৩	বৈয়েষিক	বৈশেষিক
১৩০	১২	বিপরতই	বিপরীতই
১৩২	২	মহা নহিমামস্নী	মহামহিমময়ী
১৪১	৩	র্ধংশীয়	বংশীয়
১৪৪	২০	ইহাঁদিষকে	ইহাঁদিগকে
১৫১	২	অব্যারহিত	অব্যবহিত
১৫৪	৫	গোরবের	গৌরবের
১৫৪	১৮	হরমোহণ	হরমোহন
১৬২	৪	উন্নতিয়নার্থ	উন্নয়নার্থ
১৭৫	১৮	সমভিভ্যাহারী	সমভিব্যাহারী
১৭৫	১৯	স্থর্গধামে	স্বর্গধামে

বিঃ দ্রঃ—১০০ পৃষ্ঠায় ২০ পংক্তির টীকার লাইনের চিহ্ন উঠিয়া যাইবে এবং "শাকদ্বীপী......মর্ম্মাহত" পর্য্যন্ত ৯ লাইনের পর বসিবে।

জাতি-তত্ত্ব ও নমস্য-কুল-দর্পণ।

পৃথিবীর সৃষ্টি ও মানবোৎপত্তির কাল নিরূপণ।

একদা আকাশপথে যে অগ্নিময় অত্যুষ্ণ-প্রকাণ্ড বাষ্পীয় গোলক প্রচণ্ড বেগে বিঘূর্ণিত হইতে হইতে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছিল, ক্রমশঃ তাহা শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া, এই বিচিত্রদৃশ্যময়ী সাগর সদ্বীপা-গিরিতরঙ্গিণী-ভূষিতা নানা জীবসমাকীর্ণা বন উপবন-শোভিতা বহুদেশ মহাদেশের জানপদবর্গের সম্বন্ধবাচিকা জননী ধরিত্রীদেবী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা ইহাঁর বয়স অন্যূন আট কোটি বৎসর নিরূপণ করিয়াছেন। এবং চারি কোটি বৎসরে ইনি জীবজননী পদভূষিতা হন। পৃথিবীতে অপরাপর প্রাণিপুঞ্জের উদ্ভবের পর মানবজাতির আবির্ভাব হইয়াছে। ধরণীমাতার সর্ব্বকনিষ্ঠ এই মানব সন্তানের বয়ঃক্রম অন্যূন পনর লক্ষ কি তদধিক বৎসর বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। পাঁচলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে ধরণীবক্ষে মানবজাতি বিচরণ করিত পণ্ডিতেরা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন।

গণনার সুবিধার নিমিত্ত ভূ-তত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর আয়ুষ্কালকে প্রধানতঃ তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যুগ প্রত্নজীবক

(Paloeozoic), দ্বিতীয় মধ্যজীবক (Mesozoic) ও তৃতীয় নব্যজীবক (Cainozoic) নামে কথিত হইয়া থাকে। এই যুগগুলি পুনশ্চ কতিপয় উপযুগ বা অন্তর্যুগে বিভক্ত, যথা—প্রাগাধুনিক (Eocene), অল্পাধুনিক (Oligocene), মধ্যাধুনিক (Myocene), বহ্বাধুনিক (Pliocene), অন্ত্যাধুনিক (Pleistocene), উপাধুনিক (Sub-recent), আধুনিক (Recent); তদ্ভিন্ন তুষারযুগ, হস্তিযুগ প্রভৃতি আরও অনেক নামকরণ আছে।

পৃথিবীতে দুইবার তুষার যুগের আবির্ভাব হয়। অনেকের ধারণা তুষার যুগদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে পৃথিবীতে মানব জাতির অভ্যুদয় হয়। প্রায় লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে শেষ তুষার যুগের অবসান হয়। তুষার যুগের মানব জাতির বয়স উক্ত হিসাবে দুই লক্ষ বৎসরের অধিক হইয়া থাকে।

প্রায় ছয় সাত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে অন্ত্যাধুনিক (Pleistocene) যুগের সমাগম হইয়াছিল। অন্ত্যাধুনিক যুগের প্রারম্ভ কালস্থিত মানব-জাতির বয়স তাহা হইলে ছয় সাত লক্ষ বৎসরের পূর্ব্বে ধরিতে হইবে।

অন্ত্যাধুনিক যুগের পূর্ব্বের যুগকে বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগ বলা হইয়া থাকে। এই যুগের শেষভাগে ধরনীবক্ষে যে মানবজাতি বিচরণ করিত সুক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। অনেকের অনুমান প্রথম তুষার যুগের পূর্ব্বেও পৃথিবীতে মানবজাতিরা বাস করিত। ইহা যথার্থ হইলে মানব জাতির বয়স অন্যূন দশ লক্ষ বৎসর হয়।

অনেকের মতে দশ লক্ষ বৎসরেরও বহুলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম মানবের উদ্ভব হয়। তাঁহারা বলেন ইউরোপে পনর লক্ষ বৎসরের পূর্ব্বে প্রত্ন প্রস্তরায়ূধ যুগের আবির্ভাব হয়। তাহার বহু পূর্ব্বে নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্ম হইয়াছিল।

নৃ-তত্ত্ব ও জাতি বিজ্ঞান।

অপরাপর প্রাণিপুঞ্জের সহিত মানবের আকৃতি প্রকৃতির প্রভেদ বা সাদৃশ্য নির্ণয় নৃতত্ত্ব বা এনথ্রোপোলোজী (Anthropology) বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। মানবজাতি কত প্রকার হইতে পারে, মানব জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ, ভাষার কি প্রভেদ, শারীরিক ও মানসিক বিশেষতঃ, শ্রেণীভেদে নানা বিভেদ, কোন্ কোন্ অংশে বৈষম্য ও সাদৃশ্য আছে, পূর্ব্বপর ইতিহাস, জাতিবিজ্ঞান বা এথ্‌নোলোজী (Ethnology) এই সকল বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান বিবর্ত্তন বাদীরা (Evolutionists) জাতিতত্ত্ব লইয়া নানা মতবাদের অবতারণা করিতেছেন; তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে নিম্ন ইতর প্রাণীর ইন্দ্রিয়-ব্যূহের পরিণতিতে পরে মানবত্ব লাভ হইয়াছে কিন্তু বিরুদ্ধ বাদীরা বলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে আর-একটি উদ্ভট সিদ্ধান্ত অবশ্য উপস্থিত হয় যে, নিম্নজন্তু ক্রমোন্নতি বশে মানবত্বে পরিণত হইলে, বিবর্ত্তন ক্রিয়ার সেই ধারা কি একেবারেই নিবৃত্ত হইয়া গেল? এত লক্ষ বৎসর অন্তরও কোনও দেশে কোন গরিলা, বানর বা সিম্পাঞ্জির ইন্দ্রিয়-ব্যূহের ক্রমঃ-পরিণতি কি আর তদ্রূপ মানবত্বে গঠিত হইয়া উঠিতেছেনা? তাহা হইলে মানব আকারেরও ক্রমঃপরিণতি অন্য আকৃতি ধারণ করিতে পারিত। মনুষ্য জাতির মধ্যে ইন্দ্রিয় গঠন সকল দেশেই একইরূপ। গরিলা প্রভৃতি প্রাণী আকারে মানবের অনেক সদৃশ হইলেও অনেক প্রভেদও আছে। মানুষ দুই পায়ের উপর ভরদিয়া সোজা ভাবে দাঁড়াইতে পারে, মানুষের গাত্র বড় বড় রোমে

আবৃত নহে, বাহুর গঠনও স্বতন্ত্র, মানবের বক্ষ ও কপাল প্রশস্ত, চিবুক সুস্পষ্ট, করোটি সুবৃহৎ ও তন্মধ্যস্থিত মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক। মানুষের বাক্‌শক্তি, চিন্তা করিয়া নব নব আবিষ্কারের উদ্ভাবনী শক্তি, বিবেক অনুস্মৃতি প্রভৃতি অপরাপর প্রাণী হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। গরিলা জাতি প্রাণীর বাক্‌যন্ত্রের অভাব আছে। অনেকের ধারণা ভাষা মানুষের সৃষ্টি, কিন্তু তাহা ভুল, কেননা মানুষের বাক্‌যন্ত্র যখন পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান, ভাষাও তখন থাকিবেই, আর মানুষের বাকযন্ত্র যে একেবারে উৎকর্ষ লাভ করে নাই, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন্ স্থানে মানবের প্রথম উৎপত্তি ইহা জানিবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন। ডাক্তার ইউজেন ডুবই (Dr. Eugene Dubois) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের পূর্ব্বাঞ্চলে ট্রিনিল প্রদেশে প্রবাহিত সোলা নদীর গর্ভে Pliocene বা বহ্বাধুনিক যুগের স্তর হইতে জীবাশ্মের (Fossil) সহিত আদি মানবের অস্তিত্ব সূচক নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতই মানবের অস্তিত্বসূচক কিনা, তাহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষে মেনোভুরিয়ার (Menovurier), ডেনিকার (Deniker), হেপ্‌বার্ণ (Hepburn) প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ পিথিন্‌থ্রোপাসেরেক্‌টিস্‌(Pithean thropuse-rectis) অর্দ্ধনর-অর্দ্ধ-বানরাকৃতি মানবের পূর্ব্বপুরুষের নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিরাছেন। ইহা যে মানবাকৃতি অন্য কোন জীব হইতে পারে না, তাহাও তাঁহারা করোটির ৯০ হইতে ১০০ সেন্টিমেটার *(Centimetre) প্রসার হইতে প্রমাণ করিয়াছেন। গরিলা (Gorilla) অরাঙ্গ (Orang), সিম্পাঞ্জী (Chimpanzee), ও গিব্বন (Gibbon)

* প্রায় ½ ইঞ্চি পরিমিত ফরাসী দেশীয় দৈর্ঘ্যের মাপ বিশেষ

জাতীয় বানর দিগের করোটি মানুষের অনেকটা অনুরূপ হইলেও ইহা যে বানরের করোটি নয়, ইহার উর্ব্বাস্থি (Femur) ও দুইটী মোলার (Molar) বোন্ পরীক্ষায় তাহা মীমাংসিত হইয়াছে।

আন্দামান, অষ্ট্রেলিয়ান্, বুষমান, ভল্‌পেন, বোটোকোডো, এটা ও সোমাঙ এই সমস্ত জীবিত জাতির সাধারণ প্রকৃতির সহিত যবদ্বীপের নিদর্শনের সাদৃশ্য খুব বেশী। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সব (Low race) আদিম কোন সাধারণ মূল মানবজাতি হইতে সঞ্জাত। আর এইসব মূল মানবজাতি এক বিস্তৃত মহাদেশের প্রথম অধিবাসী ছিল। ইহাদের বিশ্বাস এই মহাদেশ মাডাগাস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারত মহাসাগর, ভারতবর্ষ, মাডাগাস্কার ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইহাদের মধ্যে এক কালে জলের ব্যবধান ছিলনা। এই মহাদেশের নাম ইণ্ডো আফ্রিকান্ কন্টিনেণ্ট (Indo african continent)। ইণ্ডিয়ান্ জিওলজিক্যাল সার্ভের (Indian Geological Surveyর) ভূ-তত্ত্ববিদগণ এই মহাদেশের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, অন্যস্থানে বিশেষতঃ ইউরোপের পশ্চিমেও মার্কিনের দক্ষিণ অঞ্চলে জীবাশ্ম অবস্থায় মানবের যে, ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা যবদ্বীপস্থ বহ্বাধুনিক যুগের অর্দ্ধনর অর্দ্ধ বানরাকৃতির অপেক্ষা অনেক অগ্রবর্ত্তী। বেলজিয়মের অন্তর্গত স্পাই (Spy) নামক স্থানের প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানব-করোটির পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তটী জানিতে পারা গিয়াছে। এই করোটি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ফ্রান্সের দক্ষিণে দরদোন (Dordogne) নামক স্থানের ক্রোমাগ্‌নন্ (Cromagnon) নামক নব্য প্রস্তর যুগের জাতি ও আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবানর এই উভয়ের মধ্যে

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আবিষ্কৃত করোটির স্থান এই দুইটি পরবর্ত্তী যুগের আবিষ্কৃত জাতি বহ্বাধুনিক যুগের আদর্শ নয়, অত্যাধুনিক যুগের নিদর্শন। ইহারা হিমাত্যয়ুগে পৃথিবীর নানা স্থানে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু সুপণ্ডিত ব্রোকো (Broka) এই মতের বহুভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস সকল দেশের সকল মানুষ একই সময় উৎপন্ন হয় নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় মানবের বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এক দেশে যখন নব্যপ্রস্তর যুগ (Neolithic age), অন্য দেশে হয়ত তখন প্রত্ন-প্রস্তর যুগ (Peloeolithic age)। এক দেশের লোকেরা যখন সভ্য, অপর দেশের লোকেরা হয় ত তখন অসভ্যাবস্থায় কাল যাপন করিতেছিল।

বিভিন্ন দেশে মানব সভ্যতার বিভিন্ন অবস্থা।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মিশর, বৃটেন, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, টুনিসিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, পশ্চিম এসিয়া, ইণ্ডোচিন ও আমেরিকার নদীগর্ভে ৫০শত হইতে ৪০০ চারি শত ফুট নিম্নে অপরিস্কৃত প্রস্তরায়ুধ সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানবেরা যখন অগ্নির ব্যবহার জানিতনা, কাজেই তখন কোনও দেশের মানবেরা অপক্ক মাংস ভক্ষণ করিত, অন্য

কোন দেশের মানব হয়ত মৎস্য মাংস খাইত না, কেবল ফল শস্যে জীবন ধারণ করিত। ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রাদির অভাবে প্রস্তরায়ুধ বা যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিত, সেইজন্য ঐ সকল যুগ প্রস্তরায়ুধ যুগ নামে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার একটি প্রত্ন-প্রস্তর যুগ ও অপরটির নামই নব্য প্রস্তর যুগ।

ক্রমোন্নতি সহকারে মানবেরা যখন অগ্নির ব্যবহার ও তদ্দ্বারা লৌহ তাম্র প্রভৃতি বিবিধ ধাত্বাদির আয়ুধ ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ শিখিল; যখন তাহারা সুসভ্যোচিৎ কলা শিল্প ও ভাস্কর্য্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিল, তখনকার নাম প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

বহ্বাধুনিক ও অন্ত্যাধুনিক যুগের মানবের অস্তিত্ব ও অবস্থা নির্ণয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার, এস্, এ, স্মিথ্ (Dr. S. A. Smith) অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্স্ল্যাণ্ড (Queensland) নামক প্রদেশে অন্ত্যাধুনিক যুগের ভূ স্তর হইতে যে একটি নর-কপাল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ডাক্তার ডুবইর আবিষ্কৃত যব-দ্বীপস্থ নর-কপালদ্বয়ের সদৃশ। কিছুদিন পূর্ব্বে আফ্রিকার ট্রান্স্ভাল্ প্রদেশে একটি বৃহৎ নর কপাল এবং সাসেক্স (Sussex) জেলার পিট্স্ডাউন (Pitsdown) নামক স্থানে আর একটি বৃহৎ নর-কপাল আবিষ্কৃত

হইয়াছে, এ সকল অত্যাধুনিক যুগের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। শেষোক্ত নর-কপালের মধ্যে যে মস্তিষ্ক ছিল, তাহা বিসমার্কের মস্তিষ্ক অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। এতদ্দৃষ্টে অনেকের বিশ্বাস অত্যাধুনিক যুগও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে পৃথিবীর কোথাও কোথাও মানব সভ্যতার বিলক্ষণ উন্নতি লাভ হইয়াছিল।

ফরাসী পণ্ডিত M. Desnoyers (এম্, ডেসনয়ার্) এবং M. D. Abbe Bourgeois (এম্ ডি এইব্ বোয়ার জিউইস্) বহ্বাধুনিক যুগে মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়াছেন। ইটালীর প্রফেসার জি, রুনোরিনো (G. Runorino) এবং এম্ কেপেলিনী (M. Capellini) ঐরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ডাক্তার নওটলিং (Noetling) ব্রহ্মদেশের বহ্বাধুনিক যুগের ভূ-স্তরে মানব ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধ সকল পাইয়াছেন। নর্ম্মদা ও গোদাবরী নদী গর্ভস্থ কঙ্কর ও প্রস্তরের মধ্যে যে প্রস্তরায়ুধ সমূহ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও বহ্বাধুনিক যুগস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।*

* ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণ প্রবাসী পত্রিকার ১৩২৮ সনের শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের লিখিত "জাতি বিজ্ঞান" প্রবন্ধচয় ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহোদয় দ্বয়ের "ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব" বাদ-প্রতিবাদ পাঠ করিলে অনেক জানিতে পারিবেন। আর ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞগণ (1) Lord Avebury's "Prehistoric Times" (Chap. XII P. P. 399—403), (2) Record of the Geo. Snr. of India, x xvii, P. P. 101—102), (3) The students' Lyell-1896 Edited by J, W. Judd, P P 236, 237 and 451. ইত্যাদি পাঠে অবগত হইবেন।

বৈজ্ঞানিক মতে জাতি বিভাগ।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে পিটার ক্যাম্পার (Peter Campar) নামক শরীর তত্ত্ব-বিশারদ প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত মতে মানব জাতি সমূহের পার্থক্য-নিরূপণ করিবার প্রণালী স্থির করেন। তিনি নর-কপালের আকার ও পরিমাণ অনুসারে জাতি নির্ণয় করিতেন। এইরূপ পদ্ধতির নাম ফেসিয়াল্ এঙ্গল্ (Facial angle) ইহার কিছু দিন পরে ব্লুমেন বাথ্ (Blumen buth) মানব জাতিকে পাঁচটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করেন, যথা—(১) ককেশীয়, (২) মঙ্গোলীয়, (৩) ইথিপীয়, (৪) আমেরিকান ও (৫) মলয়। তৎপর কুভিয়ের (Cuvier) ব্লমেন বাথের পাঁচটী বিভাগকে তিনটীতে নির্দ্দিষ্ট করেন। তাঁহার প্রণালী অনুযায়ী আমেরিকান্ ও মলয়, মোঙ্গলীয় বিভাগের শাখারূপে গৃহীত হয়। কুভিয়ের তন্নির্দ্দিষ্ট বিভাগত্রয়ের উৎপত্তি স্থান বা বাসভূমিও নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার মতে ঐ জাতিত্রয় প্রথমে পর্ব্বতে বাস করিত। ককেসীয়গণের ককেস্স্ পর্ব্বত, মোঙ্গলীয়গণের অল্টাই পর্ব্বত এবং নিগ্রোগণের এট্লাস্ পর্ব্বত আদি নিবাস ভূমি ছিল।

পৃথিবীতে অতঃপর বহুজাতীয় লোক দেখিয়া পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে কতকগুলি মূল জাতি বাহির করিয়াছেন। এই সকল জাতির পরস্পর মিশ্রণে বহু জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এক জাতির সহিত অপর জাতি মিশিলে নূতন এক মিশ্র জাতি হয়। কিন্তু মিশ্র জাতিতে উক্ত দুই মূল জাতিই বিশেষ পাশাপাশি অবস্থান করে।

কোন জাতিই তাহার বিশেষত্ব হীন হয় না। যে কোন মিশ্র জাতিকে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা তাহার মূল উৎপাদক জাতির নির্ণয় করিতে পারেন। শারীরিক গঠন ও আকৃতি যেমন তাহাদের মূল জাতি প্রভৃতির নির্ণায়ক, ভাষাও মানসিক বিশেষত্ব ও তদ্রূপ সহায়ক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আদি কালে সকল মানবই এক জাতিভুক্ত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জল বায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ পূর্ব্বক নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্যমতে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরিভাষা ।

মানুষের নাক মুখ মাথা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ ও গঠনাদির দ্বারা আর্য্য, অনার্য্য, মঙ্গোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি নির্ণয়ের যে পদ্ধতি তাহার নাম খর্পর বিদ্যা।

দেশের নামানুসারে ইংরেজ, ফরাসী, বাঙ্গালী ইত্যাদি জাতি শব্দে ব্যবহৃত হয়, ইংরেজীতে ইহাকে নেশন (Nation) এবং কোল ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি গুলিকে ট্রাইব (Tribe) বলে।

আর্য্য, অনার্য্য, মঙ্গোলি, দ্রাবিড়, নিগ্রো ইত্যাদি জাতি স্থলে রেইচ. (Race) ব্যবহৃত হয়।

রেইচ্ বা আর্য্য, অনার্য্য মঙ্গোল ইত্যাদি পৃথিবীর মহাজাতিগুলিকে পণ্ডিতগণ "শ্বেত," "পীত" ও "কৃষ্ণকায়" এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। শ্বেতকায় মহাজাতিরা এসিয়ার পশ্চিমে, ভারতের উত্তরাংশে এবং ইউরোপে বাস করে। শ্বেতকায় সকলেই যে মূলে এক জাতি পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। সেমেটিক ও আর্য্য প্রধানতঃ শ্বেতকায় মহাজাতিদের মধ্যে এই দুইটি ভাগ পরিদৃষ্ট হয়। আরব প্রভৃতি পশ্চিম এসিয়াস্থিত কয়েকটি জাতি সেমিটিক্ মহাজাতির অন্তর্গত। সেমিটিক দের সহিত আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এসিয়ায় ভারতবর্ষ ও পারস্যে আর্য্য জাতির নিবাস ভূমি।

২। এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ ব্যতীত অবশিষ্ট স্থান সমূহে "পীতবর্ণ" মনুষ্যের বসবাস দৃষ্ট হয়। সাইবিরিয়ার হিমানী সমাকীর্ণ তুন্দ্রা, কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থান, ব্রহ্মদেশ ও জাপান প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ সমূহ "পীতকায়" মানবদিগের বসতি স্থল। আমেরিকার লোহিতকায়দিগকে পণ্ডিতেরা "পীতবর্ণ" জাতির মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন।

৩। "শ্বেতকায়" ও "পীতকায়" দুই মহাজাতি হইতে পৃথক মানব শ্রেণী "কৃষ্ণকায়" মহাজাতি বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকে। এই "কৃষ্ণকায়" মহাজাতিও মূলে একটি জাতি নহে। ভারতে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, আন্দামান, নিকোবার্ প্রভৃতি অসভ্য দেশবাসী ও আফ্রিকা মহাদেশের নিগ্রো, কাফ্রি, জুলুগণ এক জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। সচরাচর "কৃষ্ণকায়" বলিয়াই ইহাদিগকে গণনা করা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত তিন জাতি হইতেই সমুদয় মানব শ্রেণীর উৎপত্তি কিনা, এবং কাহার আদিম নিবাস কোথায়, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দানে কোন পণ্ডিতই এ পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই।

যুগ যুগান্ত সমাগত বহু জাতি-বৈচিত্রে ভারতের জাতি তত্ত্ব এক

সুকঠিন জটিল সমস্যায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। যে মহামহোপাধ্যায় প্রত্ন তত্ত্ব-বিশরাদগণ পৃথিবীর অপরাপর মহাদেশের জাতি-তত্ত্বের গবেষণায় বহু কৃতিত্ব লাভে মহা যশস্বী হইয়াছেন, ভারতের জাতি নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া তাহারাও অকূলে দিশাহারা হইয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতি গঠন কখনও একটি বা দুইটি জাতির মিশ্রণ সম্ভূত নহে। যুগ-যুগান্ত পরম্পরায় নানা দেশের নানা মানুষ এদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের চিহ্নও কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না,—কেহ তাহা লিখিয়াও রাখেন নাই। আর্য্যদের প্রবেশের পূর্ব্বে দ্রাবিড়গণ এদেশের অধিশ্বর ছিলেন এবং তাহাদের চেয়েও অসভ্য বা অনার্য্যগণ এদেশে বসবাস করিত। আর্য্যেরাও এক সময়ে বা এক যাত্রাতেই সকলে এদেশে আসিয়াছিলেন না। নানা শতাব্দীতে নানা গোত্রপতির নেতৃত্বাধীনে তাঁহারা ভাগে ভাগে এদেশে আসিয়াছিলেন। এইরূপে শক, হুন, মিউচি ও গ্রীকগণও এদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহাদিগকে আর বাছিয়া বাহির করিবার উপায় নাই। ভারতবাসী বিশাল হিন্দু সমাজের অসংখ্য জাতি স্তরের অভ্যন্তরে কোথায় কোন্ ট্রাইব (Tribe) একটী জাতি বা Caste এ পরিণত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে। এই জন্যই স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন,—

হেথায় অনার্য্য, হেথায় আর্য্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক, হুন দল, মোগল পাঠান
এক দেহে হ'ল লীন। *"

* শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ভারত পরিচয়" দ্রষ্টব্য।

কয়েকটি জাতির মোটামোটি গঠন। *

১। "রঙ্গ কাল কুচ কুচে, নাক লেপ্টা, ঠোঁট পুরু, গড়া'নে কপাল, কোঁকড়ান চুল, প্রায় কাফ্রিদের মত গঠন, তবে আকারে ছোট চুল তত কোঁকড়ান নয়, সাঁওতালী, আন্দামানি, ভিল কতকগুলি জাতি দৃষ্ট হয়। প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro); ইহারা প্রাচীন কালে আরবের কতকাংশে ইউফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণ ভারতবর্ষময় আন্দামান প্রভৃতি দ্বীপে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিত। আধুনিক সময় ভারতের কোন কোন ঝোড় জঙ্গলে, আন্দামান এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহারা বর্ত্তমান।

২। সাদা বা হল্‌দে রঙ, সোজা কাল চুল, কাল চোক কিন্তু কোণা কোণি বসান, দাঁড়ি গোপ অল্প, চেপ্টা মুখ, চোকের নীচের হাড় দুইটো (Uper Jaw বা উর্দ্ধ হন্বাস্থি) ভারি উচুঁ, লেপটা, ভুটিয়া চিনি প্রভৃতি জাতি দৃষ্ট হয়। নেপালি, সায়েমি, বর্ম্মি, মালাই, জাপানি প্রভৃতি জাতির ঐরূপ গঠন, তবে আকারে ছোট। এই দুই শ্রেণীর জাতির নাম মোগল আর মোগ্‌ লাইড্ (ছোট মোগল)। মোগল জাতি এখন এসিয়া খণ্ড জুরিয়া বসিয়াছে। এই মোগল জাতিদ্বয় কাল মুখ হুন, চীন, তাতার তুর্ক, মানচু, কির্‌গিজ প্রভৃত নানা শাখায় বিভক্ত। এক চীন ও তিব্বত ব্যতীত তাবুঁ নিয়ে আজ এদেশে কা'ল ওদেশ করিয়া গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়া চরাইয়া বেড়ায়, আর বাগে পাইলেই দেশটাকে ওলট্ পালট্ করিয়া দেয়। এদের একটি নাম তুরানি।

---

* স্বামী বিবেকানন্দ বিবৃত বক্তৃতা "বর্ত্তমান ভারত।" দ্রষ্টব্য।

৩। শরীরের রঙ কাল কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কাল চোখ, প্রাচীন মিশরে, প্রাচীন বাবোলোনিয়ায় যাহারা বাস করিত এবং অধুনা ভারতময় বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশে বাস করে, ইয়োরোপ খণ্ডেও এক আধ জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, এ একজাতি ইহাদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ী।

৪। সাদা বর্ণের শরীর সোজা চোখ কিন্তু নাক কাণ রামছাগলের মুখের মত বাঁকা আর ডগা মোটা, কপাল গড়ান, ঠোঁট পুরু যেমন উত্তর আরবেরলোক, বর্ত্তমান য়িহুদী, প্রাচীন বাবিল, আসিরী, ফিনিস প্রভৃতি ইহাদের ভাষাও এক প্রকারের; ইহাদের নাম সেমিটিক্।

৫। যাহারা সংস্কতের, সদৃশ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, সোজা নাক, মুখ, চোখ, বর্ণ সাদা, চুল কাল বা কটা, চোখ কাল বা নীল, এদের নাম আরিয়ান বা আর্য্য।"

এই সকল জাতির সংমিশ্রণ হইতে বর্ত্তমান নানা জাতির উদ্ভব। যে দেশে যে জাতির লোক সংখ্যা অধিক, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি সেই দেশের সেই সেই জাতির মত। উষ্ণ প্রধান দেশ হইলেই কাল আর শীত প্রধান দেশ হইলে সাদা হইবে এমন দৃষ্ট হয় না। জাতি মিশ্রণেও বর্ণের বিপর্য্যয় হইয়াছে। একই পিতামাতার সমুৎপন্ন সন্তানের বর্ণ বিভেদও হইয়া থাকে, দেশের প্রকৃতি গুণেও যে তাহা হয়, সে কথাও উপেক্ষনীয় নয়।

১৮৮৬ সনে ভারতবর্ষে খর্পর বিদ্যার সাহায্যে জাতিতত্ত্বের যে সাতটী ধারা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

১। তুর্ক ইরানী শাখা—ভারতের পশ্চিম সীমান্তবাসী আফগান, বেলুচি ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তবাসীদিগকে এই শাখার অন্তর্গত করা যায়।

২। হিন্দু আর্য্যশাখা—পঞ্জাব, রাজপুতনা, কাশ্মীর প্রভৃতির অধিবাসীগণ আর্য্য শ্রেণীর বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

৩। শক দ্রাবিড় শাখা—বোম্বাইর মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, কুনবীরা ও ও দক্ষিণ ভারতের কুর্গগণ এই শাখার বলিয়া গণিত হইয়াছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং ইহাদের খর্পর প্রশস্ত, দ্রাবিড়গণের সংমিশ্রণে আর্য্যগণ হইতে ইহারা কিঞ্চিৎ পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হয়।

৪। আর্য্য দ্রাবিড় বা হিন্দুস্থানী সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারবাসী, আর্য্যগণের সহিত আদিম দ্রাবিড়গণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। উচ্চ বর্ণের মধ্যে মিশ্রণ কম হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়, কেননা তাহাদের খর্পর নিম্ন শ্রেণীর চামার মুসারদের চেয়ে পৃথক্।

৫। মঙ্গোল দ্রাবিড়—আদিম বাঙ্গালীদের আকার প্রকার যে, ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ তাহা দেখিয়াই অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উচ্চ বর্ণের মধ্যে আর্য্য শোণিতের যে কিয়ৎ পরিমাণ সংমিশ্রণ, নিম্ন বর্ণের মধ্যে তাহা অপেক্ষাও অতি অল্প। পণ্ডিতেরা বঙ্গের মানচিত্র দৃষ্টে অনুমান করিয়াছেন, উত্তরে হিমালয় পার হইয়া এদেশে মঙ্গোলগণের প্রবেশ অবাধ ছিল। নেপালী, ভূটানী, লেপ্‌চা, আক্কা. আবর, মিশরী প্রভৃতি জাতি ঐ পীতকায় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তেও মঙ্গোলদের বহু শাখা আছে। টিপ্‌রা, কুকী, মনিপুরী, নাগা সকলেরই বিশেষ জানা শোনার মধ্যে। ত্রিপুরাবাসীরা এখানে বাঙ্গালী হিন্দু, মণিপুরীরা বৈষ্ণব, চাকমারা বাঙ্গালা ভাষা ভাষী হিন্দু। দক্ষিণে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বাঙ্গালীদের, উত্তরের আসামীদের সহিত খাসিয়া জয়ন্তিয়াদের খুব মেলামেশা হইয়াছে। এখানকার জল বায়ুর কথাও মনে করা উচিৎ। মঙ্গোল দ্রাবিড় বলিয়া যে মন্তব্যটী গৃহীত হইয়াছে, বাঙ্গালীদের পক্ষে তাহা সর্ব্বত্র প্রয়োগ সমীচীন নহে, আধুনিক অনেক পণ্ডিতদিগের তাহা অভিমত, পরে যথাস্থানে বিজ্ঞানসঙ্গত আলোচনা হইবে।

৬। মঙ্গোলীয় শাখা—পূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে হিমালয়ের উপত্যকার পাদমূলে এবং ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে, ব্রহ্মদেশে মঙ্গোলগণের বাস। দার্জ্জিলিং এর লেপচা, নেপালের লিম্বু, মুরমী, গুরঙ্গি, আসামের আদিম অধিবাসী অহোম, বোদো পূর্ব্ববঙ্গের কোচগণ এই মহাজাতির অংশ।

৭। দ্রাবিড়—দ্রাবিড়গণকে—ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনেকে মনে করেন। সিংহল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য ভারত পর্য্যন্ত দ্রাবিড়গণের বাস স্থান। তামিল, তেলেগু, কর্ণাটী, মালয়ালম্ এখানকার প্রধান জাতি। মুণ্ডা, খন্দ প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকেও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে ধরা হয়, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে, তাহাদিগকে এক জাতি বলিয়া সহসা বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। দ্রাবিড়গণ কৃষ্ণ বর্ণ,—ইহাদের চোয়াল উচু ও খর্পর লম্বা।

বেদ বা ভারতীয় প্রাচ্যমতে বর্ণ বিশেষণ ও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মত।

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে আর্য্য জাতিকে সুদীর্ঘাকৃতি, গৌর বর্ণ, শোভন নাসিকাযুক্ত পকান্ন ভোজী ধর্ম্মাচরণশীল, সংস্কৃত ভাষাভাষী আর অনার্য্য বা দস্যু নাম ধেয় জাতিকে খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণ বর্ণ, খাদা নাসিক, আম মাংসাসী, অধর্ম্মাচরণশীল ও ম্লেচ্ছ ভাষাভাষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষণ কিন্তু তদ্দৃষ্টে জাতি নির্ণয় করা চলে না,—গৌর আর্য্যের মধ্যেও খর্ব্বাকৃতি, খাদা নাসিক, কৃষ্ণ বর্ণের অভাব নাই; আর অনার্য্য কথিত বলিয়া যাহারা উপেক্ষিত তাহাদের মধ্যেও গৌর বর্ণ, শোভন নাসিকা যুক্ত, সুদীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট স্বচ্ছন্দে পরিলক্ষিত হয়। এজন্য কথা হইয়াছে,—"গৌর শ্যাম, কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্ব হিন্দুকুলে
এক জাতি একবর্ণ নাহি আর মিলে।"

বর্ত্তমান জাতি বিজ্ঞানে খাঁটি আর্য্য জাতির প্রধান নিদর্শন।

বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিত মণ্ডলী বহু গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পরিমাপক Nasal index বা হ্রস্ব-নাসিকাকেই খাঁটি আর্য্য জাতির প্রকৃত নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় বর্ণচয়ের মধ্যে নমোব্রহ্ম বা দেশ কথিত নমঃশূদ্র * জাতির হ্রস্বনাসিকা, উড়িষ্যার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বেলারীর এবং চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণের নাসিকা অপেক্ষাও হ্রস্ব, সুতরাং নমোব্রহ্ম জাতির শরীরে যে অধিক আর্য্য-শোণিত বিদ্যমান তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। মাননীয় রিজ্‌লী সাহেব তাঁহার সঙ্কলিত "People of india" নামক গ্রন্থে উক্ত মন্তব্যই গ্রহণ করিয়াছেন।

টীকা—* আর্য্য ব্রাহ্মণের নমঃশূদ্র নাম কেন হইল, যথাস্থানে বিবৃত হইবে। বস্তুতঃ জাতিটি শূদ্র নহে। অতঃপর আমরা নমস্তু-কুল বা নমোব্রহ্ম নাম ব্যবহার করিব।

বঙ্গের প্রধান তিনটি জাতির গৌর বর্ণের শতকরা অনুপাত,—

জাতি—	গৌরবর্ণের শতকরা অনুপাত।
ব্রাহ্মণ...	২৩.৩
কায়স্থ...	২১.৬
নমঃশূদ্র (নমো ব্রহ্ম)	২০.৩ *

যে নমোব্রহ্মজাতির নাসিকার মাপ উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় আর্য্যবংশধর ব্রাহ্মণগণের চেয়েও খাঁটি আর্য্যত্বের বিজ্ঞাপক, বঙ্গদেশে বর্ণে তাহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন কেন? ইহার অবশ্য কারণও বহু প্রকার বিদ্যমান আছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি ছায়ায় যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে বিলাসিতার ক্রোড়ে বাস করেন, নমোব্রহ্মগণ সর্ব্বদা কৃষি কার্য্যে নিরত হেতু খোলা মাঠে কখনও বা জলা ভূমিতে নানা অস্বাস্থ্যকর স্থানে নিদাঘের প্রখররৌদ্রে যেমন অনল দগ্ধ হইয়া অধিকাংশ সময় কাজ করে, তেমনই কখনও বা আষাঢ়ের অনর্গল বারিপাত মাথায় ধরিয়া যাপন করিতে বাধ্য হয়। আবার শরৎ ও হেমন্তের শিশির ও তাহাদের মাথার উপর দিয়া যায়, তখনকার রৌদ্র তো প্রচণ্ড তাপে তাহাদিগকে অঙ্গার বর্ণ করিয়া তোলেই। শীতে উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে দরিদ্র কৃষকের যে ক্লেশ, তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না; এবং কৃষককে সর্ব্বদা ধুলি কর্দ্দমাক্ত থাকায়ও বর্ণের উৎকর্ষতার ব্যত্যয় ঘটে। তবুও এদের মধ্যে এমন অনেক স্থানের বর্ণানুপাত আবার তৎস্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতিকেও হার মানায়।

* "আর্য্য কায়স্থ পত্রিকা" চতুর্থ বর্ষ।

প্রাচীন সভ্যতার অপূর্ব্ব আবিষ্কার
বা
জাতীয় সভ্যতার উত্থান পতন।

এতদিন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতীয় সভ্যতাকে পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের "মোহন জো-দড়ো" ও পঞ্জাবের "হারাপ্পা" নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষরাজী যখন ভূ-গর্ভ খনিত হইয়া আবিষ্কৃত হইল, তখন সে ভ্রান্তি অপনীত হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই পরিচয় প্রদান করিল। স্যার্ জন্ মার্শাল সাহেবের অধিনায়কতায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্ন-তাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় "মোহন-জো-দঁড়ো" এবং শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহানী মহোদয় পঞ্জাবের হারাপ্পা নামক স্থানে ভূ-গর্ভ নিহীত অতি-অতীতের আধুনিক সভ্যতাকেও চমৎকৃতকারী সুরুচি-সঙ্গত অত্যুন্নত-সভ্যতার নিদর্শনাবলী আবিষ্কার করিয়া ভারতের অতীত ইতিবৃত্তের এক অপূর্ব্ব অধ্যায় উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। "মোহন-জো-দঁড়ো" ৭৫০ সাড়ে সাত শত একর বা ২২॥০ সাড়ে বাইশ শত বিঘা ব্যাপিত সুবিস্তৃত আধুনিকের চেয়েও উন্নত ধরণের উন্নত গঠনের অতি বৃহৎ সুচারু প্রাসাদমালা, স্নানাগার, বিটুমেন গাঁথা পয়োপ্রণালী ও দিগন্ত প্রসারিত পাকা সড়ক শোভিত বিচিত্র রমণীয় নগর ছিল। উহার সভ্যতা এত উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিল যে, উক্ত নগরের অধিবাসীরা সুদূর অতীত যুগে যে সকল চিত্রাক্ষর (Pictogram) ব্যবহার করিতেন, সুপ্রাচীন বাবিলনের সুমেরীয় জাতি যীশুখৃষ্ট জন্মিবার প্রায় সার্দ্ধ-ত্রি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তদনুরূপ চিত্রাক্ষর ব্যবহার করিতেন প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে সেই সুপ্রাচীনের

বাবিলনায় লিপি আছে। ৫৫০০ সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে, ভারত সভ্যতায় কত মহোন্নত স্থান অধিকার করিয়াছিল, সুপ্রাচীন সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ নগরের সেই সকল সুরুচি গঠিত সুবিস্তৃত সৌধমালা স্থিত নানাবিধ সুশোভন বিচিত্র দৃশ্য, চিত্র, খেলনা, ব্রঞ্জধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি, রথ, চক্র, চিত্রাক্ষর, কীলকাক্ষর (cuneiform Script) যুক্ত মুদ্রা, মনুষ্য চিত্রাদি অঙ্কিত মুদ্রা, শিলমোহর, সূক্ষ্মসূত্র নির্ম্মিত সুচিক্কণ বসন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের আধুনিকের অত্যুন্নত সুসভ্যতার অনুযায়ী কারুকার্য্যখচিত নানাবিধ অলঙ্কার, ধাতু পাত্র, মৃৎপাত্র, পাষাণ নির্ম্মিত শবাধার, তাম্র ও লৌহ নির্ম্মিত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দৃষ্টে প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা উহার অধিকাংশ আধুনিক সভ্যতাকেও পরাস্ত করে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্জাবের হারাপ্পার নিদর্শনাবলী উহার চেয়েও প্রাচীন বলিয়া নির্নীত হইয়াছে। সার্ জন্ মার্শ্যাল সাহেব ঐ সকল স্থানের আবিষ্কার সমূহ "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া" (Times of India) পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, "প্রবাসী," "ভারতবর্ষ" ও "বসুমতী" পত্রিকা সমূহেও তাহার সারাংশ অনেকে পাঠ করিয়াছেন,— সে সকল সম্যক্ বর্ণনা পাঠ করিলে প্রাণে সত্য সত্যই এক অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হয়! প্রত্ন-তত্ত্ব-বিশারদ সুপণ্ডিত হল্ (Hall) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এক সময়ে ভারতে আর্য্য জাতির আগমনের পূর্ব্বে ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে ভারতের আদিম দ্রাবিড় জাতির বহু বিস্তৃত অধিকার ছিল এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে উহারই এক শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিসঙ্কট সমূহ দিয়া প্রাচীন ঐরাণে ও বাবিলনে গমন করতঃ ঐরাণে ও বাবিলনে ভারতের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ইহাও বলেন দ্রাবিড়গণ

টীকা—* তখন দাহ ও সমাধি উভয় রীতিই ছিল।

যখন বাবিলন অধিকার করেন, তখন তাহাঁরা সভ্যতার অতি উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের ব্যবহার্য্য ভাষার সাঙ্কেতিক চিহ্ন, ধাত্বাদির অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার উচ্চ ধরণের ছিল। পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট সুচারু সৌধরাজী তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। সেই জন্যই কবির আক্ষেপ যথার্থ বটে,—

"কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল,
শাসন করিত যারা অবনী মণ্ডল ?
বলবীর্য্য পরাক্রমে, ভবে অবলীলা ক্রমে,
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল !
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল ?"

হায়! কালের কুটিল গতিতে ও উলট্‌পালট্‌ ব্যবস্থায় এক্ষণ তাঁহারাই অসভ্য বর্ব্বর আখ্যায় ঘৃণ্যপদবাচ্য! হায়! বঙ্গেও এমন জাতি আছে, যাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব সৌরভযুক্ত নাম ধাম এক্ষণ কালের অজ্ঞাত-অতল-গর্ভে চির বিলীন! মাতঃ ভারত ভূমি! তোমার সেই পূর্ব্বতন মহিমামণ্ডিত সুসন্তানগণ যে প্রগাঢ় নিদ্রায় ভূগর্ভে চির-নিদ্রিত— চির বিশ্রান্ত, তাঁহারা কি আর জাগিবে না—তাঁহাদের অপূর্ব্ব সাধনায় আর কি তোমার বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হইবে না? মা! স্বদেশের কোন্ সাপে, কোন্ তাপে, কোন্ ব্যাথায় ব্যথিত চিত্ত তাঁহারা ঐরূপ অতীতের অন্ধকারে ভূগর্ভের শান্তি ক্রোড়ে চির আশ্রিত? মাতৃভূমির নৈতিক ও পারিপার্শ্বিক শোচনীয় দৃশ্য দর্শন, অথবা মাতঃ! পরনিপীড়ণ ও দাসত্ব বন্ধনাপেক্ষা কি ভূগর্ভে চির শয়নই শ্রেয়ঃ? এইরূপ অতীতের সেই অজ্ঞাত যুগে কত মহাদেশে কত জাতি যে এইরূপ ইতিহাসের পরপারে,—তাহা আমেরিকার একটী অজ্ঞাত প্রাচীন সভ্যতার আবিষ্কারে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডাক্তার হার্ব্বার্ট

জে, স্পিণ্ডেন্ সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন। সকলের ধারণা ছিল কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে তথায় কোন সভ্যতাই গড়িয়া উঠিয়াছিল না,—কেবল হতভাগ্য অসভ্য বর্ব্বর রেড্ইণ্ডিয়ানগণ তথায় বনচর ইতর প্রাণীর ন্যায় উলঙ্গাবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু স্পিণ্ডেন্ সাহেব দেখাইলেন, পনর শত বৎসর পূর্ব্বকার তাহাদের পূর্ব্ববংশধর 'মায়া'রা সভ্যতার এত উচ্চতম-সোপানে আরূঢ় ছিলেন যে, পরবর্ত্তী যুগে প্রাচ্য সভ্যতাও তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। প্রাচীনের সেই উক্ত সময়ে, উক্ত মহাদেশে একজন অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতিষ ও গণিতের মহাতত্ত্ব-বিশারদ মহাবৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার আবিষ্কারমালা যথার্থই অপরিসীম বিস্ময়োৎপাদক! 'গোরাতে মালা' ও "হন্দরাসের" ভগ্নমন্দির গাত্রে খোদিত তাঁহার আবিষ্কারগুলি স্পিণ্ডেন্ সাহেব বহু গবেষণার পর উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, ঐ সকল মন্দির নির্ম্মাতা 'মায়া জাতি" জ্ঞান ও সভ্যতার অতি উন্নত সীমায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত জাতি সম্ভূত উক্ত মহাবৈজ্ঞানিক গণিত, জ্যোতিষ ও নক্ষত্র বিজ্ঞানের এত বিশুদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তাহা আধুনিকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। উক্ত বৈজ্ঞানিক একটী ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সঠিক সময় জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় স্পেন অভিযানের সময় ধর্ম্মনেতা লাণ্ডার অধীনস্থ উন্মত্ত পুরোহিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাহা বিনষ্ট হয়। তাঁহারা "মায়া" সভ্যতার—এইরূপ বহুতর নিদর্শনরাজী বিনাশ সাধন করেন। ভারতেও এইরূপ অনেক মহাপুরুষ ও মহাজাতির নিদর্শনাবলী বিদ্বেষ পরায়ণগণের হস্তে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত মহাবৈজ্ঞানিকের নামপ্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কারাবলী তাঁহাকে

চিরপ্রসিদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই সুসভ্য "মায়া জাতি" কি কারণে অধোপতিত হইল, সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাহা বহু গবেষণায়ও স্থির করিতে পারেন নাই। এই বৈজ্ঞানিকের সমসাময়িক যুগে য়ুকাটন ও মধ্য আমেরিকায় যেখানে ১৪,০০০,০০০ এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক বাস করিত, এখন সেখানে তাহাদের মাত্র অবশিষ্ট ৪০০ চারিশত হতভাগ্য দুর্দ্দশাগ্রস্থ রেড্ ইণ্ডিয়ান্ সভ্যজগতের ঘৃণ্য ও শিক্ষাদীক্ষায় হীন হইয়া বাস করিতেছে। এই বঙ্গের বিরাট অঙ্গস্বরূপ কোনও কোনও জাতিয়েরা ও তাহাদের মত পূর্ব্বতন নিদর্শন হারাইয়া ঘৃণ্যভাষণে কদর্য্য পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে। শুধু বর্ত্তমান দেখিয়া কোনও জাতির পূর্ব্বতন নির্দ্ধারণ সর্ব্বত্র সমীচিন নহে।

"প্রচণ্ড প্রতাপশালী কোথায় সে রোম,—
কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম?
ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,
সেদেশ কোথায় আজি কোথা সে বিক্রম?
এমন অব্যর্থ কিরে কালের নিয়ম?"

বস্তুতঃ পৃথিবীতে নানাযুগ বিপর্য্যয়ে, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে, রাষ্ট্র ও সামাজিক সংঘর্ষণ বা অপরবিধ কারণে মানব সভ্যতা ও মাহাত্ম্যের কত প্রকার ইতিবৃত্ত যে অতীতের বিস্মৃতি-তিমিরে চিরবিলীন হইয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমেরিকার 'মায়া'রা যেমন পূর্ব্বোন্নত অবস্থা হারাইয়া বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে, এতদ্দেশে নমোব্রহ্ম জাতির ও তদ্রূপ দশা ঘটিয়াছে। ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে বৌদ্ধ প্লাবনে একদিন সবজাতি সাম্যক্ষেত্রে একাকৃতি হইয়া স্বস্ব অস্তিত্ব হারাইয়াছিল,—পরে পুনরুত্থিত হিন্দু সমাজের বৈষম্যময় ক্রোড়ে হিন্দুরাজ-শাসনের বৈষম্যচক্রে ক্রমে ক্রমে

সেল্ট, শ্ল্যাভ প্রভৃতি জাতি যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহাই আর্য্য ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া মতভেদ হইলেও শব্দটী Indo-European জাতির প্রাচ্য বিভাগের সংজ্ঞা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অবিসংবাদিত।*

আর্য্য জাতির যে প্রবাহ প্রাচ্য বিভাগে বা ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করেন তাহাই ইণ্ডো-আরিয়ান্ (Indo-aryan)। বাক্‌ত্রিয়া ও পারস্য দেশে যে অংশ রহিয়া গেল তাহার সংজ্ঞা হইল aryan (আরিয়ান্) বা Iranian (ঈরানিয়ান্)। পণ্ডিতেরা ঈরান শব্দটীকে আর্য্য শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করেন। যে অংশ ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হন সে অংশকে Aryo-Indian (অরিয়-ইণ্ডিয়ান্) নামেও কেহ কেহ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন, উদ্দেশ্য দ্রাবিড় অনার্য্যগনের সহ পার্থক্য নির্দ্দেশ।

পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে আর্য্যগণের এক প্রবাহ হিন্দুকুশ-পর্ব্বতের অপর দিক হইতে খৃঃ পূঃ অনুমানিক সহস্রাব্দে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। এবং অম্বালা জেলার নিকটবর্ত্তী স্থানে ঋগ বেদ রচনা করেন, অপর প্রবাহ ইয়োরোপ খণ্ডে পরিব্যপ্ত হন।

আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে আর্য্যগণ পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের কোন স্থানে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃতের সদৃশ বা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন।

যে কোন জাতি বা সম্প্রদায় তাহাদের আদি পুরুষের ভাষায় ধর্ম্মাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ভারতীয় হিন্দুগণ আপনাদের আদি পুরুষ-প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাই বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও পূজা-ব্রতাদিতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। নমোব্রহ্মগণ কাল প্রবাহে নানা বিপ্লবে আপনাদের আর সকল হারাইয়া থাকিলেও আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষের মূল সংস্কৃত ভাষায় কাশ্যপ প্রভৃতি গোত্র প্রবরাদির পরিচয়

ও ক্রিয়া কর্ম্মাদির মন্ত্র তন্ত্রাদি ভুলেন নাই। ইঁহারা যদি পরাজিত অনার্য্য বা চণ্ডালাদি কোন সঙ্কর বর্ণ হইতেন তবে সেই অনার্য্য শূদ্র চণ্ডালাদির কঠোর নির্য্যাতক বা সমূল উচ্ছেদক ব্রাহ্মণ প্রভুদের আইন বা শাস্ত্রীয় অনুশাসন হইতে কোনক্রমেই এত বংশ-বিশালতায় রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ রীত্যানুযায়ী বেদ-গায়ত্রী গোত্র প্রবরাদি সম্বলিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির আচরণ করিয়া আসিতে পারিতেন না। উকুণ, ছারপোকা, মশক, মাছির ন্যায় শূদ্র চণ্ডালাদির বিনাশে পাপ নাই। ঈশ্বরারাধনা করিলে ব্রাহ্মণ্যাচার করিলে তৎক্ষণাৎ জিহ্বাচ্ছেদন, হস্ত, পদ ও নাসিকাদি কর্ত্তনে কঠোর যন্ত্রণাদি দিয়া প্রাণ-বধের অবাধ রীতি ছিল। এমন যে দয়াল রামচন্দ্র, তিনিও ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর প্ররোচনায় ভক্ত শূদ্র শম্বুকের নির্ম্মম হত্যা করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ-যুগে ব্রাহ্মণ্যশাসনে রামাপেক্ষাও নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয় রাজার, নারদ বশিষ্টাদির চেয়ে ধুরন্ধর ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরও অভাব ছিল না। সে সময় শাস্ত্রের অনুশাসন কড়ায় গণ্ডায় প্রতিপালিত হইত; কোন বর্ণসঙ্কর শূদ্র চণ্ডালাদি অনার্য্যগণের অস্তিত্ব সমূলে উচ্ছেদ হইবারই কথা,—থাকিলে ঘোর জঙ্গলের কোণে কাণে এক আধটি, বঙ্গের বিরাট অঙ্গ স্বরূপ নমোব্রহ্মগণকে সেই আখ্যায় ফেলিয়া দেওয়া বিবেচনাশীল সুসভ্য ঐতিহাসিকদিগের কার্য্য নহে।

নমোব্রহ্ম জাতির অনার্য্যতা সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রান্তমতের নিরসন।

অনেকে মনে করেন, ভারতের আদিম অনার্য্য অধিবাসীগণই এই নমোব্রহ্ম বা দেশ কথিত নমঃশূদ্র জাতি। "আগুন্তক আর্য্যগণের নিকট ইহারা পরাজিত হইয়া শত্রু ভয়ে আত্মরক্ষার্থে বিল ও জলাভূমিতে বাসস্থান করিয়া রহিয়াছে।" এইরূপ ধারণা যারপর নাই ভ্রমসঙ্কুল। বঙ্গে যাহারা সংখ্যায় বিরাট; বাহু বলে অদ্বিতীয়,—ব্রাহ্মণ্যবীর্য্যেও ক্ষত্রতেজে বলবান,—নানারূপে ইহাদের সংখ্যাশক্তির হ্রাসতা সত্ত্বেও এখনও ইহাদের বলবীর্য্য চাক্ষুষীকৃত। আততায়ীর প্রবলাক্রমণের প্রতিরোধে ইহাঁরা যেরূপ নির্ভীকতা ও বীর পরাক্রম প্রকাশ করেন, অস্মদ্দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি অপর হিন্দুগণ সেরূপ কোথায়? যে মুসলমান শক্তির নিকট হিন্দু এত পর্য্যদস্ত, ইহাদের নিকট কিন্তু স্বতন্ত্র। অনেক স্থানে ইঁহাদের জয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অস্ত্র চালনায় ক্ষত্র-শক্তি যেমন দেশ ও সমাজ রক্ষা করিতেন, ইঁহারা হিন্দু সমাজকে তদ্রূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শুধু কি তাহাই? বাদসাহের রাজ্য, নবাবের নবাবত্ব, রাজাদের রাজ্যপাট, জমীদারের জমীদারী এক কালে ইহাদের প্রবল প্রতাপেই রক্ষা প্রাপ্ত হইত। এদেশীয় মুসলমানগণ অনেকে নিজেরাই বলিয়া থাকেন, পঞ্চাশ জন নমোব্রহ্ম হাজার মুসলমানকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া থাকে।" এমন বীর জাতি অপরাপর দুর্ব্বল-হিন্দু-অধিবাসীর চেয়েও দুর্ব্বলতা হেতু ভয়ে নিম্ন জলা ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, একথা নিতান্তই অসমীচীন। অনেকস্থলে আমরা অনেক ভদ্র লোকের নিকট বরং

ইহার বিপরীত মন্তব্যই শুনিতে পাই- "কৃষি কর্ম্মাদিতে অভিজ্ঞ হেতু ইঁহা-রাই মাটি চিনে, যত দেশের উত্তম উত্তম স্থান ইঁহারাই জুড়িয়া বসিয়াছে। চাকুরীজিবী বা অপরাপর ব্যবসায়ীর মত ইঁহারা সহরে বন্দরে অবস্থান কম করিলেও পল্লীর সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সৌন্দর্য্যভূষিত-ভূমি ইঁহাদেরই। তবে নিম্ন বিলা-জলা-ভূমির পাতিত্য মোচন করিয়া ধান্যাদি খাদ্য সম্ভার সংবর্দ্ধনে ইঁহারা যে জনসমাজের কত মহদুপকার সাধন করিতেছেন, তাহা সুধীগণ সহজেই বুঝিতে পারেন,—তাহা না হইলে এই ধান চাউলের মহার্ঘতা যে এ দেশে কতগুণে বাড়িয়া যাইত তাহা আর বলিয়া দিবার নহে। ইঁহারা শুধু উচ্চ ভূমিতে কৃষ্যোপযোগী বা ধান্যাদির স্বচ্ছন্দ-আবাদীয় ভূমি প্রয়োজনানুরূপ না পাইয়া বা ক্রমশঃ বংশ বিশালতায় বাড়িয়া নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। আত-তায়ীর ভয়ে ইঁহারা সেরূপ করিয়াছেন একথা বলা নিতান্তই যুক্তি বিরুদ্ধ, ভাবিয়া দেখিলে ঐ সকল স্থানেই বিপদ সমধিক। এখনও যে সীমা চিহ্ন শূন্য ভূমির দখল লইয়া পরস্পর লোম হর্ষণ সংঘর্ষণ উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্থানের দখলি সত্বের জয় পরাজয় ইঁহাদের উপরই নির্ভর করে। ইঁহারা এবং শক্ত প্রতিদ্বন্দী মুসলমান সহযোগী ভিন্ন সেস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি অপর হিন্দুর সাধ্যায়ত্ব নহে। এতদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ হিন্দু নমোব্রহ্ম প্রাচীন রায়, মজুমদার, বিশ্বাস,মল্লিক, তালুকদার, ঠাকুর, চৌধুরী, অধিকারী প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পূর্ব্ব উপাধিধারী বংশধরগণ বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদেরপূর্ব্ব পুরুষের জমীদারী ও ভূমি সত্বের পরিচয় দান সহ বহুল সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন। সেইরূপ ঢালী, সরদার, বরকন্দাজ প্রভৃতি উপাধিও আপনাদের প্রভূত-বীরপরাক্রম-শীলতার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। আমাদের দেশে সরদার উপাধি এখন ভীরু ভদ্রাখ্যাধারী কর্ত্তৃক নিন্দিত কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ জানেন আর্য্য-গৌরব-মুকুট রাজপুত

রাজগণের এই সরদার উপাধি অপরিসীম মাহাত্ম্য জ্ঞাপক ছিল। রাণা বা সরদার তখন সমাজ পরিচালক, দেশের নেতা, সর্ব্বরক্ষক রাণা বা তৎ সমকক্ষক মহাসম্মানিতগণই ছিলেন। এখনও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের রাজোপাধিকগণ নামের শিরোভূষণ স্বরূপ সেই গৌরবাত্মক সরদার উপাধি ধারণ করেন। মহাত্মা বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "যিনি শিরদাতা নেতা তিনিই সরদার। দেশের জন্য, দশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, যিনি সর্ব্বাগ্রে শির দানে অগ্রসর হন, তিনিই সর্ব্বজন মান্য এই সরদার।" নমোব্রহ্ম-গণের মধ্যে এই উপাধির বহুলপ্রাচুর্য্য ও বহু প্রাচীন কালের। ইঁহারা যে আদিম কমনীয় বঙ্গীয় নহে, ভারতের উত্তর পশ্চিমের পঞ্জাবাদি প্রদেশাগত বীর আর্য্য জাতি, তাহাও ঐ সকল উপাধিতে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। "গ্রামস্য মণ্ডলং রাজা"। "মণ্ডলই গ্রামের রাজা" এই কিংবদন্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সংখ্যা বহুল নমোব্রহ্ম মণ্ডলোপাধিকগণ যে একদিন দেশও সমাজের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন না এমন কেহ বলিতে পারিবেন না। তখন মণ্ডল বা মোড়ঁল শব্দটী যে কত গৌরব বোধক ছিল তাহা আরও একটী কথায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কেহ মোনাস্পদ মোড়ঁল হইবার জন্য অযথা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে সকলেই বলা বলি করিতেন "গাঁয় মানেনা আপনি মোড়ল?" জেতা আর্য্য হইতে বিজিত অনার্য্য বা মূল আর্য্য হইতে উৎপন্ন সঙ্করাদি বর্ণ কোনক্রমেই সংখ্যায় অধিক হইতে পারেনা।

ভারতের যে আদিম অনার্য্য বা দস্যু শ্রেণীকে পরাজিত করিয়া আর্য্যগণ ভারতে আপনাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা সংখ্যায় অধিক ছিলনা। যদি অনার্য্যেরা সংখ্যায় অধিক থাকিত তবে অল্প সংখ্যক আর্য্যগণ কখনও তাহাদিগকে জয় করিয়া এদেশে দুর্জ্জয় আধিপত্য লাভ করিতে

পারিতেন না। যদি বলা যায় বিজ্ঞান বলে আর্য্যেরা কৌশলী ছিলেন, কিন্তু তৎকালের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, অনার্য্যেরাও শূন্যমার্গ হইতে আর্য্যদেরে নানা উৎপাত করিত। আমরা ঐ সকলকে কি কল্পনা, না সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব, এখনকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগে তাহা আর নিঃসন্দেহে স্থির করিতে পারিনা। রাবণ পুত্র মেঘনাদ মেঘের আড়াল হইতে যুদ্ধ করিয়া রামকে নিরুপায় করিয়া তুলিতেন, অনার্য্যোপাস্য-শিব-পার্ব্বতীর আরাধনা করিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ভক্তগণকে নিধন করিয়াছিলেন। এইরূপ দস্যু বা অনার্য্যগণের এক আধটির প্রচণ্ড পরাক্রমই দেবগণ বা আর্য্যেরা প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না—যেমন শম্ভু, নিশম্ভু, চণ্ড, মুণ্ড প্রভৃতির নিধন জন্য প্রবল সংগ্রামে নিরুপায় অমর বা আর্য্যগণ দিশেহারা হইয়া অবশেষে মহাদেবীর শরণাপন্ন হন। দেবীই তাহাদিগকে নিধন করেন। তাহাদের শোণিত হইতে পুনশ্চ আর কেহ উদ্ভব হইতে না পারে দেবী এমনও করিয়াছিলেন, ইহার রূপকই শোণিত পান বা সবংশে নির্ম্মূল করা। জেতা আর্য্যেরা এইরূপ করিয়াই সেই অনার্য্য বাসীন্দাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিয়া ছাড়িয়া ছিলেন। যাহাও দুই একটী ছিল তাহাও কেহ দাস্যতা স্বীকার, কেহ কেহ বা ঝোর জঙ্গলাদি ও দুরারোহ পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পলাইয়া বাঁচিয়া ছিল। বঙ্গের সংখ্যা বহুল নমোব্রহ্ম সেই চণ্ড মুণ্ডের বংশধরও হইতে পারেনা। সব ভারতই আর্য্যময় "এখানে আর অনার্য্য নাই"—স্বামী বিবেকানন্দ এবিষয়ে মান্দ্রাজে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ পাঠক বর্গের গোচরার্থ উদ্ধৃত করিতেছি, "এই সঙ্গে আমি আর একটী কথার বিচার করিতে ইচ্ছা করি, অবশ্য মান্দ্রাজের সহিতই এই প্রশ্নের বিশেষ সম্বন্ধ। একটী মত আছে, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী ব্রাহ্মণগণ

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দ্রাবিড় জাতির নিবাস ছিল; কেবল ও দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎপন্ন সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যজাতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। এখন প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি বলি এইমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইহার একমাত্র প্রমাণ এই যে, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ বিদ্যমান; আমি আর কোন ভেদ দেখিতে পাই না। আমরা এতগুলি আর্য্যাবর্ত্তের লোক এখানে রহিয়াছি—আর আমি আমার ইয়োরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুলির মধ্য হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যবাসী বাছিয়া লইতে আহ্বান করিতেছি,—উহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? একটু ভাষার প্রভেদ মাত্র। পূর্ব্বোক্ত মতবাদীরা বলেন, দক্ষিণী আর্য্যাবর্ত্ত হইতে যখন আসেন, তখন সংস্কৃত ভাষী ছিলেন, এক্ষণে এখানে আসিয়া দ্রাবিড়ী ভাষা কহিতে কহিতে সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ইহা হয় তবে অনার্য্য জাতির সম্বন্ধে একথা খাটিবে না কেন? অনার্য্য জাতিরাও আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী ছিল,—তাহারাও দাক্ষিণাত্যে আসিয়া দ্রাবিড়ী ভাষা লইয়াছে, একথাই বা বলা যাইবে না কেন? যে যুক্তি বলে তুমি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণের জাতিকে আর্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইতেছ, আমি সেই যুক্তিতেই তাহাদিগকে আর্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি। ওসব আহম্মকী কথা (অর্থাৎ তাহাদের অনার্য্যবাদ) ওসব কথায় আর বিশ্বাস করিও না। হইতে পারে একটী দ্রাবিড়ী জাতি ছিল, তাহারা এক্ষণ লোপ পাইয়াছে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা এক্ষণে বনে জঙ্গলে বাস করিতেছে। খুব সম্ভব যে ঐ দ্রাবিড়ী ভাষাও সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সকলেই আর্য্য,—আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছে। সম

ভারত আর্য্যময়—এখানে অপর কোন জাতি নাই। আবার আর এক মত আছে যে, শূদ্রগণ নিশ্চিত অনার্য্য জাতি, তাহারা আর্য্যগণের দাস স্বরূপ। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে,—যেহেতু মার্কিণ, ইংরেজ পর্ত্তুগিজও ওলন্দাজ জাতি আফ্রিকান্ বেচারাদিগকে ধরিয়া জীবদ্দশায় কঠোর পরিশ্রম করাইয়া এবং মরিলে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, যেহেতু ঐ আফ্রিকান্‌দিগের সঙ্করোৎপন্ন তাহাদের সন্তানদিগকে ক্রীতদাস করা হইয়াছিল এবং ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে অনেক দিন ধরিয়া রাখা হইয়াছিল—ঐ ঘটনার তুলনা লইয়া মন হাজার হাজার বৎসর অতীত কালে লাফাইয়া যায়, আর এইরূপ কল্পনা করে যে, এইরূপ ব্যাপার এখানেও হইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বপ্ন দেখিতে থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষু আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল, উজ্জ্বলকায় আর্য্যগণ আসিয়া তথায় বাস করিলেন,—তাহারা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, সে বিষয় ঈশ্বরই জানেন। কাহারও কাহারও মতে মধ্য-এসিয়া হইতে। অনেক স্বদেশ হিতৈষী ইংরেজ আছেন, তাঁহারা মনে করেন আর্য্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। আবার অনেকে তাঁহাদের নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে কৃষ্ণকেশ মনে করেন। লেখকের নিজের চুল কাল হইলে তিনি আর্য্যগণকে কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। আর্য্যগণ সুইর্জলণ্ডের হ্রদ সমূহের তীরে বাস করিতেন, সম্প্রতি এরূপ অনুমান করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাঁহারা যদি সকলে মিলিয়া এইসব মতের সম্বন্ধে ডুবিয়া মরিতেন, তাহা হইলে আমি বড় দুঃখিত হইতাম না। আজকাল কেহ কেহ বলেন, তাহারা উত্তর মেরু নিবাসী ছিলেন। আর্য্যগণও তাহাদের বাসভূমির বালাই লইয়া মরি আর কি? যদি আমাদের শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের প্রমাণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা

করা যায়, তবে দেখিতে পাই আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্যই নাই। এমন কোন বাক্য নাই যাহাতে আর্য্যগণকে ভারত বহির্ভূত কোন প্রদেশবাসী মনে করা যাইতে পারে। আফগান স্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শূদ্র জাতিরা সকলেই অনার্য্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এসব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যে সমস্ত সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্য্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাসই অসম্ভব হইত,—উহারা পাঁচ আর্য্যদেরে চাটনি করিয়া ফেলিত।”

স্বামী বিবেকানন্দের বাক্য নমঃশূদ্রদের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হইতে পারে। বঙ্গের উচ্চাখ্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই ত্রিবিধ জাতির সমষ্টি অতিক্রম করিয়াও ইহাঁরা সংখ্যায় অধিক। নানাবর্ণের ব্রাহ্মণ একত্রে প্রায় দশলক্ষ কি এগার লক্ষ ও নমঃশূদ্রদের সংখ্যা প্রায় ২০ বিশ লক্ষ *। মনুর মতে একটী ব্রাহ্মণীর গর্ভে উপগত শূদ্র পুরুষের উৎপাদিত চণ্ডাল যদি এই নমঃশূদ্র হয় তবে তাহার সামান্য কোথায় একটী জারজ সন্তান চণ্ডালের বংশ মূল ব্রাহ্মণ বংশের দ্বিগুণ সংখ্যা কি প্রকারে হইতে পারে? ইহা কি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে! পৃথিবী হইতে সূর্য্য আকারে চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়, একটী বানর পৃথিবীর মধ্যে ভারতের একটী ক্ষুদ্রদেশে থাকিয়া সেই সূর্য্যদেবকে কর্ণবিবরে

---

* মাননীয় রিজলী সাহেব গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, এক বাঙ্গালাতেই ২ দুই কোটি ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৯০০০০০০ নবই লক্ষ নমঃশূদ্র পূর্ব্বে মুসলমান হইয়া উক্ত জাতিভুক্ত হইয়াছে। পরে খৃষ্ট ধর্ম্মেও অনেক গিয়াছে, এখন দেখুন, জাতিটি কি বিরাট ও বহুসংখ্যক একদিন ভারতময় ছিল!

লুকাইয়া রাখিয়াছিল—ইহা যেমন কবিকল্পনা-বিজড়িত, নমো-ব্রহ্মজাতির উক্ত প্রকার উদ্ভবও সেইরূপ মিথ্যা কবি কল্পনা বই আর কিছুই নহে।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তৎপ্রণীত 'Ancient India' নামক গ্রন্থে এই জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—" (শবদহন ও বহনকারী) চণ্ডাল-দিগের পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটী শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য আছে যে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় তাহারা একটী স্বতন্ত্র জাতি। এই জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? মনু বলেন শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাহাদের জন্ম। প্রাচীনকালে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে কোন সময়েও ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী ছিল না, এবং বর্ত্তমান সময়েও উপরোক্ত পাঁচ জেলাতে তাঁহাদের সংখ্যা ২৫ পঁচিশ লক্ষও হইবে না; এরূপ অবস্থায় ঐসব জেলাতে ১৭ লক্ষাধিক চণ্ডাল কিরূপে জন্মিল? মনুর মতে এই প্রশ্নের কি সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে?

(১) আমরা কি মনে করিব যে, সুন্দরী ব্রাহ্মণীগণ অনবরত কৃষ্ণকায় শূদ্র সাধারণের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছেন? আমরা কি অনুমান করিব যে, স্ফূর্ত্তিবান শূদ্রেরা একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে, সহস্র সহস্র সুন্দরী অথচ দুর্ব্বলচিত্তা ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে কুপথে আনয়ন করিয়াছে? অথবা আমরা কি ইহাই অনুমান করিব যে, রাজানুগৃহীত ও পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ সন্তান অপেক্ষা এই চণ্ডালদিগের বংশধরগণ মৎস্যবহুল জলাভূমি ও গণ্ডগ্রামে নানাবিধ দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকিয়াও সংখ্যায় বেশী হইয়া পড়িয়াছিল? ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই অনুমানগুলিও যেরূপ অসম্ভব; মনুর প্রচারিত সঙ্কর জাতির বিবরণও সেইরূপ অস্বাভাবিক।" অতএব শাস্ত্র দেখিয়া আর কোন জাতির উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না, এবং

কোন জাতিকেই হেয় অস্পৃশ্য প্রভৃতি হীনাখ্যায় ফেলিয়া মর্ম্মপীড়া দান মহাপরাধ।

গ্রীক ও চীন পর্য্যটকদিগের লিখিত বিবরণীতে ভারতের প্রাচীন আর্য্যকৃষক শ্রেণীর কথা।

এদেশে আর্য্যজাতির এক প্রধান শাখা যে কৃষি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছিলেন, তাহা গ্রীক ও চীন পর্য্যটকদের লিখিত প্রাচীন বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায়। "এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাপারেও অন্যান্য রাজকার্য্যে ইহারা অব্যাহতি পায় বলিয়া সকল সময়েই ইহারা কৃষিকার্য্যে রত থাকে;—কৃষিকার্য্যে নিরত কৃষককে শত্রু ও অপকার করে না,—কারণ এই শ্রেণীস্থ লোক সাধারণের হিতকারী বলিয়া সকল বিপদ হইতে রক্ষা পায়। এই প্রকার ভূমির কোনরূপ ক্ষতি হয় না এবং ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য জন্মে বলিয়া, সুখে জীবন নির্ব্বাহের জন্য যাহা আবশ্যক, অধিবাসীরা তাহার সকল দ্রব্যই প্রাপ্ত হয়। কৃষকগণ নিজেরাও তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ জনপদে বাস করে, কদাচও নগরে বাস করে না। * সমগ্র ভারতবর্ষ রাজার সম্পত্তি বলিয়া কৃষকগণ রাজাকে কর প্রদান করে এবং জন সাধারণের ভূমিতে

---

* এইজন্যই নমস্তকুলগণ সহর বন্দর ও রাজধানীতে সংখ্যায় বিরল দৃষ্ট হয়।

কোন সত্ত্ব জন্মিতে পারে না। কর ব্যতীত রাজকোষে তাহারা উৎপাদিত শস্যের এক-চতুর্থাংশ প্রদান করে।" †

ইহাদের যে শাখা যজন যাজন, অধ্যয়ন রত তাঁহারাই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ. যোদ্ধারা ক্ষত্রিয়, বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণই বৈশ্য নামে অভিহিত। †

পৃথিবীতে কতযুগ পর্য্যায়ে কত যুগ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, কত হীন ও উন্নত,—ও কত উন্নত ও হীন হইয়াছে, রাজকার্য্যেও লিপিকুশলতায় অপরাপর শাখা সকল কতবিধ উন্নতির উন্নত শেখরে আরূঢ় হইয়া কত মান ও যশোধ্বজাই দিগন্তের কোলে উন্নত আকাশে উড্ডীয়মান করিয়াছেন,—নব উন্নতি ও নব্য সভ্যতার কতশত মহা মহারথ সেই মহিমাধ্বজা লইয়া চক্র নির্ঘোষে ইহাদের বক্ষের উপর দিয়াই চলিয়া গিয়াছে কিন্তু কৃষিকার্য্যে বদ্ধসংস্কার নব উত্তমহীন ইহাদের নিমীলিতনেত্র আর উন্মীলিত হয় নাই,—প্রাচীনের জীর্ণ সংস্কার ত্যাগে নবীনের মোহন সৌন্দর্য্যেও জীবন মাধুর্য্যে নবউদ্দীপনার মহিমাময় গর্ব্বে আর উঠিয়া দাঁড়ায় নাই; ইহারা যে সেই-ই রহিয়াছে। যে শিক্ষায় অন্ধের চক্ষু খোলে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে, মূক বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হয়, ও বধির সেই অমৃতের বংশীধ্বনিতে প্লুত হইয়া পৃথিবীতে অমিয়ধারা বর্ষণ করে,—যে শিক্ষার অমৃত সঞ্জীবনী শক্তিতে মৃত জাতি নবজীবন লাভ করিয়া জগতের অপূর্ব্ব সাধনার গৌরব-সিংহাসন লাভে চির-অমরপদ বাচ্য হয়, হায়! স্বচ্ছন্দ-ভোগ-নিরত নিরীহ-কৃষককুলের সে উত্তম কখনও হয় নাই,—এখনও প্রায় তদ্রূপ।

† শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমদ্দার প্রণীত "সমসাময়িক ভারত" ২য় খণ্ড

——

নবশূদ্র—নমঃশূদ্র বা নেবু জেডোসর।

Nebu chadrazzer or Nebu chadnezzer (নেবু-জেডোনোসর)।

মন্বাদি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত চণ্ডাল জাতিরসহ বিরাট সংখ্যক নমস্ত-কুল
জাতির আকৃতি প্রকৃতি ও ব্যবসায় গত কোন সাদৃশ্য নাই-ই বরঞ্চ
জাতিটা আর্য্যোচিৎ সাহসী ও পরাক্রমশীল আচার নিপুন বলিয়া আদি-
সভ্যতার লীলা-নিকেতন সুপ্রাচীন বাবিলন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা
মহাপ্রতাপ আর্য্যনৃপতি নেবু চড্রোসর (Nebu chadrazzer) বা নেবু
চোডোনোসর (Nebu chadnezzer)এর বংশধর। ইহাও অনেকের
ধারনা। প্রত্নতত্ত্ব বিশারদগণ এক্ষণ প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, একদিন
এই ভারতীয় সভ্যতাই সুপ্রাচীন বাবিলনের সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে;
মোহেন-জো-দড়ো ও পঞ্জাবের হারাপ্পা নামক প্রসিদ্ধস্থান সমূহের
প্রাচীন ধ্বংসাবশেষই তাহার নিদর্শন। নরপতি নবচোডোনোসর যে
ভারত সীমান্তেও দেব-মন্দির এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ঐতি-
হাসিকগণ তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন উভয় দেশে বাণিজ্য-
সূত্রে পরস্পর আদান প্রদানে সম্বন্ধ ছিল তাহাও জানিতে পারা যায়।
বিশাল হিন্দু শাস্ত্র বারিধির কুত্রাপি নমঃশূদ্র বলিয়া কোন জাতিরই
উল্লেখ নাই, হইতে পারে আর্য্যনৃপতি নবসোড্রোসরের ভারতোপনিবিষ্ট
বংশধরগণই নবশূদ্র বা নমঃশূদ্র নামে খ্যাত।

আমাদের দেশের এক এক স্থানের এক এক শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন
ভিন্ন। পূর্ব্ব বঙ্গীয়েরা যেখানে "ম",—পশ্চিম বঙ্গীয়েরা সেখানে "ব"
উচ্চারণ করিয়া থাকেন, যেমন "আম,"="আব" "লেমু"='নেবু"
"লে'মে"="নে'বে" ইত্যাদি। নমঃশূদ্রও ঐরূপ নবশূদ্র বা নেবু
সোড্রোসর ইত্যাদি হওয়াও বিচিত্র নহে ব্রাদার=ভ্রাতা, মাদার=

মাতা প্রভৃতির ভাষান্তরও ঐরূপ বটে। ব্রাত্যতত্ত্বে অবগত হওয়া যায় দীক্ষাহীন আর্য্য অর্থাৎ সংস্কারহীন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বলিয়া অভিহিত। ইহারা ব্রাহ্মণ হইয়া পরে শূদ্রবৎ হেতু নূতন বা নবশূদ্র। আর্য্য নৃপতি নব গোত্রোপাদের বংশধর হইলে সব গোল চুকিয়া যায়, তাহা না হইলেও ইহাদের বহু প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ তুল্য গোত্রপ্রবর মুছিয়া ফেলিয়া কিছুতেই শূদ্র বা চণ্ডাল পর্য্যায়ে গণনা করা নিতান্তই অসমীচীনতার পরিচয় তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের বিবিধ শ্রেণী বিভাগকর্ত্তা রাজা বল্লাল সেনের প্রণয়িনী ডোম কন্যা পদ্মিনীর পাকস্পর্শ ব্যাপারে ইহারা জাতি রক্ষায় গোঁড়ামী প্রকাশে নিমন্ত্রণে পদ্মিনী হস্তে জল গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপনে নির্য্যাতিত হীন চণ্ডালও নমঃশূদ্র প্রভৃতি আখ্যায় ঘৃণ্য হয়, এরূপও প্রবাদ আছে, পরে বিবৃত হইবে।

এক কালে এই নমঃশূদ্রাখ্য জাতি যে নিতান্ত সম্মানাস্পদ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন তাহা উড়িয়া ভাষার হস্ত লিখিত "যশোমতী মালিকা" নামক প্রাচীন গ্রন্থের আবিষ্কারে প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"সুজাতি যে কুলধর্ম্ম সকল ছাড়িবে।
হোমকর্ম্ম যাগক্রিয়া সকল ত্যজিবে॥
দারাসুত বিত্তব্রত ক্রিয়া ত্যজ্য করি।
কুম্ভিপট পিন্ধিশিরে থিবে জটা ধরি॥
জম্বুদ্বীপে মহিমাঙ্ক বীজ সে বুনিবে।
নিজ ব্রহ্ম গুরু পাই আনন্দ লভিবে॥
অনাকার মহিমার নামকু করি শিক্ষা।
নবশূদ্র ঘরে মাগি বেণু থিয়ে ভিক্ষা॥

তেলী, তন্ত্রী, ভাটকেরা রজক কুম্ভারক ।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী চণ্ডাল যে আবরিলা পিক ॥
এই নবজাতি ঘরে ভিক্ষা ন ঘেনিবে ।
অশুদ্ধ এমানে শাস্ত্রে লিখিয়াছি পূর্ব্বে ॥
এমানে অটন্তি অধা জন্মরু জাতকি ।
তেন করি নবশূদ্র বহি রাখি ছন্তি ॥
নবশূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজদাস ।
তাঙ্ক ঘরে অন্ন ভিক্ষা না লাগই দোষ ॥

ইহার অর্থ ;—সুজাতি কুলাচার কুলধর্ম্ম হোমকর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদি বৈদিকক্রিয়া সকল ত্যাগ করিবেন। স্ত্রী পুত্র ধন ও ব্রত নিয়মাদি ত্যাগ করিয়া কুম্ভিগাছের ছাল পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে জটা ধারণ করিবেন। তিনি জম্বুদ্বীপে মহিমার বীজ বপন করিয়া নিজের ব্রহ্মস্বরূপ গুরু পাইয়া আনন্দ লাভ করিবেন। অনাকার মহিমার নাম শিক্ষা করিয়া নবশূদ্রের (নমঃশূদ্রের) গৃহে ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন। তেলী, তন্ত্রী, ভাট, কেরা, রজক, কুম্ভকার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চণ্ডাল ইহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা লইবেনা। শাস্ত্রে এই নয়টী জাতিকে অশুদ্ধ বলা হইয়াছে,—তাহারা নীচজন্মা, এজন্য পৃথক করা হইয়াছে। নবশূদ্র প্রভুর অনুগত সেবক, তাঁহার ঘরে অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাইলে দোষ নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে নমঃশূদ্র ও নবশূদ্র একই কথারই উচ্চারণান্তর। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব বিশেষ অনুধাবন না করিয়া বড়ই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি নবশূদ্রকে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের অন্তর্গত নয়টী জাতিকে মনে করিয়াছেন,—

"তেলী, মালী, তাম্বুলী, গোপ, নাপিত পোছানি।
কামার, কুমার, পুটলী এই নবশাখা বলী "

"গোপোমালী তাম্বুলী কাংসার তন্ত্রী শাঙ্খিকাঃ।
কুলাল কর্ম্ম কারশ্চ নাপিত নব শায়কঃ॥"

বল্লাল চরিত।

গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলাল কর্ম্ম কারশ্চ নাপিত নব শায়কঃ॥

উক্ত নয়টী জাতির মধ্যে তেলী, তাতিঁ, কুম্ভকার এই তিনটী জাতিও নবশাখ শূদ্রান্তর্গত "কিন্তু যশোমতী মালিকায়" উক্ত তিনটী জাতিকেও অশুদ্ধ নীচ জন্মা বলিয়া তাহাদের ঘরে অন্ন ভিক্ষা লইতে নিষেধ করিতেছেন। যথা—

তেলী তন্ত্রা ভাটকেরা রজক কুলারক।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী চণ্ডাল যে আবরিলা পিক॥

যাহাদিগকে হীনজন্মা অশুদ্ধ বলিয়া অনাচরণীয় করা হইয়াছে, অবার তাহাদিগকে শুদ্ধ বলিয়া আচরণীয় করা কি বিপরীত ও ঘোর অসঙ্গতি দোষযুক্ত হইয়া দাঁড়ায় না? অতএব নবশূদ্র নবশাখান্তর্গত নয়টী জাতি নহে। আর স্পষ্টই নবশূদ্র এক বচনান্ত ও নবশাখ বহু বচনান্ত শব্দ দ্বারা প্রভেদ প্রতিপন্ন করিতেছে,—"এমানে" উড়িষ্যা দেশীয় ভাষায় বহু বচনাত্মক অর্থাৎ এই গুলি, এই সকল উহারা বা ইহাদের বুঝাইয়া থাকে। "অশুদ্ধ এমানে"অর্থ "ইহারা অশুদ্ধ" প্রকাশ করিতেছে। এঈ নয়টী জাতির ঘরে ভিক্ষা ন ঘেনিবে বা লইবেনা। কিন্তু নবশূদ্র শব্দটী যশোমতী মালিকাকার এক বচনার্থক ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ মাত্র একটী জাতিকে লক্ষ্য করিতেছে,

যথা—নবশূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজদাস।
তাঙ্ক ঘরে অন্ন ভিক্ষা নালাগই দোষ॥

নবশূদ্র প্রভুঙ্ক (প্রভুর) নিজদাস (আপনার সেবক) তাঙ্ক (তাহার)

ঘরে অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাওয়ায় দোষ নাই। অতএব একটী মাত্র জাতি নবশূদ্র বা নমঃশূদ্র ভিন্ন উহা কখনই নয়টী বা নবশাখা শ্রেণী কখনও হইতে পারে না। আর এখানে আরও একটী কথা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য, নবশূদ্র (নমঃশূদ্র) ও চণ্ডাল যে পৃথক এক একটী জাতি তাহা ও যশোমতী মালিকার' উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে,—নিষিদ্ধ জাতিগুলির মধ্যে চণ্ডালও একটী। অতএব নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল কখনও একজাতি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না।

প্রাচীন তম যুগে—এই বিশুদ্ধ জাতিটী যে দেশের অতি মান্য ও আচরণীয় ছিল, অনেক প্রাচীনদের প্রমুখাৎ তাহা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। যে জাতির ইতিবৃত্ত কেহই লিখিয়া রাখেন নাই, কিংবদন্তিই তাহার যথার্থ পরিচায়ক।

নমোব্রহ্ম জাতির গোত্রও প্রবরাদি মূল ব্রাহ্মণ তুল্য অবিকৃত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির নিজেদের কোন গোত্র নাই,—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর জাতিদের পুরোহিতদের গোত্র প্রবরোল্লেখে ক্রিয়া-কর্ম্মাদি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু নমোব্রহ্মদের গোত্র প্রবর ব্রাহ্মণ তুল্য নিজদের পরিচয়েই বটে। যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ গোত্রকারী এবং ইহাঁদের সন্তানেরা স্ব স্ব আদিপুরুষোক্ত নামের গোত্রধারী *। বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন

---

* যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্রাত্রি, গৌতমাঃ।
বশিষ্ঠ কাশ্যপাগস্ত্য মুনয়ো গোত্র কারিণঃ
এতেষাং যান্যপাত্যানি তানি গোত্রানি মন্যন্তে।
উদ্বাহ তত্ত্বোদ্ধৃত স্মৃতি বচন

* গোত্রানি তত্তন্নামক বংশভাগিনী বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধমাদি পুরুষ ব্রাহ্মণ রূপং গোত্রং তেন কাশ্যপো গোত্রমস্য যঃ স কাশ্যপ গোত্রঃ

ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বংশ পরম্পরা প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ ব্রাহ্মণগণের নাম গোত্র, অর্থাৎ আদিতে যাহাদের বংশে যিনি সর্ব্বজন বিখ্যাত ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের নামানুসারে তত্তদ্বংশের গোত্রের পরিচয় হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যমদগ্নি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণই গোত্ররূপ ধারণ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদের সন্তানেরা ঐ সকল মহাত্মাদের নামানুসারে গোত্রের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। আবার ঐ সকল গোত্রকর্ত্তা মুনিগণের ব্যবর্ত্তক অর্থাৎ পরিচায়ক নিজ নিজ শিষ্যের নামই প্রবর। যেমন বাৎস্য ও সাবর্ণি গোত্রের ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব ও যমদগ্নি এই কয়েকটী প্রবর। যদিও ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির পূর্ব্বোক্ত নিয়ম মত কোন গোত্র প্রবর নাই, তথাপি তাঁহাদের পুরোহিতের নামানুসারে গোত্রনাম হইয়াছে।” নমো ব্রহ্মদের মধ্যেও স্ব স্ব আদিপুরুষের নামানুসারে কাশ্যপাদি ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক গোত্র-প্রবর হইয়াছে। বহু দিন নিরাক্ষরতায় এবং বিরুদ্ধ সমাজ ও রাজশাসনও ইহাঁদের এই সকল অধিকার বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এই গোত্রই ইহাঁদের ব্রাহ্মণত্বের সুদৃঢ়ভিত্তি। যদিও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হয় নাই—তথাপি মাননীয় রিজ্‌লী সাহেবও নমোব্রহ্ম § জাতির চারিটী গোত্রের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। † পণ্ডিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তৎপ্রণীত “জাতিমালা” গ্রন্থে নমো ব্রহ্মদের নয়টী গোত্র উল্লেখ করিয়াছেন। *

প্রবরস্তু গোত্র প্রবর্ত্তকস্য মুনে ব্যবর্ত্তক মুনিগণ। (ইতি মাধবাচার্য্য)।

এবঞ্চ যদ্যপি রাজন্য-বিশাং প্রাতিস্বিক গোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাবস্তথাপি পুরোহিত গোত্র প্রবরৌ বেদিতব্যৌ তথা যজমানস্যাধিয়ান্ গোত্র প্রবরান্ প্রবৃণীতেত্যুক্ত্বা পৌরহিত্যান্ রাজন্য বিশাং প্রবৃণীতে তা শ্বলায়ন। ইতি মিতাক্ষরা।

---

§ নমোব্রহ্ম নমঃশূদ্র কথারই বিশুদ্ধ সংস্করণ বুঝিতে হইবে।

* “নমঃশূদ্র জাতি কথা।”

কবিরাজ শশীকুমার বাড়ৈ মহাশয়ও নমোব্রহ্মদের ব্রাহ্মণ বৎ বহু গোত্রের পরিচয় সহ তৎকৃত "নমঃশূদ্র দ্বিজতত্ত্ব" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "নমঃশূদ্র-জাতি কথা" প্রণেতা ও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন নমোব্রহ্মদের এক কাশ্যপ গোত্রই মাত্র কিন্তু তাহা ভ্রম। বহু গোত্র না হইলে গোত্রান্তর দক্ষিণা দান কিরূপে হয়? স্ব স্ব গোত্রে তো বিবাহ রীতি নাই। সগোত্রা কন্যা বিবাহে সন্তানোৎপাদন করিলে, সে সন্তানটী যে চণ্ডাল জাতি হয় তাহা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে কাশ্যপ গোত্রটীরই বাহুল্য ইহার কারণ কাশ্যপ গোত্রটী জগৎ জোড়া অর্থাৎ বংশ বিস্তারে বহু সংখ্যক, সেই জন্য আপাততঃ কাশ্যপ গোত্রটীই অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।* কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের অস্তিত্বেই যেন সমগ্র আর্য্য জাতির সমুদ্ভব, শাস্ত্রাদি পাঠে তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই ভুবন জোড়া কাশ্যপীয় ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অত্যল্প, আর সংখ্যায় অল্প শূদ্র চণ্ডালাদি সঙ্কর বর্ণের বহু বিস্তৃতি ইহা কখনও যুক্তি সঙ্গত নহে। বর্ত্তমানের অত্যল্প কাশ্যপ গোত্রধর ব্রাহ্মণই মাত্র যদি সেই বিরাট ভুবন জোড়া বংশের পরিণাম, তবে আর সকল কোথায় গেল?

* ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন মরীচির পুত্র কাশ্যপ। কশ্যপ ঋষি প্রচেতন দক্ষের ২৭টী কন্যাকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে অদিতি হইতে ইন্দ্র, পবন, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ ও অন্যতমা পত্নীর গর্ভে বৎসর ও অসিত নামক দুইটী পুত্র জন্মে। বৎসের পুত্র নৈধ্রুব। অসিত পুত্র দেবল-শাণ্ডিল্য * *। এই বংশেই অপসার, কাত্যায়ণ ও কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। নমোব্রহ্মদের মধ্যে এই সংখ্যারই অধিক বিদ্যমানতা।

তাহারা আর শূন্যে উড্ডিয়মান হয় নাই কিংবা ব্রাহ্মণ্য নিষ্পেষিত নির্ম্মূল হীনবীর্য্য শূদ্র চণ্ডালেরা তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সংখ্যায় বহুল হইয়া পড়িতে পারে নাই। যে বৌদ্ধ প্লাবনে একদিন ভারত বিশেষতঃ বঙ্গদেশ জাতি সমন্বয়ে একাকার হইয়া ভেদ বৈষম্য বিলোপ সাধন করিয়াছিল, তাহা হইতে কাল মাহাত্ম্যে পুনরুত্থিত হিন্দু ধর্ম্মের বহুধা বিচিত্র জাতিভেদময় সমাজ সংগঠনে একে আর হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রচণ্ডাল ম্লেচ্ছাদিও ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিও শূদ্র চণ্ডালাদি হীন পর্য্যায়ে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের একচ্ছত্রতার পর পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্মের বহুধা বিচ্ছিন্ন জাতি-পর্য্যায়ের গঠন।

সনাতন নির্ম্মল ঋকোক্ত হিন্দুর মহাসাম্যের জাতীয়তা বিলোপ সাধনে যখন নানা জাতিভেদ-বৈষম্যানলে নিম্নাখ্য বিশেষণে মানব সন্তানকে ঘৃণ্য শৃগাল কুকুর অপেক্ষা হীন বলিয়া নির্য্যাতনের বিবিধ পন্থা আবিষ্কৃত হইল, ধর্ম্মে কর্ম্মে ঈশ্বরারাধনায় শিক্ষা দীক্ষায় স্বাধীনতায় যদি সে কিঞ্চিৎ ও উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিত,—শাস্ত্র বা সংহিতার নামে অকথ্য আইনে তখন রাজাদেশে তাহাদের জিহ্বাচ্ছেদন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন, প্রাণবধ প্রভৃতি নির্ম্মমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতে

লাগিল,—এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ উপধর্ম্মে উপকর্ম্মে ও কুসংস্কারান্ধকারে ভারতাকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল,—নরমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞে প্রাণিহননের করুণ আর্ত্তনাদে জননী বসুমতী যখন কাঁদিয়া উঠিল,—কপিলবস্তুর রাজনন্দন সিদ্ধার্থ তখন জগতের দুঃখ বৈষম্যদর্শনে সুখে সুবর্ণ সিংহাসনে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি শশাঙ্ক-শোভন প্রাণাধিক পুত্র—প্রেমময়ী ভার্য্যা ও জনক জননীর স্নেহবন্ধন বলিদান পূর্ব্বক জগতের দুঃখ বিমোচনে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন,—তাঁহার আহ্বানে, তাঁহার প্রেম সংকীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ ভুলিয়া তাঁহার মহাসাম্যধর্ম্মে সকলে শান্তিতরুর শীতলছায়ায় প্রাণ জুড়াইতে লাগিল। বহু শতাব্দীর একচ্ছত্রতার পর যখন দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার মহাসাম্যধর্ম্মে নানা অবান্তর আসিয়া জুটিল,—নানা জাতিভেদ সমন্বিত মহামহীরুহ আকারে নবহিন্দুধর্ম্ম তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রে পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্মের ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যে মাথা নোওয়াইল, তাঁহারাই উত্তম বা সৎশূদ্র, পরে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে যাহারা আসিল তাহারাই নবশাখ—আর বঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল,—যাহারা তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ না করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল, তখন মুসলমান ও হিন্দু উভয় দিক হইতে তাহারা ঘৃণ্য চণ্ডাল প্রভৃতি হীন সংজ্ঞায় আখ্যাত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশ্রেণী লোপ পাইয়া শূদ্রতে পরিণত হইল। হতভাগ্য শূদ্রে পরিণত করিতে না পারিলে তো ব্রাহ্মণদের আর একমাত্র প্রভুত্ব ও নির্ম্মমতার রাজত্ব চলে না! এইরূপ জাতি সমূহের বিপর্য্যয়সাধণের কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎপ্রণীত "বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"হুয়েন্ সাঙ্ ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে

করিতে পারেন যে, পরম পুরুষ পরমেশ্বরকেও বলি দেওয়া যাইতে পারে। অন্যের পক্ষে এরূপ কল্পনা ধর্ম্ম বিগর্হিত।

ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশসমূহের সংস্কৃত শ্লোক গুলির ভাষা ও ব্যাকরণ পরবর্ত্তী সময়ের ভাষা ও ব্যাকরণ হইতে এত অধিক বিভিন্ন যে, আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ গণও টীকা কারের সাহায্য ভিন্ন তাহার অর্থ গ্রহণে সম্যকক্ষম কার্য্য হইবেন এরূপ মনে হয় না।

যথা— অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং।
হোতারং রত্ন ধাতমম্" (ঋগ্বেদের ১ম—
সূক্তের সর্ব্ব প্রথম ঋক)।

মৎস্য পুরাণ মতে ৯১ জন বৈদিক ঋষি-ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্র সমষ্টির প্রণেতা, উক্ত পুরাণে ১৩২ অধ্যায় তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশ মণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশ মণ্ডল ভিন্ন অপর ৮ মণ্ডল ৮ আটজন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয় একজন ঋষির বংশধর বা তদনুগত শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমিৎ। এই গৃৎসমিৎ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতাঅঙ্গিরা। ১ম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, ১০ম মণ্ডলে ও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা ঋষির প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে। (স্যার্ রমেশ দত্তের অভিমত) "যাঁহারাই ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল অন্যান্য নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহা যেন সেই মহা গ্রন্থের পরিশিষ্ট মাত্র। এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ শ্লোকই অপ্রাচীন

(নূতন)। এই সূক্ত হইতে তদানীন্তন সমাজের স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ, সামাজিক উন্নতি, সমাজান্তর্গত নানাবিধ জটিল অবস্থা প্রভৃতির সমূহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পর-লোকের বর্ণনা এই দশম মণ্ডলের অন্যতম অংশ। (শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বি, এ লিখিত "জাতিভেদ")। এই সকল আলোচনা করিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বলিতেছেন—আবার দশমমণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদিগের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়। অন্য এক স্থানে তিনি বলিতেছেন, যে সমস্ত মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে। সেই সময়ই তাহা সঙ্কলিত ও ঋগ্বেদের শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বলেন,—"বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বৈদিক-যুগে সাহিত্য চর্চ্চা এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিলনা। ঋগ্বেদের সময়ে বর্ণ মালার সৃষ্টি হয় নাই। তাই লিখন প্রণালী তখন ছিল না। আর্য্যগণ লীলাময়ী প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া আপন আপন সরল হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবানুযায়ী গীত রচনা করিতেন, মন্ত্র রচনা করি-তেন, কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি সম্বন্ধেও শ্লোকাবলী রচিত হইত, আর সেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক আবহ-মান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রই আবদ্ধ থাকিত, পিতার নিকট পুত্র তাহা শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিষ্য তাহা শিক্ষা করিত। এই সকল হইতে বেশ অনুমিত হয় যে, ঋগ্বেদের মত একখানি অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ, যে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহ কর্ত্তাও তাহাই,—যে গ্রন্থ

* শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "জাতিভেদ" দ্রষ্টব্য।

প্রণয়নে প্রায় ছয়শত শতাব্দীকাল ব্যয়িত হইয়া থাকিবে, যে গ্রন্থের শ্লোকগুলি সর্ব্ব প্রথমে কেবল শুনিয়াই শিখিয়া রাখিতে হইত, কারণ লিখিত ভাষা ও অক্ষরের সৃষ্টি তখনও হইয়াছিল না, সেই প্রাচীন গ্রন্থের অনেক শ্লোক সংগ্রহকারক কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম যুগের পরবর্ত্তী যুগ সমূহে হয়ত অনেকে একেবারেই মৌলিক শ্লোকগুলি শিক্ষা করিবার আদৌ সুযোগ পান নাই। তাহার পর, যখন যিনি যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এখনও আমরা অনেক পুস্তকের পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া থাকি) এবং যখন যিনি যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া তাহা সেই ঋগ্বেদের যুগের প্রাচীন আর্য্য দিগের রচিত শ্লোক বলিয়া ঋগ্বেদের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ! সেই নব রচিত শ্লোক সমূহে তখনকার অভাব অভিযোগ এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই থাকিবে। কারণ সমাজ মানব হৃদয় গঠন করে, আর ভাষা ও ভাব সেই হৃদয়ের অধিকৃত চিত্র। আর এক কথা, ঋগ্বেদ প্রণয়নের যুগে আর্য্যভূমে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিস্তার করিবার একটী বিশাল তরঙ্গ রঙ্গেভঙ্গে উচ্ছ্বলিত হইয়া গ্রামে গ্রামে জনপদে জনপদে বাত্যাসংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপয়িতৃগণের যুগে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভট্ট মোক্ষ মুলর, মিঃ ওয়েবর, মিঃ কোল ব্রুক, ৺মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আর তিলমাত্রও সন্দেহ করেন না। রমেশ বাবু ও মুয়ার সাহেবের মত ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদ নহে, হিন্দু শাস্ত্র সমূহে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই। অধুনা রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্টি হইয়া থাকে।" হিন্দু শাস্ত্র সমূহে এত ভূরি ভূরি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে যে লিপিবদ্ধ করিতে গেলে এক অতি বৃহৎ পুস্তক রচিত হইতে

পারে। এমন বহু শ্লোক আছে, যাহার মধ্যে পরস্পরের ঐক্য নাই এবং পরস্পর ভীষণ সামাঞ্জস্য বিরহিত। উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাইতেছে, বর্ণভেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহারা ঋগ্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সে নজিরের মূল্য কিছুই নাই। আমরা অনায়াসে সে নজির অবহেলা করিতে পারি। এল্‌ফিন ষ্টোন্‌স সাহেব তাঁহার ভারত ইতিহাসে বলেন,—"In the Rigveda the cast-system of latter times is wholly-unknow" (Appendix VIII Page 286.)

আক্ষরিক ভাষার স্বষ্টির বহু পরে যখন লিখিত ভাষার পণ্ডিতগণ ঋক মন্ত্রগুলি বিভাগ করিয়া বেদ সঙ্কলন করেন সেই সকল পণ্ডিতগণ বেদব্যাস নামে অভিহিত হন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে সময় চতুর্ব্বেদ বিভাগ করেন, তখন পৌরাণিক যুগ। এইরূপে নানা পুরাণ ও স্মৃতি সংহিতায় জাতিভেদের বিভাগ দৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বে সে ভারতে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই বিদ্যমান ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ জাতিই গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দুর শাস্ত্র সমূহে বা পুরাণাদিতে আবার সেই মহা সাম্যেরই ঘোষণার প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল,—পরে গুণ কর্ম্মভেদে নানা জাতি বিভাগের সৃষ্টি।

মহাভারতকে পঞ্চমবেদ উক্ত হইয়া থাকে,—তাহার শান্তি পর্ব্বান্তর্গত ১৮৮ অধ্যায়ে ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদে উক্ত আছে,—

ভৃগুরুবাচ—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্ম ভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কাম ভোগ প্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গো ভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধা সর্ব্ব কর্ম্মোপ জীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥

ইহার অর্থ—“ভৃগু কহিলেন, “তপোধন? ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ব্রহ্মময়,—মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছেন, অথবা সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কাম ভোগে প্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, রক্তবর্ণ, সাহসী ও হঠকারী হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব

ও যে ব্রাহ্মণগণ, গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, পীত বর্ণ দেহ, কৃষিজীবী হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ মিথ্যাবাদী ও শৌচ পরিভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে কার্য্যের দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "জাতিভেদ সমস্যার একমাত্র যুক্তি সঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়—মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। ইহাই জাতিভেদ সমস্যার সম্যক্ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।" (ভারতে বিবেকানন্দ ১১৩ পৃষ্ঠা) এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, উৎকলখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থেও উল্লেখ আছে, একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতেই নানা বর্ণের সম্ভব। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই ব্রাহ্মণ জাতিই কি প্রকারে নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই 'জাতি ভেদ" বক্তৃতায় উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন, যে একমাত্র আর্য্য জাতিই কালক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বিবিধ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। যে ঋগ্বেদের আদি সময়ে আক্ষরিক ভাষার সৃষ্ট হয় নাই, তখন যাঁহারা মুখে মুখে শিখিয়া মন্ত্রাদি ধারণ করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহারা পরাজিত অনার্য্য বা দস্যুদের উপদ্রব হইতে সমাজকে রক্ষা করিতেন, ক্ষয় বা অপায়াদি হইতে ত্রাণকারী বলিয়া তাঁহারাই ক্ষত্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। এইরূপে কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা বৈশ্য ও পরিচর্য্যাকারী সেবক বা শূদ্র,—একই আর্য্য জাতির বিভিন্ন নাম। কালক্রমে তাহা বংশগত নানা বৈষম্যে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বলেন,—"আদিম কালে কৃষি, যাজন, যুদ্ধাদি জীবিকাভেদজনক বর্ণ বিচার বা বংশানুক্রমিক পুরোহিত বা রাজার প্রথা তখন ছিল না। শ্যামল শস্যভরা প্রভৃতি ক্ষেত্রের অধিস্বামী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, আবার তেমনই বাহুবলে আত্ম জীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহারা আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেব মূর্ত্তিও ছিলনা, দেব গৃহও ছিলনা, পূজাবিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিলনা।"

বৈদিক যুগের অন্তে পৌরাণিক যুগের জাতি মালা।

মনুসংহিতা ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বর্ণিত সঙ্কর জাতির পরিচয়

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্নজাতি
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অম্বষ্ঠ।
ঐ	শূদ্র	পারশব। (নিষাদ)।
ঐ	ঐ	বারুজীবী
ক্ষত্রিয়	ঐ	উগ্র।
ঐ	ব্রাহ্মণ	সূত
বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	বৈদেহ
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	মাগধ (গোপ)
অম্বষ্ঠ	বৈশ্য	স্বর্ণকার।
ঐ	ঐ	সুবর্ণবণিক।
করণ	বৈশ্য	তক্ষা বা সুত্রধর
ঐ	ঐ	রজক বা ধুপী
ব্রাহ্মণ	অম্বষ্ঠ	আভির
গোপ	শূদ্র	ধীবর ও সুঁড়ি।
শূদ্র	বৈশ্য	আয়োগব।
বৈশ্য	শূদ্র	করণ।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্তা।
শূদ্র	ব্রাহ্মণ	চণ্ডাল।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	কুম্ভকার।
ঐ	ঐ	তাঁতি, তন্তুবায়।
মাগধ	শূদ্র	শেখর, জালিক
আভির	বৈশ্য	তক্ষ বা চর্ম্মকার

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্নজাতি
রজক	বৈশ্য	ঘটজীবী।
তৈলকার	বৈশ্য	দোলাবাহী।
নিষাদ	শূদ্র	পুক্কস।
ব্রাহ্মণ	আয়োগব	ধীগ্‌বান।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	ক্ষেত্রি।
ক্ষত্রিয়	শূদ্র	নাপিত, মোদক
ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	মালাকার।
বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	তাম্বুলী, তৈলিক
মালাকার	ব্রাহ্মণ	নট, শাবক।
দস্যু	আয়োগব	সৈরিন্ধ্র
নিষাদ	আয়োগব	দাস, কৈবর্ত্ত
ধীবর	শূদ্র	মল্ল।
স্বর্ণকার	অম্বষ্ঠ	মলগ্রাহী বা বা মেথর।
দেবল	বৈশ্য	গণক।
বৈদেহিকা	কারাবর	অন্ধ্র।
ঐ	নিষাদ	মেদ।
বিপ্র	ক্ষত্রিয়	মূর্দ্ধাভিষিক্ত (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)
ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	মাহিষ্য। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন।

হিন্দুশাস্ত্রে "চণ্ডাল" শব্দের মত অপভ্রংশ শব্দ আর দ্বিতীয় নাই। শাস্ত্রে এই চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—

"কুমারী সম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রাং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিত শ্চণ্ডাল স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥"

(১) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান। *

(২) সগোত্রা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান,

(৩) ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরস সম্ভূত সন্তান।

চণ্ডাল জাতির প্রতি শাস্ত্রীয় অনুশাসন,—

"চণ্ডাল শ্বপচানান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপ পাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্ ॥ ৫১
বাসাংসি মৃত চেলানি ভিন্ন ভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কাঞ্চায়ং সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ ॥৫২
ন তৈঃ সময় মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরন্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ ॥৫৩
অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্ন ভাজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষুচ ॥৫৪
দিবাচরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবংশবঞ্চৈব নির্হরেয়ু রিতি স্থিতি ॥৫৫

---

* কুন্তিপুত্র মহারথ ও দাতাগ্রগণ্য কর্ণ কুমারী গর্ভ সম্ভুত হেতু তিনি এবং তদ্বংশধরগণ কি চণ্ডাল বলিয়া উক্ত হইতে পারেন না? নতুবা শাস্ত্র বাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথা শাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্য বাসাংসি গৃহ্নীয়ু শয্যা শ্চাভরণানি চ ॥৫৬

(মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬ শ্লোক)

অর্থ,—চণ্ডাল শ্বপচ ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে এবং জলপাত্র রহিত হইয়া মৃতের বস্ত্র পরিধান, ভগ্ন পাত্রে ভোজন ও লৌহ অলঙ্কার পরিধান করতঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। * ইহাদের ব্যবহার্য্য জলপাত্রাদি মার্জ্জন করিলে বা পোড়াইলেও শুদ্ধ হয় না। কুকুর ও গর্দ্দভ ইহাদের ধন। ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে সাধুগণ ইহাদের মুখ দেখিবেন না। ইহারা স্বজাতির সহিত বিবাহ ও ব্যবহারাদি (আদান প্রদান ও ঋণদান ঋণগ্রহণাদি) কার্য্য করিবে। সাধুগণ ইহাদের অন্ন ভগ্নপাত্রে ভৃত্য দ্বারা পরিবেশন করাইবেন। ইহারা রাত্রিতে গ্রামে কি নগরে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেনা, তবে রাজকর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়া কার্য্যার্থ দিবসে বেড়াইতে পারিবে। যাহার বন্ধুবান্ধব নাই এমন ব্যক্তির মৃতদেহ ইহারাই গ্রাম হইতে বাহির করিবে। রাজার আজ্ঞানুসারে যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, ইহারাই তাহাকে বধ করিবে এবং তাহার শয্যাবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিবে। †

---

* কয়েদীর অলঙ্কার লৌহবলয় ও লৌহশৃঙ্খল।

† বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মাদের উপদেশ- "পতিতকে অগ্রে কোলে তুলিয়া লও, তার দুখঃ দূর কর, অশ্রু মোচন কর, ও প্রাণ দিয়া ভালবাস। বিশ্বপতি পরমেশ্বর তাঁহার মানব-সন্তানের প্রীতিতেই প্রীত হন,।" বোধ করি সেই আশীর্ব্বাদেই অদ্যও জগত তাহাঁদের অধিকারভুক্ত। আর ঐ মানব পীড়ন পাপে হিন্দুর মহাপতন।

চণ্ডালের আহারও কুকুর মাংস তাহার প্রমাণ—

ক্ষুধার্ত্তশ্চার্ত্তু মভ্যাগাৎ বিশ্বামিত্র শ্বজাঘনীম্।
চণ্ডাল হস্তাদাদায় ধর্ম্ম ধর্ম্ম বিচক্ষণঃ॥
(মনু ১০ম অ-১০৮ম শ্লোক)।

ধর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞ বিচক্ষণ ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে ঘৃণিত কুকুরের মাংস আনিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। হায়রে পেটের দায়! তোমার কবলে এমন তেজস্বী তপোক্লেশা মুনিঋষিরাও কিনা করেন? শ্বানং পচতীতি শ্বপচঃ অর্থাৎ যাহারা কুকুরের মাংস পাক বা ভোজন করে। শাস্ত্রে চণ্ডাল ও শ্বপচ একার্থ বোধক হইয়া অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন সুধিগণের বিশেষ বিবেচ্য—বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের প্রধান অংশ বিরাট সংখ্যক নমোব্রহ্মগণের সহ ঐ সকল শাস্ত্রীয় ব্যবহারাদি খাপ খায় কিনা? যতই বিশ্লেষণ করুন, উহার কোনটীর সহিত ইহাঁদের সামঞ্জস্য নাই। যে নিরক্ষর আদিমকৃষক নমোব্রহ্মগণ কস্মিন কালেও বদ্ধ সংস্কার ত্যাগ করিয়া জাতীয় উন্নতিতে বদ্ধ পরিকর হন নাই—প্রবল সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বাধা পরিত্যাগ করিয়া তাহাঁরা নিজদিগকে আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন, কখনও এরূপ মনে করা যাইতে পারেনা। রাজাজ্ঞা ও ব্রাহ্মণ্য শাসন কোন মতেই চণ্ডালকে ঐ সকল বিধি বর্জ্জনে উন্নত অধিকার দানে সম্মত হইতনা। কেহ জোড় করিয়া করিলেও তাহার প্রাণান্তনিধন ভিন্ন উপায়ান্তর ছিলনা। ইহারা আজীবন নগরে গ্রামে ব্রাহ্মণাদি সহ একই পল্লীতে এবং জোড়া বাড়ীতেও বসত করিয়া আসিতেছেন, ঋণদান ও ঋণ গ্রহণাদি আদান প্রদানেও তাহাঁদের একই পর্য্যায় ভুক্ত। গোত্র প্রবরাদি ব্রাহ্মণদের মতই এবং সামিষ পক্কান্ন পিণ্ডদানে শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া বেদমন্ত্রেই

অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ইহাঁরা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির চেয়ে আরও সাত্ত্বিক। এজাতির মধ্যে মাংসাহার অতি বিরল। মেয়েরা তো উহা নিতান্তই ঘৃণা করেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বলিতেছি, পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণালয় হইতে দুর্গাপূজার মাংস ভোজন করিয়া আসিয়া বাটীস্থ পুরুষগণকে তেবা চেকা হইতে হইয়াছিল; মাংসাহারীদের ভোজন পাত্রে (মাজাঘষা সত্ত্বেও) তাহাঁরা বহুদিন ভোজন করেন নাই। কাল প্রবাহে হিন্দুদের মধ্যে এখন পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) অবাধ প্রচলন হইলেও এমন একদিন ছিল, উহা ভক্ষণ জাতিপাতিত্য জনক ছিল, নিজ বাটীতেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি কোন ক্রমে উহার খোসাটা বাতাসে উড়িয়া আসিয়া উঠানে পড়ায় তাড়াতাড়ি দূরে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল, দেখিলে কেহ বা মনে করে, উহারা পেঁয়াজ ভক্ষণ করে! এ আশঙ্কায় এত ত্রস্ত হইতে হইত!

বর্ত্তমান সময়েও কুকুর ও গাধা সম্বলধারী একদল লোকজন সমাজের বাহভূর্ত ভাবে দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। শৃগাল কুকুরাদিও নানা প্রাণি হত্যা করিয়া কিঞ্চিৎ দগ্ধ করতঃ সেই সকলের মাংসাহারে উদর পূর্ণ করে ও পরিতৃপ্ত হয়। যদি এই নমোব্রহ্ম জাতির পূর্ব্ব স্বভাবও তাহাই হইত, তবে তাহাদের সহ ইষ্টগোষ্ঠিতাও থাকিত এবং সেই স্বভাব কিছুতেই বদলাইয়া এত মাংস বীতস্পৃহতা লাভ করিতে পারিতনা, কারণ "স্বভাব যায়না মৈ'লে আর ইজ্জৎ যায়না ধুইলে।"

নমোব্রহ্ম জাতির ব্যবসায় ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন চিরবিশুদ্ধ।

হিন্দু সমাজের আর আর বহুজাতি সুরাবিক্রয় ব্যবসায় লিপ্ত হইলেও নমোব্রহ্মগণ ধর্ম্ম ও জাতি-পাতিত্যজনক ভয়ে এপর্য্যন্ত উক্ত ব্যবসায় সমাজের সীমানাও স্পর্শ করিতে দেন নাই ইহাতে জাতিটা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যাচার সম্পন্ন বলিয়া গৌরবান্বিত বটে।

এদেশীয় রায় মজুমদার শ্রেণীর প্রসিদ্ধ নমোব্রহ্মগণ অন্নাভাবে অনাহারে মরিলেও কদাপি দুগ্ধ বিক্রয় করিবেন না, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চাখ্য হিন্দুগণ দুগ্ধ বিক্রয় অপেক্ষায়ও অনেক ব্রাহ্মণাচার বহির্ভূত হীন কর্ম্মে লিপ্ত আছেন, তখন স্থান বিশেষের নমোব্রহ্মগণ দুগ্ধ বিক্রয়ী হইলেও দোষ যুক্ত নহে। বিশেষতঃ শাস্ত্রকার মহাত্মা মনুর মতে যাহার ভাণ্ডের দুগ্ধ পান করা যায়, তাহার পক্কান্ন ভোজন করা চলে। উক্ত নমোব্রহ্মদের দুগ্ধই পূজা পার্ব্বণে ও দেব-সেবায় বিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়; এত দৃষ্টেও তাহাদিগকে কেহ যদি অস্পৃশ্য চণ্ডাল মনে করেন তবে নিজদেরই আচরণে সেই চণ্ডালত্বে পতিত হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। কারণ তাহাদের দুগ্ধ সেবনেই তাহাদের অন্নভোক্তা হইয়া থাকেন।

অপরিজ্ঞাত জাতির পরিচয় তাহার কর্ম্ম দৃষ্টেই
উপলব্ধি হয়, ইহা মহাত্মা মনুরুক্তিতেই প্রকাশ,—

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষ যোনিজম্॥
পিত্র্যং বা ভজতে শীলম্ মাতর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনি প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥"

(মনু—১০ম অধ্যায় ৫৮ ও ৫৯ তম শ্লোক)

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা হিংস্রতা ও বৈদিককর্ম্মহীনতা প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম লোকের আত্ম-পরিচায়ক,—সঙ্কর জাতি তাহার পিতার কি মাতার কিংবা উভয়ের স্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, এজন্য কর্ম্ম দ্বারা অপরিচিত জাতির পরিচয় হইতে পারে।"

দশবিধ ব্রাহ্মণ।

অত্রি বলিতেছেন,—

দেবো মুনি দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোহপি চাণ্ডালো বিপ্রাদশবিধাঃ স্মৃতাঃ।৩৬৪
সন্ধ্যাস্নানং জপং হোমং দেবতা নিত্য-পূজনম্।
অতিথিং বৈশ্য দেবৈঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৩৬৫
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোহ হরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥৩৬৬
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্য যোগ বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥৩৬৭
অস্ত্রা হতাশ্চ ধন্বাঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রো ক্ষত্র উচ্যতে ॥৩৬৮
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥৩৬৯
লাক্ষা লবণ সমিশ্র কুসুম্ভ ক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধু মাংসানাং স বিপ্রঃ দ্র উচ্যতে ॥৩৭০

চৌরশ্চ তস্কর শ্চৈব সূচকো দংশক স্তথা।
মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥৩৭১

ব্রহ্ম-তত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্ম সূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তে নৈব স চ পাপেন ন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥৩৭২

বাপী কূপ তড়াগানামারামস্য সরঃ সুচ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥৩৭৩

ক্রিয়া হীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥৩৭৪

দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল এই দশবিধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট।৩৬৪

যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা জপ হোম, দেব পূজা, অতিথিসেবা এবং বৈশ্যদেব করেন, তাঁহাকে দেব ব্রাহ্মণ কহে ॥৩৬৫

শাকপত্র ফলমূলভোজী বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত * ব্রাহ্মণ মুনি বলিয়া কীর্ত্তিত হন।৩৬৬

যিনি নিতান্ত বেদান্তপাঠী সর্ব্বসঙ্গত্যাগী সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ দ্বিজ নামে অভিহিত ॥৩৬৭

যিনি সমরস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বীদিগকে অস্ত্র দ্বারা আহত ও পরাজয় করেন, সেই ব্রাহ্মণের ক্ষত্র সংজ্ঞা।৩৬৮

কৃষিকার্য্যে রত, গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্য তৎপর ব্রাহ্মণ বৈশ্য বলিয়া উক্ত হন ॥৩৬৯

যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া কথিত* ।৩৭০

---

* এ সকল দ্রব্য লইয়া যাহারা মুদীর দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন তাঁহারা কোন্ জাতীয় ব্রাহ্মণ হইবেন ?

চৌর, তাস্কার (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী) সূচক (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্যমাংসলোভী ব্রাহ্মণ নিষাদ নামে উক্ত ।৩৭১

যে ব্রাহ্মণ (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ পশু বলিয়া খ্যাত ॥৩৭২

যে নিঃশঙ্কভাবে পাপের ভয় না করিয়া কূপ তড়াগ সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, সেই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত হয় ।৩৭৩

ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ সর্ব্বধর্ম্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলিয়া গণ্য ॥৩৭৪

এই প্রকার কোন কারণেও ব্রাহ্মণ জাতিরই চণ্ডাল নাম হইয়া থাকিবে। খুব জোড়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলেও "চাড়ালে ফোঁটা" বলে, ইহাতে তেজোবীর্য্য বন্ত জাতিই বুঝায়। এক ব্রাহ্মণ একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমি কিজাত ?" সে বলিয়াছিল, "আমি কাঁধে চড়া জাত।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি কার কাঁধে চড় ?" "আজ্ঞে, সময় বিশেষে আপনার কাঁধেও চড়ি।" ব্রাহ্মণ তখন ঘোর কোপ প্রকাশ করায় উক্ত ব্যক্তি বলিল, "আজ্ঞে, এক্ষণই আপনার কাঁধে চড়িয়াছি।" ক্রোধেরই অপর নাম চণ্ডাল।

করিতে পারেন যে, পরম পুরুষ পরমেশ্বরকেও বলি দেওয়া যাইতে পারে। অন্যের পক্ষে এরূপ কল্পনা ধর্ম্ম বিগর্হিত।

ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশসমূহের সংস্কৃত শ্লোক গুলির ভাষা ও ব্যাকরণ পরবর্ত্তী সময়ের ভাষা ও ব্যাকরণ হইতে এত অধিক বিভিন্ন যে, আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ গণও টীকা কারের সাহায্য ভিন্ন তাহার অর্থ গ্রহণে সম্যককৃত কার্য্য হইবেন এরূপ মনে হয় না।

যথা— অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং।
হোতারং রত্ন ধাতমম্" (ঋগ্বেদের ১ম—
সূক্তের সর্ব্ব প্রথম ঋক)।

মৎস্য পুরাণ মতে ৯১ জন বৈদিক ঋষি-ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্র সমষ্টির প্রণেতা, উক্ত পুরাণে ১৩২ অধ্যায় তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশ মণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশ মণ্ডল ভিন্ন অপর ৮ মণ্ডল ৮ আটজন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয় একজন ঋষির বংশধর বা তদনুগত শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমিৎ। এই গৃৎসমিৎ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতাঅঙ্গিরা। ১ম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, ১০ম মণ্ডলে ও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা ঋষির প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে। (স্যার্ রমেশ দত্তের অভিমত) "যাঁহারাই ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল অন্যান্য নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহা যেন সেই মহা গ্রন্থের পরিশিষ্ট মাত্র। এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ শ্লোকই অপ্রাচীন

৫—

(নূতন)। এই সূক্ত হইতে তদানীন্তন সমাজের স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ, সামাজিক উন্নতি, সমাজান্তর্গত নানাবিধ জটিল অবস্থা প্রভৃতির সমূহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পরলোকের বর্ণনা এই দশম মণ্ডলের অন্যতম অংশ। (শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বি, এ লিখিত "জাতিভেদ")। এই সকল আলোচনা করিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বলিতেছেন—আবার দশমমণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদিগের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়। অন্য এক স্থানে তিনি বলিতেছেন, যে সমস্ত মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে। সেই সময়ই তাহা সঙ্কলিত ও ঋগ্বেদের শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বলেন,—"বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বৈদিক যুগে সাহিত্য চর্চ্চা এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিলনা। ঋগ্বেদের সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই। তাই লিখন প্রণালী তখন ছিল না। আর্য্যগণ লীলাময়ী প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া আপন আপন সরল হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবানুযায়ী গীত রচনা করিতেন, মন্ত্র রচনা করিতেন, কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি সম্বন্ধেও শ্লোকাবলী রচিত হইত, আর সেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক আবহমান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রই আবদ্ধ থাকিত, পিতার নিকট পুত্র তাহা শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিষ্য তাহা শিক্ষা করিত। এই সকল হইতে বেশ অনুমিত হয় যে, ঋগ্বেদের মত একখানি অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ, যে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহ কর্ত্তাও তাহাই,—যে গ্রন্থ

* শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "জাতিভেদ" দ্রষ্টব্য।

প্রণয়নে প্রায় ছয়শত শতাব্দীকাল ব্যয়িত হইয়া থাকিবে, যে গ্রন্থের শ্লোকগুলি সর্ব্ব প্রথমে কেবল শুনিয়াই শিখিয়া রাখিতে হইত, কারণ লিখিত ভাষা ও অক্ষরের সৃষ্টি তখনও হইয়াছিল না, সেই প্রাচীন গ্রন্থের অনেক শ্লোক সংগ্রহকারক কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম যুগের পরবর্ত্তী যুগ সমূহে হয়ত অনেকে একেবারেই মৌলিক শ্লোকগুলি শিক্ষা করিবার আদৌ সুযোগ পান নাই। তাহার পর, যখন যিনি যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এখনও আমরা অনেক পুস্তকের পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া থাকি) এবং যখন যিনি যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া তাহা সেই ঋগ্বেদের যুগের প্রাচীন আর্য্য দিগের রচিত শ্লোক বলিয়া ঋগ্বেদের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন! সেই নব রচিত শ্লোক সমূহে তখনকার অভাব অভিযোগ এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই থাকিবে। কারণ সমাজ মানব হৃদয় গঠন করে, আর ভাষা ও ভাব সেই হৃদয়ের অধিকৃত চিত্র। আর এক কথা, ঋগ্বেদ প্রণয়নের যুগে আর্য্যভূমে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিস্তার করিবার একটী বিশাল তরঙ্গ রঙ্গেভঙ্গে উচ্ছ্বলিত হইয়া গ্রামে গ্রামে জনপদে জনপদে বাত্যাসংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপয়িতৃগণের যুগে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভট্ট মোক্ষ মুলর, মিঃ ওয়েবর, মিঃ কোল ব্রূক, ৺মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আর তিলমাত্রও সন্দেহ করেন না। রমেশ বাবু ও মুয়ার সাহেবের মত ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদ নহে, হিন্দু শাস্ত্র সমূহে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই। অধুনা রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্টি হইয়া থাকে।" হিন্দু শাস্ত্র সমূহে এত ভূরি ভূরি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে যে লিপিবদ্ধ করিতে গেলে এক অতি বৃহৎ পুস্তক রচিত হইতে

পারে। এমন বহু শ্লোক আছে, যাহার মধ্যে পরস্পরের ঐক্য নাই এবং পরস্পর ভীষণ সামাঞ্জস্য বিরহিত। উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাইতেছে, বর্ণভেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহারা ঋগ্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সে নজিরের মূল্য কিছুই নাই। আমরা অনায়াসে সে নজির অবহেলা করিতে পারি। এল্ফিন ষ্টোন্স সাহেব তাঁহার ভারত ইতিহাসে বলেন,—"In the Rigveda the cast-system of latter times is wholly-unknow" (Appendix VIII Page 286.)

আক্ষরিক ভাষার সৃষ্টির বহু পরে যখন লিখিত ভাষার পণ্ডিতগণ ঋক মন্ত্রগুলি বিভাগ করিয়া বেদ সঙ্কলন করেন সেই সকল পণ্ডিতগণ বেদব্যাস নামে অভিহিত হন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে সময় চতুর্ব্বেদ বিভাগ করেন, তখন পৌরাণিক যুগ। এইরূপে নানা পুরাণ ও স্মৃতি সংহিতায় জাতিভেদের বিভাগ দৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বে সে ভারতে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই বিদ্যমান ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ জাতিই গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দুর শাস্ত্র সমূহে বা পুরাণাদিতে আবার সেই মহা সাম্যেরই ঘোষণার প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল,—পরে গুণ কর্ম্মভেদে নানা জাতি বিভাগের সৃষ্টি।

মহাভারতকে পঞ্চমবেদ উক্ত হইয়া থাকে,—তাহার শান্তি পর্ব্বান্তর্গত ১৮৮ অধ্যায়ে ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদে উক্ত আছে,—

ভৃগুরুবাচ—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্ম ভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কাম ভোগ প্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গো ভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধা সর্ব্ব কর্ম্মোপ জীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥

ইহার অর্থ—"ভৃগু কহিলেন, "তপোধন? ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ব্রহ্মময়,—মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছেন, অথবা সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কাম ভোগে প্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, রক্তবর্ণ, সাহসী ও হঠকারী হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব

ও যে ব্রাহ্মণগণ, গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, পীত বর্ণ দেহ, কৃষিজীবী হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ মিথ্যাবাদী ও শৌচ পরিভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে কার্য্যের দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "জাতিভেদ সমস্যার একমাত্র যুক্তি সঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়—মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। ইহাই জাতিভেদ সমস্যার সম্যক্ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।" (ভারতে বিবেকানন্দ ১১৩ পৃষ্ঠা) এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, উৎকলখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থেও উল্লেখ আছে, একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতেই নানা বর্ণের সম্ভব। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই ব্রাহ্মণ জাতিই কি প্রকারে নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই 'জাতি ভেদ" বক্তৃতায় উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন, যে একমাত্র আর্য্য জাতিই কালক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বিবিধ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। যে ঋগ্বেদের আদি সময়ে আক্ষরিক ভাষার সৃষ্ট হয় নাই, তখন যাঁহারা মুখে মুখে শিখিয়া মন্ত্রাদি ধারণ করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহারা পরাজিত অনার্য্য বা দস্যুদের উপদ্রব হইতে সমাজকে রক্ষা করিতেন, ক্ষয় বা অপায়াদি হইতে ত্রাণকারী বলিয়া তাঁহারাই ক্ষত্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। এইরূপে কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা বৈশ্য ও পরিচর্য্যাকারী সেবক বা শূদ্র,—একই আর্য্য জাতির বিভিন্ন নাম। কালক্রমে তাহা বংশগত নানা বৈষম্যে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বলেন,—"আদিম কালে কৃষি, যাজন, যুদ্ধাদি জীবিকাভেদজনক বর্ণ বিচার বা বংশানুক্রমিক পুরোহিত বা রাজার প্রথা তখন ছিল না। শ্যামল শস্যভরা প্রভৃতি ক্ষেত্রের অধিস্বামী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, আবার তেমনই বাহুবলে আত্ম জীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহারা আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেব মূর্ত্তিও ছিলনা, দেব গৃহও ছিলনা, পূজাবিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিলনা।"

বৈদিক যুগের অন্তে পৌরাণিক যুগের জাতি মালা।

মনুসংহিতা ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বর্ণিত সঙ্কর জাতির পরিচয়

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্নজাতি
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অম্বষ্ঠ।
ঐ	শূদ্র	পারশব। (নিষাদ)।
ঐ	ঐ	বারুজীবী
ক্ষত্রিয়	ঐ	উগ্র।
ঐ	ব্রাহ্মণ	সূত
বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	বৈদেহ
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	মাগধ (গোপ)
অম্বষ্ঠ	বৈশ্য	স্বর্ণকার।
ঐ	ঐ	সুবর্ণবণিক।
করণ	বৈশ্য	তক্ষা বা সূত্রধর
ঐ	ঐ	রজক বা ধুপী
ব্রাহ্মণ	অম্বষ্ঠ	আভির
গোপ	শূদ্র	ধীবর ও সুড়ি।
শূদ্র	বৈশ্য	আয়োগব।
বৈশ্য	শূদ্র	করণ।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্তা।
শূদ্র	ব্রাহ্মণ	চণ্ডাল।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	কুম্ভকার।
ঐ	ঐ	তাঁতি, তন্তুবায়।
মাগধ	শূদ্র	শেখর, জালিক
আভির	বৈশ্য	তক্ষ বা চর্ম্মকার

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্নজাতি
রজক	বৈশ্য	ঘটজীবী।
তৈলকার	বৈশ্য	দোলাবাহী।
নিষাদ	শূদ্র	পুক্কস।
ব্রাহ্মণ	আয়োগব	ধীগ্‌বান।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	ক্ষেত্রি।
ক্ষত্রিয়	শূদ্র	নাপিত, মোদক
ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	মালাকার।
বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	তাম্বুলী, তৈলিক
মালাকার	ব্রাহ্মণ	নট, শাবক।
দস্যু	আয়োগব	সৈরিন্ধ্র
নিষাদ	আয়োগব	দাস, কৈবর্ত্ত
ধীবর	শূদ্র	মল্ল।
স্বর্ণকার	অম্বষ্ঠ	মলগ্রাহী বা বা মেথর।
দেবল	বৈশ্য	গণক।
বৈদেহিকা	কারাবর	অন্ধ্র।
ঐ	নিষাদ	মেদ।
বিপ্র	ক্ষত্রিয়	মূর্দ্ধাভিষিক্ত (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)
ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	মাহিষ্য। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন।

হিন্দুশাস্ত্রে "চণ্ডাল" শব্দের মত অপভ্রংশ শব্দ আর দ্বিতীয় নাই। শাস্ত্রে এই চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—

"কুমারী সম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রাং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রহ্মণ্যাং শূদ্রজনিত শ্চণ্ডাল স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥"

(১) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান। *

(২) সগোত্রা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান,

(৩) ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরস সম্ভূত সন্তান।

চণ্ডাল জাতির প্রতি শাস্ত্রীয় অনুশাসন,—

"চণ্ডাল শ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপ পাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্॥ ৫১
বাসাংসি মৃত চেলানি ভিন্ন ভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়স মলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥৫২
ন তৈঃ সময় মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরন্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ॥৫৩
অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্ন ভাজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষুচ॥৫৪
দিবাচরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবংশবঞ্চৈব নির্হরেয়ু রিতি স্থিতি॥৫৫

---

* কুন্তিপুত্র মহারথ ও দাতাগ্রগণ্য কর্ণ কুমারী গর্ভ সম্ভূত হেতু তিনি এবং তদ্বংশধরগণ কি চণ্ডাল বলিয়া উক্ত হইতে পারেন না? নতুবা শাস্ত্র বাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

বধ্যাংশ্চ হন্যুং সততং যথা শাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্য বাসাংসি গৃহ্লীয়ু শয্যা শ্চাভরণানি চ ॥৫৬
(মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬ শ্লোক)

অর্থ,—চণ্ডাল শ্বপচ ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে এবং জলপাত্র রহিত হইয়া মৃতের বস্ত্র পরিধান, ভগ্ন পাত্রে ভোজন ও লৌহ অলঙ্কার পরিধান করতঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। * ইহাদের ব্যবহার্য্য জলপাত্রাদি মার্জ্জন করিলে বা পোড়াইলেও শুদ্ধ হয় না। কুকুর ও গর্দ্দভ ইহাদের ধন। ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে সাধুগণ ইহাদের মুখ দেখিবেন না। ইহারা স্বজাতির সহিত বিবাহ ও ব্যবহারাদি (আদান প্রদান ও ঋণদান ঋণগ্রহণাদি) কার্য্য করিবে। সাধুগণ ইহাদের অন্ন ভগ্নপাত্রে ভৃত্য দ্বারা পরিবেশন করাইবেন। ইহারা রাত্রিতে গ্রামে কি নগরে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেনা. তবে রাজকর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়া কার্য্যার্থ দিবসে বেড়াইতে পারিবে। যাহার বন্ধুবান্ধব নাই এমন ব্যক্তির মৃতদেহ ইহারাই গ্রাম হইতে বাহির করিবে। রাজার আজ্ঞানুসারে যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, ইহারাই তাহাকে বধ করিবে এবং তাহার শয্যাবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিবে। †

---

* কয়েদীর অলঙ্কার লৌহবলয় ও লৌহশৃঙ্খল।

† বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মাদের উপদেশ- “পতিতকে অগ্রে কোলে তুলিয়া লও, তার দুঃখ দূর কর, অশ্রু মোচন কর, ও প্রাণ দিয়া ভালবাস। বিশ্বপতি পরমেশ্বর তাঁহার মানব-সন্তানের প্রীতিতেই প্রীত হন,।” বোধ করি সেই আশীর্ব্বাদেই অন্তও জগত তাহাঁদের অধিকারভুক্ত। আর ঐ মানব পীড়ন পাপে হিন্দুর মহাপতন।

চণ্ডালের আহারও কুকুর মাংস তাহার প্রমাণ—

ক্ষুধার্তশ্চার্ত্তুমভ্যাগাৎ বিশ্বামিত্র স্বজাঘনীম্।
চণ্ডাল হস্তাদাদায় ধর্ম্ম ধর্ম্ম বিচক্ষণঃ॥
(মনু ১০ম অ-১০৮ম শ্লোক)।

ধর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞ বিচক্ষণ ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে ঘৃণিত কুকুরের মাংস আনিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। হায়রে পেটের দায়! তোমার কবলে এমন তেজস্বী তপোক্লেশা মুনিঋষিরাও কিনা করেন? শ্বানং পচতীতি শ্বপচঃ অর্থাৎ যাহারা কুকুরের মাংস পাক বা ভোজন করে। শাস্ত্রে চণ্ডাল ও শ্বপচ একার্থ বোধক হইয়া অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন সুধিগণের বিশেষ বিবেচ্য—বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের প্রধান অংশ বিরাট সংখ্যক নমোব্রহ্মগণের সহ ঐ সকল শাস্ত্রীয় ব্যবহারাদি খাপ খায় কিনা? যতই বিশ্লেষণ করুন, উহার কোনটীর সহিত ইহাঁদের সামঞ্জস্য নাই। যে নিরক্ষর আদিমকৃষক নমোব্রহ্মগণ কস্মিন কালেও বদ্ধ সংস্কার ত্যাগ করিয়া জাতীয় উন্নতিতে বদ্ধ পরিকর হন নাই—প্রবল সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বাধা পরিত্যাগ করিয়া তাহাঁরা নিজদিগকে আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন, কখনও এরূপ মনে করা যাইতে পারেনা। রাজাজ্ঞা ও ব্রাহ্মণ্য শাসন কোন মতেই চণ্ডালকে ঐ সকল বিধি বর্জ্জনে উন্নত অধিকার দানে সম্মত হইতনা। কেহ জোড় করিয়া করিলেও তাহার প্রাণান্তনিধন ভিন্ন উপায়ান্তর ছিলনা। ইহারা আজীবন নগরে গ্রামে ব্রাহ্মণাদি সহ একই পল্লীতে এবং জোড়া বাড়ীতেও বসত করিয়া আসিতেছেন, ঋণদান ও ঋণ গ্রহণাদি আদান প্রদানেও তাহাঁদের একই পর্য্যায় ভুক্ত। গোত্র প্রবরাদি ব্রাহ্মণদের মতই এবং সামিষ পক্কান্ন পিণ্ডদানে শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া বেদমন্ত্ররই

অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ইঁহারা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির চেয়ে আরও সাত্ত্বিক। এজাতির মধ্যে মাংসাহার অতি বিরল। মেয়েরা তো উহা নিতান্তই ঘৃণা করেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বলিতেছি, পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণালয় হইতে দুর্গাপূজার মাংস ভোজন করিয়া আসিয়া বাটীস্থ পুরুষগণকে ভেবা চেকা হইতে হইয়াছিল; মাংসাহারীদের ভোজন পাত্রে (মাজাঘষা সত্ত্বেও) তাঁহারা বহুদিন ভোজন করেন নাই। কাল প্রবাহে হিন্দুদের মধ্যে এখন পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) অবাধ প্রচলন হইলেও এমন একদিন ছিল, উহা ভক্ষণ জাতিপাতিত্য জনক ছিল, নিজ বাটীতেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি কোন ক্রমে উহার খোসাটা বাতাসে উড়িয়া আসিয়া উঠানে পড়ায় তাড়াতাড়ি দুরে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল, দেখিলে কেহ বা মনে করে, উহারা পেঁয়াজ ভক্ষণ করে! এ আশঙ্কায় এত ত্রস্ত হইতে হইত!

বর্ত্তমান সময়েও কুকুর ও গাধা সম্বলধারী একদল লোকজন সমাজের বাহভূর্ত ভাবে দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। শৃগাল কুকুরাদিও নানা প্রাণি হত্যা করিয়া কিঞ্চিৎ দগ্ধ করতঃ সেই সকলের মাংসাহারে উদর পূর্ণ করে ও পরিতৃপ্ত হয়। যদি এই নমোব্রহ্ম জাতির পূর্ব্ব স্বভাবও তাহাই হইত, তবে তাহাদের সহ ইষ্টগোষ্ঠিতাও থাকিত এবং সেই স্বভাব কিছুতেই বদলাইয়া এত মাংস বীতস্পৃহতা লাভ করিতে পারিতনা, কারণ "স্বভাব যায়না মৈ'লে আর ইজ্জৎ যায়না ধুইলে।"

নমোব্রহ্ম জাতির ব্যবসায় ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন চিরবিশুদ্ধ।

হিন্দু সমাজের আর আর বহুজাতি সুরাবিক্রয় ব্যবসায় লিপ্ত হইলেও নমোব্রহ্মগণ ধর্ম্ম ও জাতি-পাতিত্যজনক ভয়ে এপর্য্যন্ত উক্ত ব্যবসায় সমাজের সীমানাও স্পর্শ করিতে দেন নাই ইহাতে জাতিটা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যাচার সম্পন্ন বলিয়া গৌরবান্বিত বটে।

এদেশীয় রায় মজুমদার শ্রেণীর প্রসিদ্ধ নমোব্রহ্মগণ অন্নাভাবে অনাহারে মরিলেও কদাপি দুগ্ধ বিক্রয় করিবেন না, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চাখ্য হিন্দুগণ দুগ্ধ বিক্রয় অপেক্ষায়ও অনেক ব্রাহ্মণাচার বহির্ভূত হীন কর্ম্মে লিপ্ত আছেন, তখন স্থান বিশেষের নমোব্রহ্মগণ দুগ্ধ বিক্রয়ী হইলেও দোষ যুক্ত নহে। বিশেষতঃ শাস্ত্রকার মহাত্মা মনুর মতে যাহার ভাণ্ডের দুগ্ধ পান করা যায়, তাহার পক্কান্ন ভোজন করা চলে। উক্ত নমোব্রহ্মদের দুগ্ধই পূজা পার্ব্বণে ও দেব-সেবায় বিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়; এত দৃষ্টেও তাহাদিগকে কেহ যদি অস্পৃশ্য চণ্ডাল মনে করেন তবে নিজদেরই আচরণে সেই চণ্ডালত্বে পতিত হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। কারণ তাহাদের দুগ্ধ সেবনেই তাহাদের অন্নভোক্তা হইয়া থাকেন।

অপরিজ্ঞাত জাতির পরিচয় তাহার কর্ম্ম দৃষ্টেই
উপলব্ধি হয়, ইহা মহাত্মা মনুরুক্তিতেই প্রকাশ,—

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষ যোনিজম্॥
পিত্র্যং বা ভজতে শীলম্ মাতর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনি প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥"

(মনু—১০ম অধ্যায় ৫৮ ও ৫৯ তম শ্লোক)

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা হিংস্রতা ও বৈদিককর্ম্মহীনতা প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম লোকের আত্ম-পরিচায়ক,—সঙ্কর জাতি তাহার পিতার কি মাতার কিংবা উভয়ের স্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, এজন্য কর্ম্ম দ্বারা অপরিচিত জাতির পরিচয় হইতে পারে।"

দশবিধ ব্রাহ্মণ।

অত্রি বলিতেছেন,—

দেবো মুনি দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রাদশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৬৪
সন্ধ্যাস্নানং জপং হোমং দেবতা নিত্য-পূজনম্।
অতিথিং বৈশ্য দেবৈশ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৩৬৫
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোঽহ রহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥৩৬৬
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্য যোগ বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥৩৬৭
অস্ত্রা হতাশ্চ ধন্বাঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রো ক্ষত্র উচ্যতে ॥৩৬৮
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥৩৬৯
লাক্ষা লবণ সমিশ্র কুসুম্ভ ক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধু মাংসানাং স বিপ্রঃ দ্র উচ্যতে ॥৩৭০

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশক স্তথা।
মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥৩৭১
ব্রহ্ম-তত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্ম সূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তে নৈব স চ পাপেন ন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥৩৭২
বাপী কূপ তড়াগানামারামস্য সরঃ সুচ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥৩৭৩
ক্রিয়া হীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥৩৭৪

দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল এই দশবিধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট।৩৬৪

যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা জপ হোম, দেব পূজা, অতিথিসেবা এবং বৈশ্যদেব করেন, তাঁহাকে দেব ব্রাহ্মণ কহে ॥৩৬৫

শাকপত্র ফলমূলভোজী বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত * ব্রাহ্মণ মুনি বলিয়া কীর্ত্তিত হন।৩৬৬

যিনি নিতান্ত বেদান্তপাঠী সর্ব্বসঙ্গত্যাগী সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ দ্বিজ নামে অভিহিত ॥৩৬৭

যিনি সমরস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বীদিগকে অস্ত্র দ্বারা আহত ও পরাজয় করেন, সেই ব্রাহ্মণের ক্ষত্র সংজ্ঞা।৩৬৮

কৃষিকার্য্যে রত, গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্য তৎপর ব্রাহ্মণ বৈশ্য বলিয়া উক্ত হন ॥৩৬৯

যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া কথিত* ।৩৭০

---

* ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যাহারা মুদীর দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন তাঁহারা কোন্ জাতীয় ব্রাহ্মণ হইবেন ?

চোর, তাস্কার (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী) সূচক (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্যমাংসলোভী ব্রাহ্মণ নিষাদ নামে উক্ত।৩৭১

যে ব্রাহ্মণ (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ পশু বলিয়া খ্যাত ॥৩৭২

যে নিঃশঙ্কভাবে পাপের ভয় না করিয়া কূপ তড়াগ সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, সেই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত হয়।৩৭৩

ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ সর্ব্বধর্ম্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলিয়া গণ্য ॥৩৭৪

এই প্রকার কোন কারণেও ব্রাহ্মণ জাতিরই চণ্ডাল নাম হইয়া থাকিবে। খুব জোড়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলেও "চাড়ালে ফোঁটা" বলে, ইহাতে তেজোবীর্য্য বন্ত জাতিই বুঝায়। এক ব্রাহ্মণ একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমি কিজাত ?" সে বলিয়াছিল, "আমি কাঁধে চড়া জাত।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি কার কাঁধে চড় ?" "আজ্ঞে, সময় বিশেষে আপনার কাঁধেও চড়ি।" ব্রাহ্মণ তখন ঘোর কোপ প্রকাশ করায় উক্ত ব্যক্তি বলিল, "আজ্ঞে, এক্ষণই আপনার কাঁধে চড়িয়াছি।" ক্রোধেরই অপর নাম চণ্ডাল।

শাস্ত্রানুশাসনে অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র চণ্ডালাদি জাতি একই পর্য্যায় ভুক্ত।

যাহারা 'শূদ্র' 'শূদ্র' করিয়া পাগল,—'কায়স্থ' বলিয়া অভিমান স্ফীত এবং 'নবশাখ' নামে গর্ব্বিত হইয়া অপর ভ্রাতাদিগকে হীন চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করেন—শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া দেখুন,—তাঁহারা উক্ত চণ্ডালাদি জাতির সহ অন্ত্যজ সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া একই শাস্ত্রানুশাসনে শৃঙ্খলিত ও নিপীড়িত হইবার বিধি ব্যবস্থায় সংবদ্ধ। যে গোখাদক বলিয়া যাহারা অপরদিগকে অবজ্ঞা করেন, তাহাদের সহিত তাঁহারা একই অন্ত্যজ সম্ভাষণে অভিহিত। এক ভাই অপর ভাইকে হীন বলিয়া ঘৃণা করিলে আপনার মুখেই সেই উৎক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবন পতিত হয়!

"বর্দ্ধকী, নাপিতো গোপ, আশাপঃ কুম্ভকারকঃ॥ ১০
বণিক. কিরাত, কায়স্থ, মালাকার কুটম্বিনঃ।
বরাটো, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ কোলকাঃ॥ ১১
এত হস্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যা চ গবেশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শণাদর্কবীক্ষণম্॥" ১২

(ব্যাস-সংহিতা)

অর্থাৎ বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, কোল জাতি আর যাহারা গো মাংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজ জাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়। উহাদিগকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।"

"অন্ত্য অন্ত্যানাং সঙ্গতে গ্রামে, বৃষলস্য চ সন্নিধৌ
অনাধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥" ৬৫

যে গ্রামে অন্ত্যজ জাতি অর্থাৎ ঐ সকল বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ কায়স্থ, কিরাত, কুম্ভকার, চণ্ডাল, মালাকারাদি এবং গো-খাদক প্রভৃতি জাতি বাস করে, সেই গ্রামে বহু লোক সমাগম হলে বেদপাঠ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।

"বধ্যোরাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপ হোম পরশ্চ যঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তা সৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈজলম্ ॥" ১৯
(অত্রি সংহিতা।)

অর্থাৎ—জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্ম নিরত শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন; কারণ জল দ্বারা যেমন অনল বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ঐ জপ হোম তৎপর শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে নাশ করে।"

এই শাস্ত্র বিধান মতই রামায়ণ বর্ণিত শূদ্র শম্বুকের শিরোচ্ছেদ করিতে পরম দয়ারাবতার রামচন্দ্রকেও কুণ্ঠিত হইতে হয় নাই।

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্ম যোগ্যাস্তুনেতরে ॥ ৫
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোহপি বর্ণ তাদ্ধর্ম্ম মর্হতি।
বেদ মন্ত্র স্বধা স্বাহা বষট্ কারাদিভির্বিনা ॥ ৬
(ব্যাস সংহিতা)।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ শব্দ প্রতিপাদ্য; এই তিন বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী; অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্র জাতি চতুর্থ বর্ণ এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা স্বধা বষট্ কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে।"

"মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্ ।
বৈশ্যস্য ধন সংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং ॥ ৩১
শর্ম্ম বদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো বর্ম্ম সমন্বিতম্ ।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্য সংযুতম্ ॥ ৩২

ব্রাহ্মণের মঙ্গল বাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বাচক, বৈশ্যের ধন বাচক এবং শূদ্রের হীনতা বাচক নাম রাখিবে। *

ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্ম উপপদ, ক্ষত্রিয়ের নামের পূর্ব্বে বর্ম্মাদি রক্ষা বাচক উপপদ, বৈশ্যের নামে ভূতি প্রভৃতি কোনপুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রের নামের শেষে দাসাদি কোন প্রেষ্য বাচক উপপদ যুক্ত করিবে। যেমন শুভ শর্ম্মা, বল বর্ম্মা, বসু ভূতি এবং দীন দাস ইত্যাদি।" * ৩২

দীনাদি হীনতা সুচক অন্ত্যজ জাতির উপাধি কোন সময়েও পূর্ব্বে নমোব্রহ্মদের মধ্যে ব্যবহৃত ছিল না,—কোন্ মোহে কি আশ্চর্য্য, শূদ্রত্ব মহিমা জ্ঞাপক ঐ সকল উপাধি এই জাতীয় অনেক মহাত্মারাই নূতন গ্রহণ করিয়া আমরা যে কত সাধু বা সৎ বা ব্রাহ্মণ ভক্ত ইত্যাদি পরিচয় দানে যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় উপাদি রায়, মজুমদার, ঠাকুর, বিশ্বাস, অধিকারী, মণ্ডল, সরকার, সরদার, মল্লিক, ঠাকুর, চৌধুরী প্রভৃতি থাকিতে এত হীনতা কেন? একে তো আজকাল বাঙ্গালী জাতিকে দাস বা গোলামের জাতি বলিয়া উক্ত হয়, তার মধ্যে সোণায় সোহাগা। যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য মায়ায় ভ্রমচক্রে পড়িয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জাতি হইয়াও দাসশূদ্র পর্য্যায়ে পড়িয়া ঠকিয়া ছিলেন, এখন তাহাঁরাও তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিও ও বৈশ্যাদির পরিচয় যুক্ত উপপদ গ্রহণ

---

* "শূদ্রাদি" এই হীনতা বাচক নামে কোনও ক্রমেই পরিচিত হইয়া অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে লেখক

করিতেছেন। দাসের স্থলে দাশ লিখিতেছেন। দশজনের মধ্যে একজন অর্থাৎ ক্ষমতা বান অর্থেই দাশ বুঝায়, তাই দন্ত্যস, বিসর্জ্জনে তালব্যশ গ্রহণ। আর দাস-মনোভাব ভাল নহে—দাসত্ব গৌরবে দেশটা রসাতলে গেল, জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল। এসামাজিক দাসত্ব করিতে যাহারা বাধ্য করিয়া রাখিয়াছেন এবং এই দাসত্বই যাহারা ধর্ম্মবোধে মানিয়া চলিতেছেন, তাহাদের উভয়ের মুক্তি বিধাতার বিধানে বোধকরি হইতে পারেনা, সেই জন্যই তো উভয়কে এক শৃঙ্খলে দাসত্ব পাশে বন্ধন করিয়া শিক্ষা দিতেছেন।

কামকারেণাস্পৃশ্য স্ত্রৈবর্ণিকং শনৃস্পৃ বধ্যঃ। ১০২

বিষ্ণুসংহিতা—৫ম অঃ।

অস্পৃশ্য (শূদ্রচণ্ডাদি) জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে।

"ব্রাহ্মণান্ বাধমানন্ত" কামাদাবর বর্ণজম্।
হন্যাচ্চি ত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈ নৃপঃ॥ ২৪৮

মনু—৯ম অঃ।

শূদ্রবর্ণ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাশিকা কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন।

"যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনংকৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥

মনু সংহিতা।

যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাষিত করিয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য।

"ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।

তপ্তমাসে চয়েৎ তৈলং বক্তে শ্রোত্রেচ পার্থিবঃ ॥" ২৭২

"দর্পিতভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন।" কোন্ শাস্ত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠগণ ইহা পালন করিয়া থাকেন?

এক জাতি দ্বিজাতীংস্তু বা চা দারুণয়া ক্ষিপন্।

জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘণ্য প্রভবোহিসঃ॥

মনু সংহিতা।

এক জাতি (অর্থাৎ শূদ্র সমষ্টিকে একজাতি বলা হইয়াছে) শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি) কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দয়ালদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কারণ উহার জন্ম জঘণ্যস্থান হইতে হইয়াছে।

সৃষ্টিতে চরণ হইতে শূদ্রের উদ্ভব, এই কল্পনা শাস্ত্রে নিহিত হইয়াছে। ইহা,—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে! চরণ জঘণ্য তবে প্রভুরাও চরণের এত মান্য দেখান কেন? চরণেইতো সকলেই ভক্তি ভরে প্রণত হয়, সে-মান্য কি শূদ্রের প্রতি বর্ত্তেনা?

"যেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।

ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্॥" ২৭৯

(মনু—৭ম অঃ)।

অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যদি কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে) প্রহার করে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন, ইহা মনুর অনুশাসন।

"পাণিমুদ্যম্যদণ্ডং বা পাণিচ্ছেদন মর্হতি।

পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদন মর্হতি॥" ২৮০

শূদ্র যদি না ও মারে কেবল শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত কিংবা দণ্ড উত্তোলন করে তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিবেন, আর পদদ্বারা প্রহারোদ্যত হইলে পদচ্ছেদন করিবেন।

"সহাসন মভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্য :—"

২৮১

অপকৃষ্ট অর্থাৎ শূদ্র যদি উৎকৃষ্ট জাতির এ কাসনে বসা দূরে থাকুক—যদি বুঝিতে পারা যায় যে, বসিবার অভিপ্রায় করে, তবে তাহাকে লৌহময় তপ্ত শলাকা দ্বারা কটিদেশে দাগ দিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে (দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে)।

শূদ্রস্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভূবা॥

(মনু ৮ম অঃ ৪২৯ শ্লোক)

পরন্তু শূদ্র ক্রীতই হউক বা অক্রীতই হউক তিনি (অর্থাৎ রাজা) তাহার দ্বারা দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন যে হেতু বিধাতা তাহাকে দাস্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

"ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি ॥৪১৪

মনু ৮ম অধ্যায়।

শূদ্র স্বামী কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয়না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক-অতএব কে তাহা হইতে উহাকে বিমুক্ত করিতে পারে ?

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচাদৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহিসঃ ॥৯

মনু ৮ম অঃ ৪১৭ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ বিস্রদ্ধচিত্তে দাস শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন,—উহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই উহার প্রভুর।" শূদ্রোপাধিক-গণের ধনৈশ্বর্য্য এই বিধান মতে অবশ্য কাড়িয়া লওয়া যায় কিন্তু বর্ত্তমান শাসনে তাহা দস্যুতাপরাধে কঠোর দণ্ডনীয়,—একি পাপ কলিরই দোষ ?

"চৌরঃ শ্বপাক চাণ্ডালা বিপ্রেণাপি হতা যদি,
অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুদ্ধতি ॥

পরাশর সংহিতা।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চোর শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে এক দিবা রাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবেন।

বোধ করি উহাদের হত্যায় ব্রাহ্মণের কোন পাপ নাই, শুধু অশুচি স্পর্শ জনিত অশুদ্ধতা মুক্তি হইবার জন্য অহোরাত্র মাত্র প্রাণায়াম ও উপবাস !

"মার্জ্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডুকমেব বা।
স্বগোধোলূক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাং ব্রতং চরেৎ ॥"

মনু ১০ম অঃ ১৩২ শ্লোক।

জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক ইহাদের একটীকে হত্যা করিলে, শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

"আস্থিমতাস্তু সত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চা নস্য নস্থ্নাস্তু শূদ্র হত্যা ব্রতং চরেৎ ॥১৪২

মনু ১১শ অধ্যায়

কৃকলাস প্রভৃতি অস্থি বিশিষ্ট সহস্র প্রাণি বধে এবং অস্থিহীন এক শকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণি বধে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

এক জনের সামান্য অপরাধে গোষ্ঠিনহ শূদ্রাদি অন্ত্যজদিগকে মারিয়া

ফেলিবার বিধিও শাস্ত্রে আছে। দাস বা শূদ্রের প্রতি শাস্ত্র কর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ আরও যে কত কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়া নীরিহ মানব সন্তানকে নিপীড়ণের বিবিধ পন্থা আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে রাজা ক্ষত্রিয় ও মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ হইলে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় ? শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধ ব্যবসায়, চিকিৎসা, ঔষধ বিক্রয়, লবণ, তৈল বিক্রয় বা মুদীগিরী, মদ্য ব্যবসায়ে বা শূড়ীত্বে, ও চণ্ডালোক্ত বিবিধ কর্ম্মে, গুণে মালবৈদ্য, তেলী, মোদক, শুড়ী, চণ্ডাল ইত্যাদি জাতিতে কি গণ্য হইতে হয় না ? মুখে মুখে শাস্ত্রের দোহাই, ধর্ম্মের দোহাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাতে ঘোর বৈপীরত্য। ঘোর অনার্য্যত্ব, ঘোর শূদ্রত্ব, নিঘৃণ্য ক্রুর চাণ্ডাল্য !

ইহা ছাড়াও সকলই দাস ; সকলই শূদ্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতে-ছেন,—"আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য, ও বৈশ্যের ধনধান্যের সম্ভব, তাহারা কোথায় ? সমাজের যাহারা সর্ব্বাঙ্গ হইয়াও সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে "জঘন্য প্রভবোহিসঃ' বলিয়া অভিহিত তাহাদের কি বৃত্তান্ত ? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি" দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল,—ভারতের সেই চলমান শ্মশান, ভারতের "দেশের ভার বাহী পশু" সে শূদ্র জাতির কি গতি ? এদেশের কথা কি বলিব ? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক, ভারতের ব্রাহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে,-ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্ত্তী ইংরেজের, বৈশ্যত্ব ও ইংরেজের অস্থি মজ্জায়, ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব,—কেবল শূদ্রত্ব ! দুর্ভেদ্য তামসা-বরণ এক্ষণ সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক্ষণ চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই ; আছে প্রবল ঈর্ষা,—স্বজাতির বিদ্বেষ (স্বধর্ম্মী পীড়ন),

আছে দুর্ব্বলের যেন তেন প্রকারেণ সর্ব্বনাশ সাধনের একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে! এক্ষণ তৃপ্তি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থ সাধনে, জ্ঞান অনিত্য বস্তু সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম্ম পরের দাসত্বে, (ধর্ম্ম অবিচারে ও ব্যভিচারে), সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মীত্ব কটুভাষণে (সৎপথবর্ত্তীদের নিন্দায়), ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যুদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘণ্য অশ্লীলতা বিকীরণে;—শূদ্র পূর্ণ দেশে শূদ্রের কা কথা!"

নমো ব্রহ্ম জাতির ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ এবং পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা।

স্বভাবের সরলোপাসক বৈদিক আর্য কৃষক এই নমস্ত কুল যে অন্ত্যজ হীন শূদ্র চণ্ডালাদি নহে,—ইঁহারা যে ব্রাহ্মণ পিতামাতারই গোত্র-প্রবর যুক্ত ব্রাহ্মণ সন্তান তাহা বঙ্গের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত-মণ্ডলী ব্যবস্থা পত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন:—

"অস্মদ্দেশ নিবাসিনাং নমঃশূদ্র খ্যাতি ভাগিনং ন চাণ্ডাল জাতিত্বং মন্বাদ্যুক্তং চাণ্ডাল লক্ষণাক্রান্ত ত্বাৎ এতৎকাল সম্ভব্য চাণ্ডাল বিরুদ্ধ লক্ষণ ধর্ম্মক্রিয়াচরিত ত্বাচ্চ চাণ্ডাল লক্ষণন্তু চণ্ডাল শ্বপচানান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্ব গর্দ্দভং বাসাংসি মৃত চেলানি ভিন্ন ভাণ্ডেষু ভোজনং কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারং পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ ইত্যাদি কিন্তু চণ্ডালাদ্যপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠ বৈদেহাদি জাতিত্বমিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।"

অর্থাৎ এই দেশবাসী নমঃশূদ্রগণ চণ্ডাল জাতি নহেন। মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে চণ্ডাল জাতির যে সকল লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মক্রিয়া বর্ণিত; নমঃশূদ্রদের মধ্যে সেই সকল লক্ষণ ধর্ম্মক্রিয়া ও ব্যবহারাদি দৃষ্ট হয় না। চণ্ডালের লক্ষণ এই,—চণ্ডাল ও শ্বপচ গ্রামের বাহিরে বাস করিবে। উহারা জলপাত্র রহিত হইয়া ভগ্নপাত্রে ভোজন করিবে। কুকুর ও গাধাই ইহাদের ধন, মৃতের বস্ত্রই ইহাদের পরিধেয়। ইহারা কৃষ্ণবর্ণের লৌহ অলঙ্কার পরিধান করিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিবে ইত্যাদি। নমঃশূদ্রগণ চণ্ডালাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈদেহাদি জাতি হইবে, ইহাই পণ্ডিতগণের পরামর্শ।”

নমস্ত কুলকে যদিও “বৈদেহ ইত্যাদি” বলা ভুল,—তথাপি চণ্ডাল জাতি যে নহে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

কোটালীপাড়া নিবাসিনাম্ শিরোরত্নোপাধিক শ্রীশশিকুমার শর্ম্মনাম্।
" " বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীমহিমচন্দ্র শর্ম্মনাম্।
" " তর্কপঞ্চাননোপাধিক শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্ম্মনাম্।
" " বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীদ্বারিকানাথ শর্ম্মনাম্।
ডুলাইর ডাঙ্গা নিবাসিনাম্ ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মনাম্।
নয়াকান্দি নিবাসিনাম্ তর্কচূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীজানকীনাথ শর্ম্মনাম্।
পাংসা নিবাসিনাম্ তর্করত্নোপাধিক শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্ম্মনাম্।
কুমারখালী নিবাসিনাম্ তর্কবাগীশোপাধিক শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মনাম্।
নড়াইল নিবাসিনাম্ তর্কসিদ্ধান্তোপাধিক শ্রীপার্ব্বতীনাথ শর্ম্মনাম্।
" " স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মনাম্।
" " বেদান্তরত্নোপাধিক শ্রীকৃষ্ণদাস শর্ম্মনাম্।
চাঁদসী নিবাসিনাম্ ন্যায়ভূষণোপাধিক শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মনাম্।

কিন্তু বৈদেহ বা সূতাদি অন্ত্যজ সঙ্কর বর্ণ সমূহও উক্ত সঙ্কর বর্ণ চণ্ডালাদির ন্যায় সংখ্যায় অতি অল্প, অতএব এই বিরাট সংখ্যক জাতির সহ সেই অন্ত্যজ সঙ্করাদি বর্ণের কিছুতেই খাপ খায় না। বিশেষতঃ অশৌচ বিধিও বৈদেহাদি জাতির শূদ্রবৎ একমাস এবং ব্যবসায়ও বিভিন্ন। যথা—

"সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসকঃ।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মগধানাং বনিকপথঃ॥

অর্থাৎ সূত জাতির অশ্ব-সারথ্য, অম্বষ্ঠের চিকিৎসা, বৈদেহ জাতির অন্তঃপুর রক্ষা এবং মগধ জাতির স্থলপথে বাণিজ্য করাই ব্যবসায়। নমো ব্রহ্মগণের কেহ কেহ নিজদিগকে "নমঃসূত" বলিয়া যে পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহার অর্থ নমস্য সূত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র। কদাপি সূত নামক সঙ্কর বর্ণ পরিজ্ঞাপক নহে।

অপর পক্ষীয় কতিপয় পণ্ডিতগণ সূত বা বৈদেহ ইত্যাদি অন্ত্যজ সঙ্কর বর্ণ সহ নমঃশূদ্রদের সাদৃশ্য নাই বলিয়া কুদরাখ্য ব্রাহ্মণ লক্ষণাক্রান্ত জাতির সহ একস্থানে নিম্নোদ্ধৃত স্বাক্ষর যুক্ত পাতি দিয়াছেন। যথা—

"নমঃশূদ্র পদবাচ্য কুদর জাতি বিশেষ এব নতু চণ্ডালঃ ক্রিয়া ভেদাৎ। প্রথমতো ব্রাহ্মণ্যাঋষিপুত্রেণ কুৎসিতঃ সন্ন্ দরে জাতঃ কুদর ইতি .সংজ্ঞা পশ্চাৎ নমঃশূদ্র ইতি ব্যবহারিকী সংজ্ঞা, যথা অম্বষ্ঠস্য বৈদ্যত্বং কুম্ভকারস্য ঘটকর্পরত্বমিতি।

নমঃ শূদ্র শব্দস্য যোগার্থস্তু নমঃ ঋতু দোষজ পাতিত্যেন শূদ্র দ্বিজাতিঃ সংস্কার হীনঃ শূদ্র পদ সমভিব্যাহৃত ন নমঃ শব্দস্য ত্যাগার্থত্বাৎ। যদ্বা নমঃ শূদ্র ইতি পদং লিপ্ত বা সিতাদিবৎ আদৌ নমস্যাজ্জাতঃ পশ্চাৎ ঋতু দোষতঃ পাতিত্যেন বৈদিক ক্রিয়া নষ্টত্বাৎ শূদ্র ইতি সিদ্ধং। নহি নমস্যা গর্ব্ভে শূদ্রাজ্জাত স্তেন নমঃ শূদ্রস্য চণ্ডালত্বং বক্তুং শক্যতে। বিপ্রতুল্যা শৌচ ভাগিত্বাৎ মনুক্ত চণ্ডালস্য প্রতিপাদক ক্রুর কর্ম্মাদি

রাহিত্যাৎ তথা কেষাঞ্চিৎ পক্কান্ন দিনা শ্রাদ্ধ কর্তৃত্ব দর্শনাচ্চ *। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং নমঃ শূদ্রাণাং কাশ্যপ গোত্রত্বাৎ কাশ্যপ বংশজ ঋষি পুত্রোদ্ভবং নমঃশূদ্র ইতি। এবমেতেষাং বিলোম জাতত্বা ভাবাদপিন অন্ত্যজত্বং যথোক্তং পরাশরঃ পদ্ধতৌ সর্ব্বে সঙ্করজাঃ শূদ্রা অন্ত্যজাশ্চ বিলোম জা ইতি। পরন্তু কোটক সংসর্গাৎ অধম কৈবর্ত্তাদিবদধমত্বং দ্রষ্টব্যং অত এতেষাং ক্ষৌরাদি ক্রিয়া নাপিতাদি ভিরপি কর্ত্তব্যেতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

অত্র প্রমাণং ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে সূতসৌনক সংবাদ জাতি নির্ণয়েচ।

ব্রাহ্মণ্যাঋষি পুত্রেণ ঋতোঃ প্রথম বাসরে।
কুৎসিত শ্চোদরে জাতঃ কূদরস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥
তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিত ঋতু দোষতঃ।
সদ্য কোটক সংসর্গাদধমো জগতী তলে।

কোটকস্তু কুম্ভকার যোষিতি অট্টালিকা কারাজ্জাতঃ গৃহকার এব তত্রৈব যথা।

অট্টালিকা কার বীর্য্যাৎ কুম্ভকারস্য যোষিতি।
বভুব কোটকঃ সদ্যঃপতিতো গৃহকারকঃ॥

মর্ম্মার্থ,—নমঃশূদ্র পদে কথনীয় যে জাতি আছে তাহা কূদর নামক

---

* "পক্কান্ন নৈব কার্য্যপি সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ।"
শ্রাদ্ধ তত্ত্ব বিবেক বৃহস্পতি বাচন।

দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রহ্মাণাদি জাতি ভিন্ন শূদ্র চণ্ডালাদি অপর কোন জাতির পক্কান্ন দ্বারা পিণ্ড দিবার অধিকার নাই। বৌদ্ধ প্লাবন হেতু বা অন্য কারণে নমস্য জাতির শ্রেণী বিশেষের উক্ত পদ্ধতি লোপ পাইলেও এতদ্দেশীয় রায় মজুমদার শ্রেণীর নমোব্রহ্মদের উক্ত প্রথা চিরদিন প্রচলিত আছে, কদাচও লোপ প্রাপ্ত হয় নাই।

বিশেষ জাতি নিশ্চয়। চণ্ডালের ক্রিয়া হইতে ইহাদের ক্রিয়া পৃথক হেতু ইহারা চণ্ডাল জাতি নহে। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ঋষির ঔরসে জন্ম হইয়া প্রথমে কুৎসিৎ উদরে জন্ম হেতু ইহাদের কূদর নাম হয়, পরে ব্যবহারিকী সংজ্ঞা নমঃশূদ্র হয়। যেমন অম্বষ্ঠের বৈদ্য, ঘটকর্পরের কুম্ভকার ব্যবহারিকী গত নাম বিদ্যমান আছে, সেইরূপ কূদরের ব্যবহারিকী নাম নমঃশূদ্র বলিয়া বিখ্যাত আছে। নমঃশূদ্র এই শব্দের যৌগিক অর্থে এই বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণই ঋতু দোষে পতিত ও সংস্কার হীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু শূদ্র পদ সঙ্গে থাকায় নমঃ এই শব্দের অর্থ ত্যাগ বুঝা যাইতেছে। অথবা প্রথমে নমস্ত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপত্তি হেতু নমঃ পশ্চাৎ ঋতু দোষে পতিত হেতু বৈদিক ক্রিয়ার (উপনয়নাদির) অযোগ্যতা হেতু শূদ্র, এইরূপ নমঃশূদ্র পদ সিদ্ধ হইয়াছে। নমঃশূদ্রকে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত চণ্ডাল জাতি বলিবার সাধ্য নাই। যে হেতু ইহাদের ব্রাহ্মণ বৎ অশৌচ ও মনুসংহিতাদিতে চণ্ডালের যে ইতর ক্রিয়াদি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অভাব। অপিচ তাহাদিগের অর্থাৎ কোন নমঃশূদ্র শ্রেণীর মধ্যে পক্কান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধকরণ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল কারণে এবং সকল নমঃশূদ্র দিগের একই কাশ্যপ গোত্রত্বহেতু কাশ্যপের বংশজাত ঋষিপুত্রই নমঃশূদ্র। ইহারা বিলোমজাতি না হওয়ায় অন্ত্যজও নহে। যে হেতু পরাশর পদ্ধতিতে উক্ত আছে যে, বিলোমজাত সঙ্কর শূদ্রই অন্ত্যজ কিন্তু ইহারা কোটক অর্থাৎ গৃহ নির্ম্মাণকারী জাতি বিশেষের সংসর্গহেতু (ঘরামী ব্যবসায় শিক্ষায়) কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির ন্যায় অধমভাবে দৃষ্ট হয়। অতএব ইহাদের ক্ষৌরাদি ক্রিয়া নাপিত প্রভৃতির দ্বারা করণীয়, ইহাই পণ্ডিতগণের পরামর্শ। ইহার প্রমাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সূত-সৌনক সংবাদে জাতি নির্ণয়ে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ঋতুর প্রথম দিবসে একপুত্র জন্মে। কুৎসিত উদরে জন্মহেতু তাহার নাম

কুদর হয়। সেইজন্য তাহার অশৌচ ব্রাহ্মণতুল্য। ঋতুর দোষে পতিত বলিয়াই কোটক সংসর্গ হেতু জগতে অধম হইয়া বাস করিতেছে। সেই ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে সেই খানেই লিখিত আছে যে, অট্টালিকাকারের ঔরসে কুম্ভকার স্ত্রীর গর্ভে কোটক নামক পতিত গৃহকারক জাতির সৃষ্টি উৎপন্ন হয়।"

পণ্ডিতগণের স্বাক্ষর—যথা—

শান্তিপুর নিবাসিনাম্	তর্ক রত্নোপাধিক	শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শর্ম্মনাম্।
কলাগড়িয়া ,,	কাব্যতীর্থোপাধিক	শ্রীউমা শঙ্কর শর্ম্মনাম্।
বরাকৈর ,,	ন্যায় বাগীশোপাধিক	শ্রীহরনাথ শর্ম্মনাম্।
বিন্নাফৈর ,,	বাচস্পত্যুপাধিক	শ্রীজানকীনাথ শর্ম্মনাম্।
মথুরা ভারঙ্গ ,,	বিদ্যাভূষণোপাধিক	শ্রীচন্দ্র শেখর শর্ম্মনাম্।
আলিশাকান্দা ,,	স্মৃতিতীর্থোপাধিক	শ্রীজগবন্ধু শর্ম্মনাম্।
দেউলি ,,	বিদ্যাভূষণোপাধিক	শ্রীনবকিশোর শর্ম্মনাম্।
কুষ্টিয়া ,,	স্মৃতি তীর্থোপাধিক	শ্রীশিবচরণ শর্ম্মনাম্।
হাটাইল ,,	শিরোমণ্যুপাধিক	শ্রীগঙ্গানন্দ শর্ম্মনাম্।
মামুদনগর ,,	বিদ্যারত্নোপাধিক	শ্রীব্রহ্মানন্দ শর্ম্মনাম্।

অন্যচ—

নমঃশূদ্রাখ্য জাতি বিশেষাণাং মন্বাদ্যুক্ত চণ্ডাল লক্ষণাক্রান্তত্বাদ্দশ রাত্রাশৌচ ভাগিত্বচ্চ কুদর নামক জাতি বিশেষ ত্বেন প্রতীতি র্না ত্বাদশ সঙ্গতেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অর্থাৎ মনুসংহিতাদি শাস্ত্রে চণ্ডাল জাতির যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, নমঃশূদ্র নামক জাতি বিশেষের তাহা না থাকাতে এবং তাহারা দশ রাত্রি অশৌচ ভাগী হওয়াতে কুদর জাতি বিশেষ বলিয়া বোধ করা অসঙ্গত নয়। ইহাই পণ্ডিতগণের পরামর্শ।

হালালিয়া নিবাসিনাম্ তর্করত্নোপাধিক শ্রীকার্ত্তিকশঙ্কর শর্ম্মনাম্।
দেউলী ,, বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মনাম্।
দাইন্যা ,, বিদ্যরত্নোপাধিক শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মনাম্।
মথুরানগর বাড়ী ,, সাংখ্যরত্নোপাধিক শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মনাম্।
আবাসপুর ,, ন্যায় রত্নোপাধিক শ্রীকৃষ্ণসুন্দর শর্ম্মনাম্।
চৌবাড়িয়া ,, কাব্যরত্নোপাধিকানাম্ শ্রীব্রজগোপাল শর্ম্মনাম্।
আড়রা কুমেদ ,, শাস্ত্রাধ্যায়ীনাম্
চক্রবর্ত্ত্যুপাধিকানাম্ গোস্বাম্যুপাধিকানাম্
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্মনাম্।
পাথরাইল ,, শাস্ত্রাধ্যায়িনাম্ শ্রীজগচ্চন্দ্র শর্ম্মনাম্।
শাস্ত্রাধ্যায়িনাম্ শ্রীশিবনাথ শর্ম্মনাম্।

ঐ সকল বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মতে নমোব্রহ্ম জাতি যে চণ্ডাল নামক মন্বাদি শাস্ত্রোকারোক্ত কোন সঙ্কর বর্ণ কিংবা অন্ত্যজ শূদ্রাদি বর্ণও নহে, বরঞ্চ ব্রাহ্মণ জাতিই যে নিশ্চয় তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। পণ্ডিতগণ আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারশীল হইয়া দেখিলে, পূর্ববৈদিক আদি ব্রাহ্মণ জাতিই যে ব্রাত্য বা বৌদ্ধত্ব সংশ্রবে উপনয়নাদি সংস্কার হীন হইয়া বর্ত্তমান,'নব শূদ্র' 'নমঃ শূদ্র' বা 'নমোব্রহ্ম' জাতিতে লাভ করিয়াছে, তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে পারিতেন। কিংবা আর্য্য নৃপতি নব সোত্রনরের বংশধর বলিয়াও উক্ত সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে।

নমো ব্রহ্ম জাতির পারশব ব্রাহ্মণত্বের কথা।

কেহ কেহ নমস্ত জাতিকে পারশব ব্রাহ্মণ মনে করেন। পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজে অসবর্ণ অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ বিধি প্রচলিত ছিল *। মনাত্মা মনুও সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"পাণি গ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণা স্বপ দিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞায়ো বিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি॥ ৪৩
শরঃক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদোবৈশ্য কন্যয়া।
বসনাস্থ দশা গ্রাহ্য শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে॥ ৪৪
(মনু ৩য় অধ্যায়)।

শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণি সংস্কারের বিধি আছে। অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহকালে পাণি গ্রহণের পরিবর্ত্তে বক্ষ্যমান বিধিই প্রসস্থ। ***শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশ সমুহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হইয়া উচ্চবংশত্ব প্রাপ্ত হইত।

"ব্রাহ্মণাদ বৈশ্যকণ্যায়ং-অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ স পারশব উচ্যতে॥"
(মনু ৩য় অধ্যায়)

পারশব জাতির উদ্ভব।

অর্থাৎ পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তানকে নিষাদ বলে। ইহারাই পারশব নামে উক্ত হয়।

---

* উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নিম্ন বর্ণচয়ের কন্যা অনুলোম ও নিম্নবর্ণ পুরুষের উচ্চ জাতীয় কন্যায় প্রতিলোম বিবাহ নামে উক্ত।

মতান্তর—

গরুড় পুরাণ মতে বেনু রাজার শরীর হইতে নিষাদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে।

নিষাদ জাতি তিন প্রকার।

১ম। নিষাদ শব্দে ব্যাধ।

২য়। মৎস্যজীবী বিশেষ।

৩য়। ব্রহ্ম তেজোপূর্ণ পারশব ব্রাহ্মণ জাতি।

উপরোক্ত দুই প্রকার নিষাদ জাতির অশৌচ শূদ্রাদি অন্ত্যজ বর্ণের ন্যায় একমাস ও পঞ্চদশ দিবস। কিন্তু পারশব ব্রাহ্মণ নামক জাতির অশৌচ দশরাত্রি।

অনেকের মতে নমো ব্রহ্ম জাতি পারশব ব্রাহ্মণ।

উক্ত দশরাত্রি অশৌচ ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম্মের বিধান ব্রাহ্মণ তুল্য বিধায় অনেকের সিদ্ধান্ত নমোব্রহ্মগণ পারশব দ্বিজ। পণ্ডিত ৺ দ্বারকানাথ মণ্ডল কবিরত্ন তাঁহার "নমঃশূদ্র জাতি কথা" নামক পুস্তিকায় নমোব্রহ্মগণকে এই পারশব ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতো পারশবো মতঃ।

(উশান সংহিতা)

সমুদ্র কুক্ষাবে কান্তে নিষাদালয় মুত্তমং ইত্যাদি

(মহাভারত আদি পর্ব্ব)

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাস্ত্রীতে নিষাদসন্তানের পারশব ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়জ্জাত মেবন্তু বিদ্যা দ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥

(মনুসংহিতা ১০ম অঃ ৬৪।৬৫ শ্লোক)।

অর্থাৎ স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভবা পারশব নাম্নীকন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশবাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষতা জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।

পারশব ব্রাহ্মণদের সংখ্যাবিস্তৃতি ও বঙ্গে আগমন

এই পারশব ব্রাহ্মণগণ কিরূপে বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া নমঃশূদ্র আখ্যা ধারণ করেন "নমঃশূদ্র জাতিকথা" প্রণেতা তাহা বর্ণনা করিতেছেন—

"শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন আণিতা দ্বিজপুঙ্গবা।
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বভূবহ॥
সচারাজ্ঞা নিযুক্ত বৈ দেবতা পূজকে ভবেৎ।
দেববীজাৎ সধর্ম্মাত্মা দেবলত্ব মুপাগতঃ॥"

পরশু রাম সংহিতা।

বিণতানন্দন পক্ষীরাজ গরুড়সহ অনেক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আসিয়া জম্বুদ্বীপে বসতি স্থাপন করিলেন। জম্বুদ্বীপের রাজা এতদ্দর্শনে পরম

পুলকিত হইয়া তাহাঁদিগকে স্থান দিলেন। দিনের পর দিনে দিনে তাহাঁদিগের বংশ বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। রাজার আজ্ঞায় তাহাঁরা দেবপূজকের কার্য্যাদি লাভ করিল এবং তদ্ধেতু দেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বিখ্যাত দেবল ব্রাহ্মণগণ বংশবৃদ্ধি সহকারে মান্দ্রাজ ও গৌড় দেশে বসতি স্থাপন করেন। যথা—

শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎজাতঃ পারশবামতঃ।
মদ্রকাদীন্ মাশ্রিত্য জীবেষুঃ পূজকস্মৃতা ॥

(উশন)

এখনও দেবলগণ গৌড় ও মান্দ্রাজের পূজক ব্রাহ্মণ হইয়া বাস করিতেছেন। কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্লাবিত বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধিত হইয়া জাতি পরম্পরার বিপর্য্যয় গঠন হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, "জাতি কথা" প্রণেতাও সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া বলিতেছেন, বৌদ্ধ বিদ্বেষী হিন্দুরাজ্য সংস্থাপক আদিশূরের অন্তর্ধানে রাজা বল্লাল সেনের সময়ে এদেশে জাতি গঠনের অনেক উলট-পালট দশা ঘটিয়া উঠে। পূর্ব্ব কথিত সেই বল্লাল-প্রেয়সী ডোমকন্যা ভৈমীএকাদশী ব্রত মানস করেন; তাহাতে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সহ দেবল ব্রাহ্মণদিগকেও নিমন্ত্রণ করেন। দেবল ব্রাহ্মণগণ ডোমকন্যা পদ্মিনীকে সম্ভবতঃ বেশ্যা স্থানীয়া মনে করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে পূর্ব্ব হইতেই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ-দিগের সহও ঐরূপ নানা কারণে দেবলগণের মতান্তর ঘটিয়া আসিতে-ছিল। এক্ষণ সেই সুযোগে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের চক্রান্তে আত্মগর্ব্বে আঘাত প্রাপ্ত রাজা বল্লাল সেন ক্রোধান্ধ হইয়া দেবল ব্রাহ্মণ-গণের উপবীত কাড়িয়া লইলেন এবং "হীন" "অস্পৃশ্য" পর্য্যায়ে চণ্ডালাদি অপভাষা প্রয়োগে ফেলিয়াছিলেন। সেই হইতে দেবলব্রাহ্মণগণ

নমঃশূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। * এই ঐতিহাসিক তত্ত্বটী যে অনেকাংশে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সেন রাজা বল্লালের এবং কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের সহিত এতদ্দেশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মান্তরিত ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা মতান্তর ঘটিত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, আর এই বিরাট বঙ্গে যে, বিস্তৃত ব্রাহ্মণবংশ পূর্ব্বে না ছিল এমনও নহে, তাহারা শুধু দু'চার জন ছিলেন না। তাঁহারা সংখ্যায় কম হইলে আর্য্যদিগকে তাড়াইয়া কখনও এতদ্দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিতেন না। এখন তাহারা কোথায় গেলেন? এ প্রশ্ন কি কাহারও মনে উদিত হয় না? তাঁহারা যে এই নমো ব্রহ্ম বংশ তাহা সহজেই প্রতীত হয়।

কেননা জানিত তারা বেশ্যা সে পদ্মিনী;
কিরূপেতে বেশ্যালয়ে খাব জল পানি।
বেশ্যালয়ে খেলে পরে জাতি নাশ হবে;
তবু ভাল রাজা নয় পরাণে মারিবে।
রাজ-নিমন্ত্রণ তারা করে অস্বীকার;
শুনিয়া বল্লাল হ'লে ক্রোধিত অন্তর।
কর্ম্মচারীগণে ডাকি আর কণৌজ ব্রাহ্মণ;
ডাকিয়া দেবল দ্বিজে করে অপমাণ।
ছলে বলে দেবলের পৈতা কাড়ি নিল;
ব্রাহ্মণ সমাজ হতে তাড়াইয়া দিল।
ব্রাহ্মণ সমাজে ত্যাজ্য হইল যখন;

---

* শাকদ্বীপী দেবল ব্রাহ্মণগণ যত;
নিমন্ত্রণ বার্ত্তা পেয়ে হ'ল মর্ম্মাহত।
নমঃশূদ্র বলি রাজা করিল প্রচার;
ঘৃণ্য হ'ল দেবলেরা আজ্ঞায় আমার।"

ত্যাজ্য অর্থে নমঃ আখ্যা পাইল তখন।
পৈতাহীন হ'য়ে রবে শূদ্রের মতন।
দুই শব্দে নমঃশূদ্র পদের সৃজন।

দেবলেরা অভিশাপ দিলেন,—

ব্রহ্মতেজ আমাদের শরীরে থাকিলে;
জানিও রাজন্! মোদের অভিশাপ ফলে
কালে কালে তব রাজ্য লভিবে যবন
অভিশাপ দিয়ে তাঁরা সজল নয়ন।”

(নমঃশূদ্র-জাতিকথা)।

নমোব্রহ্ম জাতির অস্থিমজ্জাগত কাশ্যপাদি গোত্র-প্রবর—সে কথার জ্বাজ্জল্যমান—সাক্ষ্যদান করিতেছে। তবে একটী কথা,—যদি পারশব দ্বিজের সম্বন্ধে এই কথা হইতে পারে, তবে মূল আদি বৈদিক কৃষক শ্রেণীর কাশ্যপাদি গোত্র-প্রবরোক্ত ব্রাহ্মণ বংশীয়দের প্রতিও কি তাহা হইতে পারে না? হইয়াছিলও তাহাই। বঙ্গদেশে বৌদ্ধ-সংশ্রবে পতিত বলিয়া এদের প্রতি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণেরা অনেক বিষ উদ্গীরণ করিতেন এবং দেবলগণও খামখেয়ালী রাজা বল্লালের স্বেচ্ছাচারিতার ভাট বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। রাজা বল্লাল আপনার প্রাণাধিকা মনোমোহিনী নীল-নলিনী-নয়না ভুবনোজ্জ্বলা স্বর্ণ-প্রতিমা পদ্মিনীর পাকস্পর্শ ব্যাপারে বঙ্গদেশীয় মূল বৈদিক আর্য্য ব্রাহ্মণগণের অনভিমত হেতু উহা না করিবেন এরূপ বোধ হয় না।

পদ্মমুখী পদ্মালয়া সদৃশী সুন্দরী।
রূপ গরবিনী ধনী অতি কৃশোদরী॥
নীল নলিনীর দল তুল্য দুনয়ন।
হাব ভাব বেশ ভূষা মুগ্ধজনগণ॥

প্রফুল্ল পদ্মের সম নবীন যৌবন
পদ্মিনী সুন্দরী নাম্নী রসিক রঞ্জন ॥
বল্লাল হেরিয়া তারে সকল ভুলিল।
উপপত্নী করি তারে নিকটে রাখিল ॥

* * * * *

পদ্মিনীর মনোমত করে যত কাজ ;
পাত্রমিত্র মন্ত্রীগণে দিয়া যত লাজ ॥
কারো করে জাতি নাশ করিয়া অন্যায়।
নীচ জাতি হয়ে কেহ উচ্চ আখ্যা পায় ॥

—"জাতি-কথা"

মোট কথা কাশ্যপাদি বিরাট বংশধর ব্রাহ্মণ সন্তানগণই এই নমোব্রহ্মগণ সেই রাজাজ্ঞায় হীন সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। দেবলগণও যখন কাশ্যপাদি মূল গোত্র প্রবর যুক্ত ব্রাহ্মণগণের এক পর্য্যায়ে উন্নীত, তখন সামঞ্জস্য লইয়া আর গোল থাকিতে পারে না। যখন গোত্র প্রবর মূল বৈদিক ব্রাহ্মণবৎ ও সংখ্যায় বিরাট,—তখন নমোব্রহ্ম জাতি যে, পৌরাণিক পারশবাদি ব্রাহ্মণ এ কথাও সন্দেহযুক্ত,—কেননা মূল ব্রাহ্মণ জাতি না হইলে ইঁহারা বংশে এত বড় হইতে পারিতেন না—অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইলেও সেই কথা। তবে পারশব ব্রাহ্মণগণ কালে উৎকর্ষতা গুণে যখন মূল ব্রাহ্মণগণ সহ মিশিয়া গিয়াছেন, তখন সবই তো এক হইয়াছিল। তাঁহাদের পৃথক কল্পনা কেন ?

শাস্ত্রানুসারেও ধারাবাহিক সপ্তম জন্মপর পারশব সন্তানগণ ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইয়া মূল ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিলীন হইয়া যাইবারই কথা। আর সে দিনকার সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ ও যখন "অস্পৃশ্য" "হীনসম্ভব" হইয়াও তদ্রূপ উচ্চঃশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সহ এক পর্য্যায়ে মিশিয়া যাইতে পারিয়া-

ছেন, তখন শাস্ত্রোক্ত বিধানযুক্ত পারশবগণ পূর্ব্বযুগে অবশ্য মিশিয়া থাকিবেন। বৌদ্ধ যুগান্তে বঙ্গের জাতিপর্য্যায়ের উলট পালট বিধানে তো কতই কি না হইয়াছে। পারশব দ্বিজ কি কাশ্যপাদি গোত্র প্রবর যুক্ত? অনুসন্ধিৎসু চিন্তাশীলগণের তাহা বিবেচনার বিষয়। বৈদিক যে মূল ব্রাহ্মণগণ আপনার দেশ হিতার্থে সমাজ রক্ষাকল্পে বা জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কেহ বেদ মন্ত্র ধারক ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিতে পরিণত, তাঁহাদের আদি যে শ্রেণী কৃষিকর্ম্মাদিতে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় অবশ্য অধিক। এখনও দেশের অন্যান্য ব্যবসায়ীর চেয়ে কৃষি ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক এবং নিরক্ষরতাও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে অধিক,—তাহাদের মধ্যে মসিজীবী খুব কম। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও কৃষক সংখ্যা বেশী ছিল। আর কাশ্যপাদি বংশধরগণও ভুবন জোড়া,—এখন তাঁহারা কি লোপ পাইয়া গিয়াছেন? বা ঐ জন কতক বেদ মন্ত্র ধারক ব্রাহ্মণগণ লইয়াই সেই মূল বিরাটবংশের অস্তিত্ব, এ কথা যুক্তি সমীচীন বোধ হয় না। বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ নেত্রে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়, এই বিরাট সংখ্যক নমোব্রহ্মগণই সেই বিরাট আর্য্য কাশ্যপাদি গোত্র প্রবর ধর ব্রাহ্মণ সন্তানগণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈদিককৃষক শ্রেণী আপনাদের সগোত্রীয় অপর শ্রেণীর উপর বেদ রক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার ভার দিয়া নিজেরা গো রক্ষা ও কৃষি কর্ম্মাদিতে রত থাকায় এত নিরক্ষর ও আত্ম-ইতিবৃত্তের সংশ্রব শূন্য,—তবুও আপনাদের পূর্ব্ব পরিচয় পিতৃ পুরুষাদির ব্রাহ্মণাদিবৎ গোত্র প্রবর কিয়দংশ ও বিস্মৃত হন নাই। আবহমান কালের উদাসীনতা এবং সরলতা বশে তাঁহাদের অপর শ্রেণী এবং অন্যান্য অসূয়া পরবশ দিগের দারুণ বিদ্বেষ ও নানাবিধ অত্যাচার কিছুতেই তাহাদের মূল সংস্কার যুক্ত ব্রাহ্মণাদি গোত্র প্রবররূপ মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে পারে নাই। যদি ইঁহারা অন্ত্যজ শূদ্র কি

চণ্ডালাদি কোন বর্ণশঙ্কর হইতেন, তবে এক দিকে যেমন সংখ্যায় অল্প ও শক্তিতে হীন হইতেন, তেমন সংখ্যাধিক্য ঘোর বৈরী প্রবল পক্ষের ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চালিত রাজাজ্ঞায় ইহাদের "শরীর ভেদ-জিহ্বাচ্ছেদাদি" বহুবিধ দয়াল দণ্ডে অতি প্রাচীনেই সবংশে নির্ম্মূল হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

সেন্সাস্ রিপোর্টে নমোব্রহ্ম জাতির উপাধি ও ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ভ্রান্তসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপত্তিজনক আলোচনা।

নমোব্রহ্মজাতি আদিম বৈদিক আর্য্য কৃষক এবং কৃষিকর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি প্রভৃতিই ব্রাহ্মণ জাতির জীবীকা নির্ব্বাহার্থে আপৎকালীন বৃত্তি ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্দেশবাসী শ্রেণী বিশেষ বিদ্বেষ প্রধূমিত হইয়া এই বিশুদ্ধ জাতির প্রতি অনেক অবান্তর বাক্য প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন; অতএব বিদেশবাসী গবর্ণমেণ্টও তাহাঁদের দেখাদেখি বা কথামত অনেক ভ্রান্তিজনক মতের পরিচয় দিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেন্সাস্ রিপোর্টে জাতিবিষয়ে যে চণ্ডালাদি উপপদ জনক উল্লিখিত ভ্রমের নিরশন করিয়া গত রিপোর্টে ইহাদের ব্রাহ্মণত্বের দাবী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তবুও উপাধি ও ব্যবসায়গত আপত্তিজনক কথার বিশেষ সংশোধন আবশ্যক। ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টের ২য় খণ্ডের ১৬শ টেবলে নমোব্রহ্ম

জাতির বংশপরম্পরাবৃত্তি (Traditional occupation) নৌ ও মৎস্যজীবী (Boatmen and Fishermen) বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই রিপোর্টের প্রথমখণ্ডে ১৯০৯০০০ উনিশ লক্ষ নয় সহস্র নমোব্রহ্মকে কৃষি ব্যবসায়ী বলিয়া কথিত হইয়াছে (p. subsidiary Table I) গত সেন্সাসে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নমোব্রহ্ম জাতির জনসংখ্যা ১৯১৩৩৪৩; সুতরাং দেখা যায় প্রায় সমুদয় নমোব্রহ্মই কৃষি ব্যবসায়ী; কেবলমাত্র ৪০০ চারি হাজার মাত্র অন্যান্য নানা ব্যবসায়ী। কিন্তু প্রথম খণ্ডের ৫৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"Special statistics of the castes engaged in fishing in the Presidency and Burdwan Divisions show that half are Bagdis, and one-eight are Malo, who only slightly outnumber the Jalia-kaibartas, of other castes the most strongly represented are the Tiyors, Rajbangshis and Namasudras."

অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের মৎস্যজীবীগণের মধ্যে অর্দ্ধেক বাগ্দী, এক অষ্টমাংস মালো, ইহা অপেক্ষা কিছু অল্প জেলীয়া কৈবর্ত্ত এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে তিয়র, রাজবংশী ও নমঃশূদ্র।

কোন কোন জাতি বিদ্বেষ পরতন্ত্র এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদের প্রদত্ত অপ্রকৃত সংবাদ বলে উক্ত সেন্স'স্‌গুলির জাতি সম্বন্ধীয় আলোচনায় ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হয়,—গত ১৯১১ সালের সেন্সাস্‌ বিবরণীর কর্ত্তা মিঃ ওমালী একথা একরূপ স্বীকারও করিয়াছেন,—"The list of castes hereby summarizes the reports received and must be accepted with reserve. The utmost care has been taken to place the castes under the different

categories only, when there was a general concensus of opinion about them,—and to reject views that were magnifestly based on misconception; but in other cases I was not in a position to judge of the correctness or incorrectness of the reports received, and errors may have been made." The census report for 1911; p. 233; para 520.

এই সকল আলোচনা করিয়া ১৩২৭ সালের নমঃশূদ্র হিতৈষীর ৪র্থ বর্ষের ৫ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমার পরিচিত নমঃশূদ্রাধ্যুষিত কোন স্থানে এরূপ জীবীকা কোন নমঃশূদ্রকে অবলম্বন করিতে দেখি নাই।" বস্তুতঃ অনেকের পক্ষেই ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রায় বিংশতি লক্ষ নমোব্রহ্মের মধ্যে ৪০০০ চারি হাজার লোক অন্যান্য ব্যবসায়ী। নমোব্রহ্মদের অন্যান্য গৌণ ব্যবসায়ের মধ্যে সূত্রধরাদি শিল্প ব্যবসায়ীও অনেক, কিন্তু সেদিক্‌কার কাছও না ঘেঁষিয়া কোন্ বিচারে মৎস্যজীবী পৃথকরূপে গণ্য দুই চারি জনকে ধরিয়া তাহাই সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইল? একদিন এই জাতির মধ্যে রাজাও ছিলেন, সেনাপতিও ছিলেন। এখনও এ জাতির মধ্যে দেশ রক্ষক সৈনিক বৃত্তি স্বরূপ ভলান্টিয়ার বা সরদার গণের অভাব নাই, কিন্তু তাহাও অতিক্রম করিয়া যে ব্যবসায় ইহাদের অনাচরণীয়, দারুণ বিরুদ্ধ ও ঘোর পাতিত্য জনক, তাহাই উল্লেখ করিয়া বিংশতি লক্ষ রাজভক্ত সরল কৃষক শ্রেণীর প্রজার মনে নিরতিশয় মর্ম্মপীড়া প্রদান কোনরূপেই ধর্ম্ম সঙ্গত নহে। আমরা আশাকরি সদাশয় প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট এই ভ্রম সংশোধন করিবেন। আমাদের

প্রার্থনা, এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই যেন কোন বিদ্বেষ পরায়ণ হিন্দু রাজ কর্ম্মচারী হইলেই ইহাদের হিতৈষী মনে না করেন। বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান করিলেই হলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত ১৯১১ সনের রিপোর্টের ৫২১ পৃষ্ঠায় Sub-sidiary tableএ মৎস্য জীবী তালিকায় নমঃশূদ্র জাতির শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন,—"নমঃশূদ্র জাতির ৪ চারিটী শাখা,—হালিয়া, চাষী, করাতী ও জেলিয়া। হালিয়া চাষী এবং করাতী সূত্রধরের ব্যবসায় দ্বারা জীবীকা নির্ব্বাহ করে. এই তিন শ্রেণী পরস্পর সামাজিক ভাবে সংসৃষ্ট,—জেলিয়া শ্রেণীর সহ ইহাদের কোন সংশ্রব নাই। জেলিয়া শ্রেণীর সহিতও সংশ্রবকারী কৃষি ব্যবসায় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি স্ব শ্রেণী হইতে পতিত হয় ইহাদের পার্থক্য ঠিক জেলিয়া ও চাষী কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যের ন্যায়। জেলিয়াদের দুইটী শ্রেণী, করাল ও জিয়ানী. ধানী ও সিউলি নামক নমঃশূদ্রদের আরও দুইটী কৃষিজীবী শাখা আছে। শেষোক্ত শাখা পূর্ব্বে খেজুরের রস নিষ্কাষণ করিত।"

"The Namasudras have four main sub-castes, viz. Halia, Chasi, Karati and Jalia. Halia, Chasi and Karatis are engaged in cultivation, while Karatis work as carpenters. The functional distinction between these three sub-castes, is dis- appearing and the three occupations are often followed by different members one of the same family. There is inter-marriage between the Halias, Chasis and Karatis. They also eat drink and smoke together. In fact, all these three sub-castes may be regarded as Halia or Cultivating Namasudras

as distinct from the Jalia (or fishing) Namasudras. The Halia are too proud to admit the Jalias as Namashudras at all. If any member of the Halia class contracts matrimonial alliance with a Jalia, he is degraded to the latter class. In fact the cleavage between the two is as sharp as that between the Chasi kaibartas or Mahishya and the Jalia kaibartas. The Jalias comprise two sub-divisions called karal who are fishmongers and Jiani, who are fishermen. The cultivating Namo-shudras include the Dhania who were originally cultivators of rice and siyalis, who used to cultivate and tap datepalm tree but now both cultivate other crops as well as rice and date palms".

এই রিপোর্টের ১ম খণ্ডের ৫৭৮ পৃষ্ঠায় (Sub-sidiary Table) বঙ্গদেশের কতকগুলি নির্ব্বাচিত জাতির জীবীকা ও তদনুবর্ত্তী জনসংখ্যা নিম্নোক্ত হারে বর্ণিত—

সেন্সাসে নমোব্রহ্ম জাতির হাজার পুরুষ ও স্ত্রীর কর্ম্মের গৃহীত তালিকা—

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ	প্রতি ১০০০ জনের ভিন্ন ভিন্ন জীবীকা-নুবর্ত্তী	প্রতি ১০০০ জন পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের কর্ম্মীর সংখ্যা
নৌ ও কৃষক ...	৮১৫ ...	৫
মাঠে কর্ম্মচারী কাষ্ঠছেদক	১৭ ...	২
মৎস্য ও শিকার-জীবী	২২ ...	১০

শ্রম শিল্পী	...	৫১	...	৮০
ব্যবসায়ী	...	২৩	...	৮৮
গৃহকর্ম্মকারী	...	১৭	...	১৭
অন্যান্য	...	৫৫	...	২৫
উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ		১০০০ জন পুরুষের মধ্যে		১০০০ পুরুষের মধ্যে আয় পালিত স্ত্রীলোক কর্ম্মী
নৌ ও কৃষক	...	৭২৫	...	৪
মৎস্য ও শিকার-জীবী		২৬	...	৬
মাঠে কর্ম্মচারী কাষ্ঠছেদক		২২	...	২
শ্রম শিল্পী	...	৮১	...	৩৬
ব্যবসায়ী	...	৪৫	...	২৫
অনির্দ্দিষ্ট	...	৩১	...	৫
অন্যান্য	...	৩০	...	৩৪

"এক্ষণে মৎস্য ও শিকার-জীবীর সংখ্যা প্রতি সহস্র নিম্ন সংখ্যক ১২ জন ধরিয়া লইলে ১৯১৩৩৪৩ নমোব্রহ্মের মধ্যে এই ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় ১২০০০ হাজারের উপর দাঁড়ায়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬শ টেবলে মুখ্যতঃ মৎস্য ও শিকার-জীবী নমোব্রহ্ম স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা ১৪৮০০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবশিষ্ট মৎস্য-জীবী নমোব্রহ্ম বোধ হয় Dependantas অর্থাৎ মৎস্যও শিকারজীবীদের আয়ে প্রতি-পালিত। যাহা হউক এই Fishing and Huntings এর ঘরে ১০ দশ জন কায়স্থ পুরুষের উল্লেখ আছে, ইহা Recorded principia occupation of actual workers অর্থাৎ মুখ্য জীবীকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। চাষী কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ৮৫১ জন মুখ্যতঃ

ঐ মৎস্য ব্যবসায়ী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য জেলে কৈবর্ত্ত জাতি স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি এই Fishing and Hunting এর ঘরে স্থান পাওয়ার জন্য নমোব্রহ্ম জাতি Strongly representing মৎস্যজীবী হয়, তবে কায়স্থেরাও চাষীকৈবর্ত্তেরা বা মাহিষ্যেরা ও মৎস্যজীবী হইবেনা কেন? কায়স্থেরা অল্প হইলেও মাহিষ্যেরা অধিক সংখ্যক ঐ ব্যবসায়ী। নমোব্রহ্ম মৎস্যজীবী ঐ অনুপাতে হাজারে ১২ জন, কায়স্থ ১০ জন, এবং মাহিষ্য ৮৫১ জন ঐ মৎস্য ব্যবসায়ী বলিয়া উল্লিখিত। এখন সকল ত্যাগ করিয়া ঐ অল্প সংখ্যক মৎস্যজীবীদের জীবীকা লইয়া সমুদয় নমোব্রহ্মদিগকে মৎস্য ও শিকার জীবী সাব্যস্থ করা বড়ই বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিতার আশ্রয় সম্ভূত বলিয়া মনে হয়। ১৯১৩৭৪৩ জন নমোব্রহ্মের ১৯০৯০০০ উনিশ লক্ষ নয় সহস্রই কৃষি ব্যবসায়ী, বাকী ৪০০০ চারি হাজার অন্যান্য ব্যবসায়ী, ইহা ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রায় বিংশতি লক্ষ নমোব্রহ্মর ৪০০০ চারি হাজার অন্যান্য (জমীদারী, তালুকদারী, মহাজনী, তেজারতী, ডাক্তারী, কবিরাজী, ওকালতী, মোক্তারী, কাষ্ঠশিল্পী, অর্থাৎ সূত্রধর প্রভৃতি) নানা ব্যবসায়ী, তবুও তিল ধরিয়া পর্ব্বত প্রমাণ করা অর্থাৎ দুইচার জন মৎস্যজীবী উল্লেখ হেতু তদরুণ বিংশতি লক্ষকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া ইহা এতদ্দেশীয় রিপোর্টার বা মন্ত্রণা দাতাদের পরামর্শেই হউক বা ভ্রমেই হউক, উহা বড়ই অসমীচীন। গবর্ণমেণ্ট ও এই সব অসমীচীনতা দর্শনে ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—

"But there is little or no attempt to prove his Historical connection, or to show that the modern and archaic names are, or ever have been, colloquial equivalents."

Census preport 1911. P. 441

"The Kayasthas are also of Aryan blood, the manial and cultivating classes (Bandaries, etc.) who call them slaves known as Sudras."

R. C. Dutt's civilization in Ancient India Chap. II. p. 172.

নমোব্রহ্মদের মধ্যেও তদ্রূপ শ্রেণী বিশেষ থাকিলেও ইহাদেরও মুখ্য ব্যবসা তজ্জন্য মহস্য জীবী হইতে পারে না।

গুণগত ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণোচিৎ গুণ লাভ না করিলে শুধু উপবীত ধারণ ও বংশানুক্রমে এখন আর তদ্রূপ সম্মান লাভের দিন নাই—অতি প্রাচীনতম ভারতেও ঐরূপ বাহ্য নিদর্শন বলেই কেহ ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইতেন না। অনেক নিকৃষ্ট যোনিজ হীনকুল সম্ভবও গুণমাহাত্ম্যে ব্রহ্মজ্ঞানবন্ত বেদবিদ্যাবিশারদ দেবপূজ্য ব্রাহ্মণত্বে বরণীয় ও তদ্রূপ হীনসম্ভবা মহিলামণ্ডলী ও বেদবিদ্যাপ্রদায়িনী ব্রহ্মজ্ঞানের অমৃত খনি স্বরূপা হইয়া সমাজের অর্চ্চনা লাভ করিয়াছেন। আবার অনেক ব্রাহ্মণ পুত্রও কর্ম্ম বশতঃ শূদ্রাদি বিবিধ অবনমিত শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন—যাঁহারা শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এ বিষয়ে উত্তমরূপ অবগত আছেন বহুর মধ্যে কেবল দুই চারিটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে,—

"জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাকশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদশ্চ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ ॥২২
মৃগী জোঽথর্ষ শৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দ পালো মুনি শ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য মুচ্যতে ॥২৪

মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্ত মণ্ডূকী গর্ভ সম্ভবঃ।
বহবোহন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্ব্ববৎ দ্বিজাঃ॥"২৪

ভারতের অত্যুচ্চ মহাকীর্ত্তিমান অভ্রভেদি-হিমাদ্রিশেখর তুল্য মহাপূজ্য মহাতপোধন ব্যাসদেব ক্ষেয়া নৌকার নাবিকাবৃত্তি ধারিণী ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধ্যার গর্ভে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্যাস দেব জননী ব্রাহ্মণ পরাশর পত্নীই সত্যবতী নামে ক্ষত্রিয় মহারাজ শান্তনুর কর্ত্তৃক পুনর্ব্বিবাহিতা হইয়া পাণ্ডু ও কুরুবংশ বিস্তার করেন। কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক ব্যাসদেবজনক সেই পরাশর মুনি শ্বপাক কন্যার গর্ভ সম্ভূত। চণ্ডালের ঔরসে শ্বপাকের জন্ম। শ্বপাকেরা কুকুর মাংস ভোজী এবং চণ্ডালের চেয়েও হীন জন্মা ও হীন কর্ম্মা।

বেদব্যাস পুত্র পরম ভাগবত শুকদেব গোস্বামী হীন যোনিজা শুকীর গর্ভে জন্মধারণ করেন।২২

বৈয়েষিক দর্শন শাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি কণাদ ম্লেচ্ছ জাতীয়া উলুকীনাম্নী নারীর গর্ভে উদ্ভব হন। মাতার নামানুসারে তদীয় দর্শন শাস্ত্রের অন্য নামে ঔলক্য দর্শন।

পশু জাতীয়া হরিণীর গর্ভে মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। পশুতে মানব জন্ম, একথায় পিতা ও পশু জাতীয় সন্দেহ নাই; পশুদের তো জননীর বহু সঙ্গ হইবার কথা, পিতৃপরিচয় নাই। অজ্ঞাত পিতার হীন কুলোদ্ভবা রমণীর অবৈধ প্রণয়জাত সন্তানদিগের জাতি লুকাইবার জন্য বোধ হয় এরূপ কল্পনা হইয়াছে।

সূর্য্যবংশের কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশীগর্ভ সম্ভূত মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল পাটনী কন্যার গর্ভে উৎপন্ন। মহামুনি মাণ্ডব্য, মণ্ডূকী নাম্নী অতিহীন বংশ সম্ভূতা নারীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।

"দাসী গর্ভ সমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥
শূদ্রী গর্ভ সমুৎপন্নঃ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ ॥
নাভাগাদিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

(হরিবংশ ৯—১১ অধ্যায়)।

মহামুনি নারদ দাসীর গর্ভে জন্ম ধারণ করেন। মহামুনি কুশিক শূদ্রানীর গর্ভজাত।

বৈশ্য নাভাগাদিষ্টের দুই পুত্র কর্ম্ম ও সাধনা বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

কুরুবংশীয় ঋষ্টিসেনের দুই পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবাপি ব্রাহ্মণ ও কনিষ্ঠ শান্তনু মহারাজ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।

"অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধম যোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হ নীয়তাম্॥ ২৩
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্ট প্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈর্ভর্তৃগুর্ণৈঃ শুভৈঃ॥ ২৪

(মনুসংহিতা ৯ম অঃ ২৩।২৪ শ্লোক)

"নিকৃষ্ট শূদ্রকুল সম্ভূতা অক্ষমালা এবং পক্ষিণী শারঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহ সূত্রে মিলিত হইয়া পরম পূজণীয়া হইয়াছিলেন। উক্ত রমণীদ্বয় ও সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্ট বংশীয় বা যোনিজা হইয়াও ভর্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বলি (দৈত্য বলি নহে) অপুত্রকাবস্থায় ছিলেন, তদীয় আজ্ঞায় অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে উশিজ্ নাম্নী দাসীর গর্ভে কক্ষীবান্ ও চক্ষুঃ নামক দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। পরে সুদেষ্ণার গর্ভে বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র হয়। ইহাঁদের

নামানুসারে রাজ্য সমূহের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম (রাঢ়) ও পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কাক্ষীবান্ দাসীর পুত্র হইয়াও গুণ প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন তাঁহার সহস্র সহস্র বংশধরও ব্রাহ্মণ। মহর্ষি কাক্ষীবান্ যে সে ব্যক্তি নহেন, ইনি বেদের বহু মন্ত্র প্রণেতা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১১৬ হইতে ১২১ সূক্ত পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার কন্যা ঘোষাও বহু বেদ মন্ত্র প্রণয়িত্রী। ঘোষার মাতাও বলিরাজ সুদেষ্ণা মহিষীর দাসী।

স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই,—এর চেয়ে মিথ্যাকথা আর হইতে পারে না, অন্ধ দশাচারে ও গতানুগতিকের পথ ছাড়িয়া সত্যের ভূমিতে দাঁড়ান, দেখিবেন জাতীয় উন্নতি অবাধে জয়ধ্বজা তুলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইবে।

দাসী পুত্রেরও সত্য কথার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা।

বেদের শিরোভূষণ ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়. জাবালার পুত্র সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের নিকট উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত হইবার জন্য গমন করিলে, মহর্ষি তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া মাতার নিকট গমন করেন। মাতার নিকট পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "বৎস!

আমি যৌবনে বহু ব্যক্তির দাসীত্ব করিয়াছি—কাহার ঔরসে তোমার জন্ম, তাহা বলিতে পারিনা, তোমার নাম সত্য কাম, আমার নাম জবালা, এখন হইতে তুমি "সত্য কাম জাবাল" বলিয়া আত্ম পরিচয় দিও।"

মহর্ষি সমীপে গমন করিয়া তিনি মাতৃ-প্রদত্ত উত্তর সরলভাবে জ্ঞাপন করিলে, মহর্ষি গৌতম যারপর নাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—

"ত্বং হোবা চ নৈ তদ্‌ব্রাহ্মণো বিবক্তু মর্হতি
সমিধং সোম্যাহরো পত্বা নেষ্যেন সত্যদগা।"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪র্থ অধ্যায়)

"ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্য কথা বলিতে পারেনা। তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব।" তদবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইলেন।

বহু পুরুষের সংসর্গ বৃত্তিধারিণী দাসী পুত্র এই সত্যকাম অধ্যবসায় ও শিক্ষাগুণে কালে বেদের বিবিধ মন্ত্র প্রণেতা হইয়া ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মহা পূজনীয় হইয়াছিলেন।

এখন কিন্তু সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা লইয়াই সমাজ ও জাতিকুল রক্ষা। গর্ভজাত কত সন্তানই যে ক্রূর ভণ্ড সমাজের মহিমায় বিনষ্ট হইয়া শাস্ত্রানুকৃত্য অশৌচ ও পাতকাদি লইয়া শূদ্রের শূদ্রত্ব ও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও ধর্ম্মের বালাই রক্ষা করা হইতেছে, তাহার ইয়ত্বা নাই। সত্য ব্রাহ্মণত্ব, সত্য শাস্ত্রাচার ও সত্য ধর্ম্ম রক্ষা কাহারও হইতেছে না,— অতএব ব্রাহ্মণোচিৎ জ্ঞান গুণ ও সত্য লাভ না হইলে, বৃথা বাহ্য নিদর্শন লাভে কোন ফলোপদায়ক হইবে না, বরঞ্চ উহা উপহাসাস্পদেরই বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সকলে বিবেক নির্দ্দিষ্ট পথে চলুন, সত্যে মতি স্থির করুন, কর্ত্তব্যে নির্ভীক ও অটল হউন, ব্রহ্ম-তত্বজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ বিবিধ শাস্ত্রদর্শী হইয়া ত্যাগের ও বিশ্ব-হিতৈষণার

জীবন্ত মূর্ত্তি হউন, কাহাকেও ঘৃণা না করিয়া বিশাল বক্ষ বাড়াইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করুন, দেখিবেন, না চাহিলেও আপনাদিগকে ব্রহ্মাণ্ড আপনিই ব্রাহ্মণোচিৎ মহা গৌরবে বরণ করিয়া যশোগাথায় দিগ্‌ দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিবে।

রাষ্ট্রতন্ত্রে নমস্য-কুল।

সিন্ধুদেশের 'মোহন-জো-দড়ো' ও পঞ্জাবের হারাপ্পা নামক বিস্তৃত স্থানের ভূ-গর্ভখণিত বহু প্রাচীনের ধ্বংশাবশেষরাজী-দর্শনে যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমতে উহাঁরাই ভারতের আদিম অধিবাসী বা দ্রাবিড়ী জাতি। ঐ জাতিই জগতের আদি সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে উহাঁরাই প্রথম সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। উহাঁদের নির্ম্মিত সভ্যতার নিদর্শনাবলী জগতের বর্ত্তমান সভ্যতার নিদর্শনরাজীকেও পরাভব করে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণ ঐ জাতিকে আর্য্যই বলুন আর দ্রাবিড়ই বলুন, তাঁহারা যে বর্ত্তমান সময়ের এই নমো ব্রহ্মগণ তাহাও অনেকে অনুমান করেন। একজন উপাধিভূষিত ইতিহাস তত্ত্বজ্ঞ বলেন, এই যে নমোব্রহ্ম জাতি ইহাঁরাই এই ভারতের এবং জগতের মধ্যে প্রথম শীর্ষস্থানীয় হইয়া, প্রথম সভ্যতার বীজ বপন করেন কিন্তু নানা কারণে তাহাদের পতন দশা ঘটে। সেই পতন দশা হইতে পরে বৈষম্যময় ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যে তাঁহারা আপনা আপনি আষ্টে পৃষ্ঠে

বিধি ব্যবস্থার বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইয়া বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে।* জগতের ইতিবৃত্তে দেখা যায় অনেক বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, উক্ত ঐতিহাসিক বলেন, "আপনারা অসম্ভব মনে করিলেও ইহা আমার বোধ-নেত্রের বিষয়ীভূত, এই জাতির উপরই বিধাতার আশীর্ব্বাদ পুনরায় বর্ত্তিবে, এবং এই জাতিই তাঁহার কৃপায় সকলের অগ্রগণ্য হইবে। ইহাদের হারান বস্তু বিধাতা পুনরায় ইহাদের হাতেই দিবেন। আমাদের ইহা নিতান্ত অসম্ভব ধারণা বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি নানা যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "যে কোন জাতি বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভিন্ন উন্নতি শিখরে আরূঢ় হইতে পারে না, এবং ধর্ম্মনৈতিক শক্তিভিন্ন কোন জাতিই রাষ্ট্রতন্ত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। জগতে যে কোন জাতি এই ধর্ম্মনৈতিক প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে, তাহারাই পরাজিত হইয়া, যাঁহারা নির্ম্মল বিধাতৃ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই মহা সম্পদের অধীশ্বর হইয়াছেন।"

নানা আবর্জ্জনায় যেমন প্রচুর শস্যক্ষেত্রকেও বিনাশ করিয়া ফেলে,—মানবে ঘৃণা বা জাতিভেদ, বৈষম্য ও নানাবিধ কুসংস্কারও জাতীয় জীবনকে তদ্রূপ পঙ্গু করিয়া ফেলে। বর্ত্তমান সময় যে 'স্বরাজ-স্বরাজ' করিয়া এত,—কিন্তু নেতৃবৃন্দ দেখিতেছেন না—বিধাতার অভিপ্রায় কিরূপ? যে সমাজ অধিকাংশ মানব সন্তানকে শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত হীন অস্পৃশ্য করিয়া বংশগত ধর্ম্মাধিকার ও পৌরহিত্য কেবল একমাত্র জাতি ঘৃণাকারী ও জাতি প্রপীড়ক ব্রাহ্মণপ্রভুদিগের উপরই একচেটিয়া অধিকার দিয়া পৌণে ষোল আনা অজ্ঞ-নরনারীকে তাঁহাদের অন্যায় বিধি ব্যবস্থার চাপে দাবাইয়া রাখিয়াছেন,—সেই অধিকাংশ নরনারীর মুক্তি কামনায় ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রের ও অন্যরূপ ব্যবস্থা। ভারতের

* ১৯ হইতে ২৪ পৃষ্ঠা পুনশ্চ স্মরণ করুন।

জাতিভেদ-সমন্বিত রাষ্ট্রশাসনের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্যের নূতন আলোক ও সমদর্শী বৃটিশ শাসনের অভ্যুদয়। এত আলোচনা ও সমালোচনার পরও তো সেই ব্রাহ্মণ্য কবল হইতে ধর্ম্মাধিকার বা ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা,—উপেক্ষিত বা আধ্যাত্মিক পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীর উপর অর্পিত হইতেছে না? বৃটিশ রাষ্ট্রতন্ত্রের পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়াও তাহারা যে সমস্ত সাম্যগুণ ও মনুষ্যত্বের অধিকার পাইতেছে,—আধ্যাত্মিক পরাধীনতার চেয়ে তাহা শত গুণ উদার ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাদের মনে হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? আধ্যাত্মিক পরাধীনতা তো বৃটিশ আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়,—উহা তো নিজদেরই হাতে,—কই এখনও তো সেদিকে কারও দৃক্‌পাত হইল না? এই আধ্যাত্মিক পরাধীনতার দুঃসহ চাপ-বিমোচিত না হইলে যে স্বরাজ তাহা স্বরাজ নামের অপলাপ মাত্র। সমদর্শী বাহ্যরাজ তন্ত্রের পরাধীনতার চেয়েও এই সামাজিক বা আধ্যাত্মিক পরাধীনতা অতি ভয়াবহ,—সেইজন্য উপেক্ষিত নিপীড়িত শ্রেণী স্বরাজ নামে এত উল্লসিত হয় না,—বরঞ্চ ভয়ই করে। যে উচ্চতাভিমানী হিন্দুগণ আপনাদের হিন্দুশ্রেণী বিশেষ বেহারা, নাপিত, ধুপী দিগা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অথচ নিম্নাধ্য বলিয়া উপেক্ষিত হিন্দুবর্গকে আচরণীয় করেন না,—তাহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রহণ করিলে কিন্তু উক্ত উক্ত অধিকার দানে সম্মানিত করেন, তাহাদের স্বরাজাভিমান ও বুদ্ধিমত্তাকে কি বলিয়া অভিহিত করিব? জগতের ইতিবৃত্তও সাক্ষ্য দিতেছে,—যাহারা মানবকে অধ্যাত্ম স্বরাজ দিয়াছেন, ন্যায়বান ভগবান তাহাদিগকেই বাহ্য স্বরাজেরও অধিকারী করিয়াছেন! কি কুক্ষণেই ভারতের জাতিভেদ বৈষম্যের ভয়াবহ বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল,—কি কুক্ষণেই মহামতি শাক্য সিংহের সাম্য ধর্ম্মকে পরাজিত

করিয়া হিন্দুর নানা অন্যায় বৈষম্যপূর্ণ ধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধবিদ্বেষী রাষ্ট্রতন্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল! তাহারা বৌদ্ধ সংসৃষ্ট বলিয়া জাতি বিশেষকে অন্যায় দৌরাত্ম্যে বিবিধ উপায়ে হীনপর্য্যায়ে ফেলিয়া যেমন পীড়ন করিবার জন্য ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের মোহ-চক্রে ফেলিয়া দিলেন,—তেমনই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত ইতিবৃত্তকেও স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছিলেন! ইহাদেরই পূর্ব্ব গৌরব সৌরভযুক্ত রাজন্যবর্গকে অন্য পর্য্যায়ে উল্লেখ করিয়া ইতিহাসে ইহাদিগকে হীন করিয়া তুলিয়াছেন। শাস্ত্রে কোথাও 'নমঃশূদ্র' বলিয়া কোন জাতির উল্লেখ নাই, সুতরাং এই জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগকে অন্য পর্য্যায়ে বর্ণনা করা সহজ হইয়াছিল, বস্তুতঃ এই জাতির মধ্যে যে সমস্ত নৃ-পতিবৃন্দ ছিলেন,—তাঁহারা এক্ষণ অন্য শ্রেণীর বলিয়া কীর্ত্তিত। বিখ্যাত চাঁদ রায়, কেদার রায়, রাজা সীতারাম রায়, কালাচাঁদ রায় * ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ, একথা কিংবদন্তিতেও শ্রুত হওয়া যায়। অনেক বৌদ্ধ নৃ-পতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। এই বীরাগ্রগণ্য জাতি একদিন প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের বিপুল বাহিনীসহ প্রেরিত মহাপ্রতাপ রাজা মানসিংহকেও পরাজয় করিয়া বঙ্গে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহা চির প্রসিদ্ধ। এই প্রতাপাদিত্যও এই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া কথিত। যে সকল ব্যক্তির জাতি লইয়া গোল,—তাঁহাদের অনেকেই কায়স্থ বলিয়া উল্লেখিত। এইজন্য কথা আছে,—"জাত হারাইলেই কায়স্থ।"

শুধু এ জাতি লইয়া কেন,—বঙ্গের বহু জাতি লইয়াই ইতিহাসের মীমাংসার বিষয়। রাজা বল্লাল সেন বৈদ্য,—না কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়,—ইহা লইয়াও গোল!—এইরূপ বহুজাতির বহু কথা লইয়াই গোল। শূদ্র পর্য্যায় হইতে অনেক জাতিই ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি পর্য্যায়ের পরিচয়

* তন্নামীয় বংশধরগণ এক্ষণও বর্ত্তমান

দানে তৎপর। আবার কোন কোন জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচয় দানে অগ্রসর,—ইহার কারণ বঙ্গে জাতি পর্য্যায়ের ঠিক নাই।

ঢাকা জেলার রাজবাড়ীর রাজা প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই বংশধরগণ যে, প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেন, ঢাকা জেলার উত্তর দিকে রাজাবাড়ী নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানীর রাজা প্রতাপ রায় ও রাজা প্রসন্ন রায় তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থানীয়। রাজা প্রতাপ রায় ও প্রসন্ন রায় সহোদরদ্বয় নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। বৌদ্ধ সংশ্রব হেতু বৌদ্ধ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অনিষ্ট কামনা করিতেন। একদা তাঁহাদের যত্নে বহু সমারোহে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হয়। ব্রাহ্মণগণ ভোজন পংক্তিতে বসিয়াছেন—এমন সময় কুটচক্রী একবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"যিনি পাটরাণী, তিনিই অদ্যকার ভোজন সভায় পরিবেশন করিবেন।" বলা বাহুল্য উভয় ভ্রাতার পক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণগণ উভয় দিক হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! আপনার রাজমহিষীই অন্ন পরিবেশন করুন!" ইহা লইয়া এমন যে প্রাণগত অভিন্নাত্মক ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের মধ্যেও সুন্দ উপসন্দের ন্যায় দ্বন্দ্ব লাগাইয়া ঘোর বিচ্ছেদ বাঁধাইয়া তুলিলেন,—সেই সৌভ্রাত্র বিরোধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় উভয় সহোদরের সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়। সেই হইতে তাঁহাদের রাজ্যের অবসান। তাঁহাদের মোক্ষদা বা মোগ্গী নাম্নী মহাপ্রতাপশালিনী এক মহামহিমামণ্ডিতা ভগ্নী ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ও খাইটা ডঙ্কার প্রসিদ্ধ মঠ এখনও বিদ্যমান থাকিয়া সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। হায়রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ সমাজ! এইরূপ কুট প্ররোচনা ও দুষ্ট চক্রান্তে

আমাদের অতীত হইতে এ পর্য্যন্ত কত যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিতেছ, আমরা তোমার মোহে মুগ্ধ-ভক্তগণ তাহা ভাবিয়া একবারও আত্ম-ধর্ম্ম বা যথার্থ স্বরাজ লাভে উদ্‌গ্রীব হইতেছিনা।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

গীতা—৩য় অঃ ৩৫শ শ্লোক।

যাহারা শৃগাল কুকুরাপেক্ষাও ঘৃণা করেন, এমন ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত্বের সিংহাসন দিয়া, তাঁহাদের বিধি ব্যবস্থার শৃঙ্খল পশুর ন্যায় বহন করাই পরধর্ম্মের আচরণ। এই পরধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আত্মার যিনি আপন সেই বিশ্ববরেণ্য পরমদেবকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার শুভ অভিপ্রায় পালন করাই আত্মার স্বধর্ম্ম বা যথার্থ স্বরাজ। উহা না হইলে বাহ্য স্বরাজেও দুর্গতি দূর হইবে না, শুধু রাজা প্রতাপপ্রসন্ন কেন, আমরা স্বগোষ্ঠিসহ ঐ ব্রাহ্মণ্য মোহে পড়িয়া আধ্যাত্ম্য শক্তি বা যথার্থ স্বরাজ হারাইয়া সামাজিক পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খল পরিধান করিয়া রহিয়াছি।

পাঠক! একবার ভারতের ঐ মহানগরী—সেই মহাভারত প্রসিদ্ধ কুরুপাণ্ডবের রাজধানী ইন্দ্র প্রস্থ, যাহার বর্ত্তমান নাম দিল্লী, তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। ঐ যে সেই রাজধানী বক্ষে মহাপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভ অভ্রভেদী হিমাদ্রি শিখরতুল্য হইয়া দণ্ডায়মান, যে "কুতুব মিনার।" এর দর্শনে কত কত শ্রেষ্ঠ কবি মুগ্ধ হৃদয়ে গাহিয়াছেন—

"কীর্ত্তির সুউচ্চ স্তম্ভ দৃষ্ট হ'লে যবে
স্তম্ভিত হইল লোক, দানবে মানবে
কত কীর্ত্তি মিশাইল ধরণী ধুলায়,
অতীতের ইতিহাস হৃদয় ভুলায়,

তাদের গৌরব গাথা নত শিরে গাহি,
অতীতের কীর্ত্তিলীলা জয়গীতি বাহি,
তুমি এ'লে কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
উন্নত উষ্ণিষ শিরে হাসিতে হাসিতে।
দিল্লী ভূমে নাহি আর সে প্রভাত আলো,
কবর মালিকা ঢাকা শর্ব্বরীর কালো।
নাহি যে সে সুমহান বিরাট কল্পনা,
সম্রাটের অন্তরের দোহদ বেদনা
কীর্ত্তিতরে। ঘরে ঘরে কোথা সে উল্লাস,
নব নব চমৎকার কীর্ত্তির প্রয়াস!

* * * *

সাত শত বৎসরের ঝঞ্ঝা ব্রজ রাশি
গর্ব্বোদ্ধত শিরে তব পড়িয়াছে আসি,
তুমি অবহেলা ভরে হেলাইয়া গ্রীবা
সেই হ'তে দাঁড়াইয়া আছ রাত্রি দিবা।
আজি আমি আসিয়াছি বহু আশা ক'রে;
সোপানের বাহু তুলি লহ তুমি মোরে।

* * * *

সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি মহিমা মণ্ডিত
সে মহিমা চিরোজ্জ্বল হবেনা অতীত।
নীচ নিম্ন অল্পে তুষ্ট নহ,—তুমি বীর,—
নহ তুমি ঝঞ্ঝাতীত তুমি চিরস্থির!

* * * *

কবি যে অতীত গৌরব সৌরভের বর্ণনায় মহাউন্মাদনায় কবিত্ব সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, সমস্ত কবিতাটি পাঠ না করিলে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি হয়না,— আমি ক্রম ভঙ্গ করিয়া সে কবিতার স্থানে স্থানে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে কবিতার সৌন্দর্য্য ও "কুতুব মিনারের" মাহাত্ম্য গাথার খর্ব্বই করিলাম। ১৩৩৩ সনের "মাসিক বসুমতী"র ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা—শ্রাবণ,—কবিবর শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত লিখিত উক্ত কবিতাটি পাঠ করিলেই সকলে মুগ্ধ হইবেন।

তার পর ম্লানমুখে ব্যথিত অন্তরে,
দৃষ্টি তব বদ্ধ হ'ল পাণিপথ পরে।
বৃদ্ধবীর অশ্রু তব করিয়া সংযত
ধ্বংশ লীলা নেহারিলে পাষাণের মত।
তোমার আদর যারা করিত সকলে
বক্ষ রক্ত মিশাইল যমুনার জলে!

*　　*　　*　　*

যাহাদের কীর্ত্তি ভরে পৃথ্বী টল মল,
অনুপম সুখৈশ্বর্য্য অতুলন বল,
আজি তারা একে একে তোমার সম্মুখে
শায়িত হ'য়েছে মৃৎ কবরের বুকে।

*　　*　　*　　*

নিজ ধ্বজা গর্ব্ব ভরে বহি' উচ্চ শিরে
ধ্বংসহীন দাঁড়াইয়ে'ছ মহাকাল তীরে।
যত ব্যথা বক্ষে চাপি আছহে সংযমী,
সংসারের রণ গুরো, নমি তোমা' ন'মি!

এই "কুতুবমিনার" স্মৃতিজ্ঞাপক মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট এই

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপাল নগরে নমস্থকুল-শ্রেষ্ঠ পিতা মহারাজের ঔরসে তদীয় বৈধ পরিণীতা সহধর্ম্মিণী ব্রাহ্মণ কন্যা মহারাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন,—ইহাঁর পূর্ব্ব নাম কুমার। কুমারের পিতা মহারাজ, রাজা বল্লালসেনের একজন প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ছিলেন,—পরে সেন রাজের সহ মতান্তর ঘটায়, বণিকরাজ বল্লভানন্দের প্রধান সেনাপতি হন। বল্লালসেনের সহ যুদ্ধে মহারাজ বীরলীলা সংবরণ করেন। কুমারও যুদ্ধের সময় পিতার সমভিব্যাহারে ছিলেন,—তিনি বন্দী হন। সেনরাজ বল্লাল কুমারের বাল্য-প্রতিভা দর্শনেই বুঝিতে পারিয়াছিয়লন,—কুমার অস্মদ্দেশে জীবিত থাকিলে, পিতৃহন্তার প্রতিশোধার্থে রাষ্ট্রতন্ত্রের ভীষণ বিপর্য্যয় সাধন করিবে। বিশেষতঃ নমস্থ-কুল-বিদ্বেষী বল্লালসেন বঙ্গদেশে নমস্থ-কুল প্রাধান্য না থাকে, তদর্থে প্রাণপণে লাগিয়াছিলেন,—এমন কি এই জাতি না থাকে তাহারও বিশেষরূপ উপায়ে ছিলেন। বহু নমস্থ-কুলের তিনি নিধন সাধন করেন। কুমার এবং তৎসঙ্গে আরও বহু নমস্থ কুল-নন্দনকে তিনি চট্টগ্রামে উপনীত তুরস্ক দেশীয় মুসলমান বণিকদের নিকট পণ্যমূল্যে দাসরূপে বিক্রয় করেন। পাঠকগণ, পরে দেখিতে পাইবেন, এই বিক্রয় শুধু মানুষ বিক্রয় নয়—বিধাতার ন্যায় দণ্ডের তুলিকায় ইহাতে ভারতের হিন্দু স্বাধীনতা বা রাজলক্ষ্মীকেও বিদেশীর করায়ত্ব করিয়া দিয়াছিলেন। তুর্কী বণিকগণ দাসরূপে ক্রীত নমস্থ-সন্তানগণকে তুরস্ক দেশের তদানীন্ত সম্রাট মহম্মদ ঘোরীর নিকট অর্পণ করেন। মহা উদার মুসলমান ধর্ম্মের বিধানানুযায়ী সমদর্শী সম্রাট বিদেশী ও ভিন্ন জাতি বোধে ঘৃণা না করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করেন ও গুণগ্রাহী সম্রাট তাহাদিগকে গুণানুযায়ী রাজ-কার্য্যেও নিয়োগ করেন। কুমার অবশেষে প্রতিভা বলে প্রধান সেনাপতির পদে বৃত হন। সম্রাট মহম্মদ ঘোরী সেনানায়ক কুমারকে

(পরবর্ত্তী নাম কুতবুদ্দীনকে) সঙ্গে লইয়া ভারত বিজয়ে মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লী নগরীতে উপনীত হন। প্রবল সংগ্রামে ভারতের শেষ হিন্দু রাজা মহাবীর পৃথ্বীরাজকে নিধন করিয়া তুরস্কাধিপতি মহম্মদ ঘোরী কুমার বা কুতবুদ্দীনকে ভারত সাম্রাজ্যের সম্রাট করিয়া উক্ত সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া স্বদেশ গমন করেন। প্রকারন্তরে ভারতের শাসন ভারত সন্তান নমস্ত-নন্দনকেই দান করেন। আর হিন্দুরাজ বল্লাল ও তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ কি করিয়াছিলেন? ভারত সন্তানকে দাসরূপে বিদেশীর নিকটেই বিক্রয় করিয়া আপনাদের মহা ঈর্ষানল প্রশমিত করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বধর্ম্মী-পীড়ক—স্বধর্ম্মী-বিদ্বেষী হিন্দুগণ এখনও কি তাহাই করেন না? হিন্দুধর্ম্মে শত পবিত্র শত নিষ্ঠাবান নমস্ত-কুলকে যে শ্রেণী বিশেষ হিন্দু বেহারা হিন্দু ক্ষৌরকার হিন্দু ধুপীর আচরণীয় করিবেনা, ইহারা মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে হিন্দু জাতি ও হিন্দুধর্ম্মের মহাপিশুনতা করিলেও উক্ত উক্ত অধিকার দানে মহা সম্মানিত করিয়া থাকেন। এই নমস্ত-নন্দনগণ হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের রক্ষাবান হইয়াই যত দোষী—যত ঘৃণ্য—হিন্দু সমাজের যত অধিকারে বিচ্যুত রহিয়াছেন। এত হীনবুদ্ধি ও মহাপাপ লইয়াও কি বিধাতার ন্যায় বিচারে স্বদেশ ও মানব সমাজের হিতকর্ত্তা হইয়া স্বদেশের সাম্রাজ্য শাসন লাভ করিতে পারে? যে নমস্ত-কুল-নন্দন কুমার বিদেশী মুসলমান সম্রাটের গুণ-গ্রাহীতায় স্ব-সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট হইতে পারিয়াছিলেন,—হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু জাতির মধ্যে থাকিলে তাহার কিরূপ গতি হইত? শুধু ব্রাহ্মণের দাসত্ব ভিন্ন আর উপায় ছিল না। এই হিন্দুর মহানিষ্ট কারক জাতীয় বা সামাজিক দাসত্ব বিমোচিত না হইলে—অপর দাসত্ব বন্ধন হইতে হিন্দু দেশ ও সমাজ কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিবে না। কুমারকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া হিন্দুগণ সেই

হইতে মহাদাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করিয়াছেন,—দাসরাজগণই তাঁহাদের সর্ব্বোপরিশাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন। শুধু কুতবুদ্দীন নহেন,—তদীয় বংশধরগণের সাম্রাজ্য শাসনের মহা গৌরব এই নমস্ত-কুল-শোণিতেরই প্রবহমান গৌরব বলিতে হইবে। কুতবুদ্দীন জামাতা সম্রাট আল্‌টমাস (ইনিও এই দাসরাজ-শ্রেণী), তদীয় কন্যা সুলতানা রিজিয়া, যিনি রূপে, গুণে ও বিদ্যাভূষণে এবং সচ্চরিত্রতায় সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম ভারত সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। সম্রাট নসুরুদ্দীনের মত রাজর্ষি বা রাজ-সন্ন্যাসীর মহা গৌরব ও এই নমস্তবংশেরই শৌর্য্য বীর্য্য মত্তা ও আর্য্যোচিত মহানুবভতারই পরিচায়ক। সম্রাট কুতবুদ্দীনই ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নমোব্রহ্ম বা নামান্তর মুসলমান সম্রাট। দানে তিনি দাতাকর্ণ সদৃশ ছিলেন বলিয়া "লাখ বক্‌স" বা 'লক্ষ দাতা' উপাধি লাভ করেন।

নমস্তকুল সন্তান যে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলে কত মহাবীর মহাপ্রতাপ সুশাসক সম্রাট বা সাম্রাজ্য রচালকের ন্যায়পরায়ণ মহানুভবকতা প্রদর্শন করিতে পারেন, সম্রাট কুতবুদ্দিন তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

পাগলনাথ।

চৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত আছে,—"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান। কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥" পরমদেব পরমেশ্বরের কৃপায় দীন হীন অস্পৃশ্যদের মধ্যেই তাঁহার জাগ্রত লীলার অপূর্ব্ব অভ্যুদয় হয়। যে বৈজ্ঞানিক জগৎ ইউরোপ আর সর্ব্বস্ব ভুলিয়া ঐহিকতায় মগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু সে খৃষ্টকে আজও ভুলিতে পারেন নাই, যাঁহার চরণে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রতাপ মণ্ডিত রাজরাজেশ্বরগণ আজও দীনাতিতম দীনবেশে ভক্তিভরে কাতর হৃদয়ে প্রণত হন,—তিনিও দীনহীন সূত্রধরের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান জগৎ যাঁহার নামে অজেয় সাধন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মহম্মদও ঐরূপ দরিদ্রের ঘরেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যদিও মহাপুরুষ শাক্যকুল কেশরী সিদ্ধার্থ রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনিও সুবর্ণ সিংহাসন মণি কাঞ্চন সমন্বিত সুবিশাল রাজ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কপর্দ্দক হীন অতি দীনতম বেশে জগতে সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গও তদ্রূপ দীনহীন কাঙ্গালদের মধ্যেই তাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম বিস্তার করেন। এই বিশুদ্ধ কৃষিজীবী নমঃশূদ্রকুলে মহাপুরুষ পাগলনাথের অভ্যুদয়ও সেইরূপ।

'চৈতন্য ভাগবতে" মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ বাক্য আছে,—

"যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী পুত্র আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তি-যোগ দিব এযুগে সবারে,

সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে
বিদ্যাধন কুলজ্ঞান তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হবে এযুগে বঞ্চিত।
তারা সবে না জানিবে আমার চরিত॥
পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যতেক দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিও ইহা চাঙ
খোঁ'জে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ॥"

জাতি-কুলভেদ-হলাহল-বিষ ভাণ্ডতুল্য কর্ম্মকাণ্ডোক্ত নশ্বর ধর্ম্ম * ত্যাগ করিয়া যাহাতে এক অদ্বিতীয় বিশ্বসত্ত্বা পরমদেবে সকলে এক সৌহার্দ্দ্য সূত্রে প্রেম সেবা জনিত নিষ্কাম নির্ম্মল ধর্ম্মে মিলিত হইতে পারে, তাহাই গৌরাঙ্গদেবের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু জাতিকুল গর্ব্বী বৃথা স্বর্গাপবর্গ প্রয়াসী বৃথা কর্ম্ম পরতন্ত্রিগণ তাহা গ্রহণ করিলনা; সেজন্য গৌরাঙ্গদেব পুনশ্চ যে ভাবে উদয় হইয়া তাঁহার সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবেন, তাহার আভাস দিয়া যান। অনেকে মনে করেন, পাগলনাথের অভ্যুদয়েই তাঁহার সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন। তাঁহার আরও বাক্য আছে 'তোমরা যে জাতকে ঘৃণাকর,—তাহারাই সর্ব্ববিশুদ্ধ ভগভক্ত জাতি, আমি তাহাদের মধ্যেই—

"ব্রাহ্মণ কুলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার।
নীচ জাতি হ'য়ে ক'র্ব্ব ধর্ম্মের প্রচার॥"

---

* স্বর্গাদিফল-শ্রুতি পূর্ণ-যাগ যজ্ঞাদি নানা ক্রিয়া কাণ্ড মূলক ধর্ম্ম—যাহা গীতায় তামসিক কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ঢাকাজেলার উত্তর সদর মহকুমায় কালীয়াকর থানার অন্তর্গত নিশিন্দাহাটি গ্রামে নির্ম্মল চরিত্র স্বর্গীয় লক্ষ্মণ সরদার মহাশয়ের যে পুত্ররূপে তাঁহার আগমন, তাঁহার জন্ম সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক জনশ্রুতি আছে। পাগলনাথ চরিতাবলম্বনে মদ্রচিত যে গ্রন্থ আছে, তাহা প্রকাশিত হইলে পাঠকবর্গ তৎপাঠে অনেকে জানিতে পারিবেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে বিস্তৃত অবতারণার আর স্থান নাই। সকলেই জানেন আমি বড় বেশী কিছু মানি না এবং বিশ্বাসও করিনা কিন্তু একবার পাগলনাথ দর্শনে এবং তদীয় বাক্যামৃত শ্রবণে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ভুলিতে পারিবনা। ভস্মস্তুপের মধ্যে বা ঘোর অন্ধকারচ্ছন্ন পর্ব্বত গুহায় যেমন অমূল্য অত্যুজ্জ্বল মাণিক্য লোক চক্ষুর অন্তরালে লুক্কাইত থাকে, তিনিও তদ্রূপ জাতিকুল-ধর্ম্ম-গর্ব্বিত নরনারীর ধারণার অতীত রূপে ছিলেন। যে কৃষক সন্তান ভীষণকায় ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সঙ্কুল পার্ব্বত্যারণ্যে কাষ্ঠাহরণে যাইয়া অপূর্ব্ব জীবন লাভ করিয়া, পাগলনাথ নাম ধারণ করেন,—তাহা বড়ই বিস্ময়াবহ! উক্ত পরিবর্ত্তিত জীবন মধ্যে তিনি আর অন্নজল গ্রহণ করেন নাই, শুধু কাঁচা দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ ফলাদি মাত্র সেবন করিতেন। তদীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ লোকগঠিত মূর্ত্তি, গাছ, পাথর বা অন্য কোন সৃষ্টপদার্থকে দেবতা বোধে পূজা করেন না। প্রাণিহিংসা বা প্রাণিবধ নিষিদ্ধ। মৎস্য মাংসাদি পরিবর্জ্জনে নির্ম্মল স্বাত্বিকীভাবে নিরামিষ ভোজন করা ও এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্বরূপ পরম গুরু পরম ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন দেবতান্তরে ভক্তি না করা। মানবের জাতিভেদ স্বরূপ নাম কিংবা চিহ্ন ধারণ না করা। উক্ত মত সকল মানিয়া সকলেই একজাতি ভুক্ত হওয়াই পাগলনাথ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিয়ম।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমস্তকুল, নব-শাখাদি বহু শ্রেণী মিশিয়া পরস্পর পুত্র-

কন্যাদি আদান প্রদানে বিবাহাদি সংবন্ধে তাঁহারা এক মিলিত মানবজাতি হইয়াছেন। গুরু, পুরোহিত প্রথা বর্জ্জনে স্ব সম্প্রদায় স্থিত ব্যক্তিরাই বিবাহাদিতে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন।

বহু মুসলমানও অখণ্ড এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া তদীয় ধামে উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকেও নিরামিষ স্বাত্ত্বিকী ভোজী। অনেকে অন্ন জলাদি বর্জ্জনে শুধু ফল ও দুগ্ধ সেবনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তদীয় সম্প্রদায়ে ভিক্ষাদান প্রথা বর্জ্জিত। পাগলনাথের উপদেশ—"সদুপায় সঙ্গত কাজ করিয়া খাও,—অন্যের দ্বারে ভিক্ষুক হইওনা এবং ভিক্ষা দি'ওনা। সংসার-ধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন গর্হিত কর্ম্ম ও অধর্ম্ম। যে বৈষ্ণবগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা গৌরাঙ্গবাক্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঘোর বিপরতই সাধন করিতেছে। চৈতন্য চরিতামৃতই দেখা যায় শ্রীগৌরাঙ্গ দেব উহাকে বেশ্যাচার বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন।

লোকে সকল কাল্পনিক কর্ম্মকাণ্ড বেদোক্ত ধর্ম্মে এতদূর মুগ্ধ যে, সেই বিশ্বচৈতন্য পরমাত্মা পরমব্রহ্মের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে, ভূলেও সেই প্রাণের প্রাণকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হয় না; কিন্তু তাঁহাকে জানিতে না পারিলে যে আর কিছুতেই প্রাণ ও আত্মার সফলতা নাই, ইহাই পাগলনাথের প্রধান বাক্য ও ধর্ম্মমত। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-বাক্যে রাজর্ষি জনকের প্রতি উপদেশ আছে,—"যাহাদের সাঙ্গ বেদাধ্যয়নে একান্ত আসক্তি থাকে অথচ আকাশাদি মহাভূত সমুদয়ের সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে অবগত হইতে না পারে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ঘৃতার্থী হইয়া গর্দ্দভীর দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহা হইতে ঘৃতোপযোগী নবনীত উৎপন্ন হয় না—বরং

বিষ্ঠাতুল্য দুর্গন্ধ পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া প্রকৃতি ও পরমব্রহ্মকে জানিতে না পারে, সে নিতান্ত মূঢ়—তাহার জ্ঞানোপার্জ্জন নিতান্ত নিস্ফল। যত্নপূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষের উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর সংসার মধ্যে জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয় না। কর্ম্মকাণ্ড বেদোক্ত নশ্বর ধর্ম্মত্যাগ করিয়া অক্ষয় ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্ন সহকারে অহরহ জীবত্মাকে বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিকে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।" ধর্ম্মসম্বন্ধে পাগলনাথেরও এইমত। পাগলনাথের মতে গার্হস্থ্যধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদিও তিনি অন্নজল গ্রহণ করেন নাই, তবুও তাঁহার বর্ত্তমানে এক সময়ে তাঁহার ক্ষেত্রাদিতে ৪৫ পঁয়তাল্লিশখানা লাঙ্গল এককালে বহন হইত। তাঁহার সুবিশাল পরিবার ও আগন্তুকবর্গের ভোজন ক্রিয়া তাহাতেই নির্ব্বাহিত হইত। এতদ্ভিন্ন কেহ সঙ্কটে পড়িয়া শান্তিলাভ করিয়া, কেহবা রোগে ভোগিয়া আরোগ্যান্তে বহু মানসিকৃতদ্রব্য ও উপহার প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহার কয়েকখানা বাড়ীর মধ্যে ৪ চারিখানায় ইষ্টকালয় আছে। তিনি নবজীবন হইতে কোন গৃহে বা অট্টালিকায় বাস করেন নাই,—তৃণ ও বংশ নির্ম্মিত ছই'র মধ্যেই বাস করিয়াছেন। নিম্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত আসন ও পাদুকা, স্বর্ণাদি অলঙ্কার ও গরদের ধুতি পরিধান করিতেন।

তৎসম্প্রদায়ে তিনি বিধবার পুনর্ব্বিবাহও প্রচলন করেন। নানা লোকমত, জাতিভেদ ও অন্যায়-দেশাচার বিরুদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি পাগল নামে অভিহিত হন। এক্ষণ তিনি ঐ নামেই সর্ব্বত্র পূজিত পাগলনাথের সহধর্ম্মিণীদের মধ্যে স্বর্গীয়া মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেবীরও অতিশয় প্রভাবছিল,—তিনিও অন্নগ্রহণ করিতেন

না, শুধু দুগ্ধ ও ফলাদি সেবন করিতেন। তৎকন্যা স্বর্গীয়া চিরকুমারী ঢাকেশ্বরী দেবীও মহামহিমাময়ী ও মহাদেবীর প্রতিভা মণ্ডিতা রমণীরত্ন ছিলেন। রোগেও সঙ্কটে পড়িয়া প্রশমন মানসে তাঁহাদের সকাশেও বহুলোক উপনীত হইত। পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত লব ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ও বভ্রু বাহন ঠাকুর বিদ্যমান আছেন, মহাপ্রতাপ মণ্ডিত সুবিচক্ষণ কুশ ঠাকুর সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

পাগলনাথের অলৌকিক কাহিনীর বহুজনশ্রুতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে জাতির মধ্যে কোন অমিত প্রভাব সম্পন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ উদিত হইয়া সত্যের নূতন আলোক বিকীর্ণ করেন, সেই জাতিই জগতে ধন্য হয়, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ওড়াকান্দীর শ্রীশ্রীহরিঠাকুর।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ওড়াকান্দী গ্রামের মহাবতংশ শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিশ্বাস ঠাকুর মহোদয়ের নাম না জানেন এমন লোক এদেশে বিরল,—তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃদেবই মহাবতীর্ণ শ্রীশ্রীহরিঠাকুর। কবি রসরাজ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার মহাশয় সুললিত পদ্যচ্ছন্দে তদীয় চরিতাবলম্বনে,—"শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠেই তাঁহার অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর বাক্য আছে—

"প্রভু কহে ঈশ্বর হন পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের ক্রিয়া নহে বেদ পর তন্ত্র ॥"

*　　*　　*　　*

"যদা যস্যানু গৃহ্নাতি ভগবান আত্মভাবিত
স জহাতি মতিং লোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ যৎকালে আত্মভাবিত ভগবান যাহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ কৃপা করেন, তৎকালে তাহার লোক ও বেদ ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি পরিত্যাগ হয়।

যাহার হৃদয়ে ভগবানের সেই সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা লাভ হয়, সেই মহাপুরুষও সামাজিক ভ্রান্তি সঙ্কুল বিধি নিষেধ বা বেদধর্ম্ম গ্রাহ্য না করিয়া যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, তাহার বিজয় বৈজয়ন্তি উড্ডীন করিয়া দেন। সাধারণ মানুষ লোক ও সমাজভয়ে বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদের অনুগত ও পথানুবর্ত্তী হয়,—মহাপুরুষগণ তাহা করেন না। তাহাঁরা প্রবল বিক্রমে অন্যায়ের গহন দুর্গ চুরমার করিয়া কর্ত্তব্যের পথ প্রশস্থ করেন। মহাপুরুষ হরি ঠাকুরও নানা লোকমত ও সামাজিক বাধা, জমীদার কিম্বা তাহাদের কর্ম্মচারীবর্গের অমানুষিক অত্যাচারে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ করিয়াছেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় তিনিও ভক্তের দুঃখে দুঃখিত ও ভক্তগণের প্রতি পাষণ্ডদের প্রহার নিজের অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন,—তদ্দর্শনে পুরুষ ও রমণীগণ অজস্ররোদন করিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ সকলের যথার্থই মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ পাঠে প্রাণ স্বভাবতই কাঁদিয়া উঠে। যদিও তিনি রুষ্ট হইয়া অভিশাপ দেন নাই, তথাপি ন্যায়বান বিধাতার বিচারে তাহার প্রতিফল ও ফলিয়াছে। উক্ত

মহাপুরুষের লীলামৃত পাঠ করিয়া সকলে আরও মহা মহা ভাব ও কার্য্য অবগত হউন।

সমাজপূজ্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিশ্বাস ঠাকুর তাঁহার স্বনাম ধন্য পুত্র। উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রগণের মধ্যে স্বর্গীয় শশীকুমার বিশ্বাস উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সাব্‌রেজেষ্ট্রার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য যোগ্যতার সহিত করিয়াছেন। উক্ত শশীবাবুর একটি পুত্র ও একটি ভ্রাতষ্পুত্র বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে গিয়াছেন। বৎসরের মধ্যে বারুণিস্নান উপলক্ষে হরিঠাকুরের মেলা হয়। একবার ঠাকুর বাড়ীর এক মহতী সভায় ঢাকার কমিশনার সাহেব বাহাদুর এবং কয়েক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরগণ ও তদীয় ধামের অনেক সভায় আহুত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বয়রার প্রাচীন প্রসিদ্ধ রায়বংশ।

ঢাকাজেলার মানিকগঞ্জ সাব্‌ডিভিশনের হরিরামপুর থানার অন্তর্গত বয়রা নামক স্থানের রায় বংশীয়েরা অতিপ্রসিদ্ধ। এই বংশের আদি পুরুষগণ রাজচক্রবর্ত্তী স্বরূপ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের সেদিন গত হইয়াছে, তবুও এককালে ইহাঁরা বার্ষিক দ্বাবিংশতি সহস্র মুদ্রা দিল্লীর বাদসাহ সরকারে রাজস্ব স্বরূপ দিয়া থাকিতেন। কাল ক্রমে উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর অভাব হয়,—বংশে অন্তঃসত্ত্বা বর্ত্তিনী এক মাত্র বিধবা থাকেন। তিনি উক্ত সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণে যদি অসমর্থা হন, মুর্শিদা বাদের নবাব সে আশঙ্কায় উক্ত বিধবার গ্রাসাচ্ছদনোপযোগী কতক নিষ্কর ভূমি ও রায়দের প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী বিগ্রহ ও শালগ্রাম পূজার ব্যায় নির্ব্বাহার্থ কতক দেবোত্তর সম্পত্তি রাখিয়া অবশিষ্ট

সম্পত্তি সরকারের খাস করেন। উক্ত বিবাহে জিষ্ণুরায় নামে একপুত্র সন্তান হন। তদ্বংশধর গণ এখনও উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ও নিষ্কর ভূমির মালীক হইয়া অবস্থিত করিতেছেন। এক কালে উক্ত বংশে রায় দেবনারায়ণ রায় সিংহ বড়ই প্রবল প্রতাপান্বিত মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ের স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র রায় ও একজন প্রথিত নামা ব্যক্তিছিলেন। ইঁহাদের অপরাপর গোত্রধরগণ ঢাকাও ফরিদপুর জেলার বহুস্থানে বিদ্যমান দৃষ্টহয়। এই বংশধর গণের সংখ্যা বিস্তৃতিও অনেক। সরদারও সরকার উপাধিধারী কতিপয় শাখা ইহাঁদের মধ্যে বর্ত্তমান। ফরিদপুর জেলার স্বর্গীয় দুর্গা গতিরায় দান সাগর নামক বিখ্যাত বিখ্যাত ক্রিয়া করিয়া বহু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ সাব্ডিভিশনে হোসেনপুর নামক স্থানে সুপ্রাচীন পাকা বাড়ী ও জমিদারী স্বত্ব বিশিষ্ট রায় বংশীয়দের কথা, তাহাঁদের আদি পুরুষ মহারাজ সুষঙ্গ দুর্গাধিপতির একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সুষঙ্গ দুর্গাধিপতি তাহাঁর বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ রাজ্যের এক প্রধান অংশ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরপ্রদত্ত রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, এরূপ কিংবদন্তি আছে।

কাটাখালীর মজুমদার।

ফরিদপুর জেলার সদরসাব্ডিভিশনের অন্তর্গত বর্ত্তমান চর রামনগর ও চর বিষ্ণুপুর নামকস্থানের মধ্যবর্ত্তী কাটাখালী নামকস্থানের প্রাচীন প্রসিদ্ধ পরবিলোচন মজুমার মহাশয়ের বংশধরগণ, কাটাখালীর মজুমদার নামে প্রসিদ্ধ। সম্রাট সরকারের উচ্চতম অমাত্য রূপে উক্ত মজুমদার

মহাশয় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এক কালে এই বংশধর গণের যেমন উচ্চ পদ মর্য্যাদা তেমনই প্রচুর ভূসম্পত্তিও ছিল। রাজা রাজবল্লভই গেলেন, আর থাকিবেই বা কি? ঢাকাজেলার দক্ষিণ সদর সাব্‌ডিভিশনের সাবেক বিলাসপুরে সেদিনও ইহাঁদের প্রচুর ভূসম্পত্তির কতকাংশ ছিল, এখন তাহাও পরহস্তগত। ঢাকা জেলার দক্ষিণ সদর সাব্‌ডিভিশনের, কোন কোন স্থানে ইহাঁদের বংশধরগণ আজও বাস করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বের নাম ভিন্ন আর সে পার্থিব সম্পদ নাই। আশা করি উন্নত শিক্ষায় অগ্রসর হইয়া ইহাঁরা পূর্ব্ব নামের যথার্থ গৌরব রক্ষায় শিথিল প্রযত্ন হইবেন না। উক্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত জলধর মজুমদার ও পূর্ণচন্দ্র মজুমদারকে এবিষয়ে বিশেষ কৃতযত্ন হইতে বলি। কুড়ন্ধরের মজুমদার নামক আরও একটি বংশ ছিল। এই নমস্থকুল-সম্ভুত কুড়ন্ধরের মজুমদার গণের আদিপুরুষ একজন প্রতাপান্বিত ভূ-সম্পত্তিবানব্যক্তি ছিলন। এই সম্পত্তিবানগণই তদানীন্তন বঙ্গের এক একজন প্রাদেশিক রাজা স্বরূপ ছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত পুরুষ যখন কোথাও বাহির হইতেন, তখন রাজোচিৎ বেশভূষায় চলিতেন। স্বর্ণাদি খচিত নয়হস্ত দীর্ঘ দণ্ড বিশিষ্ট প্রকাণ্ড ছত্র ইহাদের মস্তকোপরি ছত্রধর গণ ধরিয়া রাখিত। এই জন্য ইহাঁদের নাম কুড়ন্ধরের মজুমদ্দার হয়। বর্ত্তমান সময়, ইহাদের বংশধর আর নাই, কালগর্ভে প্রতাপ প্রতিপত্তির সহ ক্রমশঃ সব বিলীন হইয়া গিয়াছে। জাত্যাভিমানও বোধ করি পতনের অন্যতম কারণ।

কাটা খালীর বিশ্বাস।

এই বংশধরগণের আদিপুরুষগণ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে পদ্মার অন্তুতট প্রদেশে দিগন্ত প্রবাহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাল কর্ত্তন করিয়া দিয়া দেশের কৃষি বাণিজ্যাদির অনেক উন্নতি সাধন করেন। জনহিত কর ঐসকল কার্য্যের দরুণ এই বংশীয়েরা কাটা খালীর বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের বিশ্বস্থ বন্ধু বলিয়াও ইহাদের বিশ্বাস উপাধি প্রসিদ্ধ হয়। এই বংশধরগণ সংখ্যা বিস্তৃতিতে অত্যধিক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। খুলনা, ফরিদপুর, যশোহর, পাবনা ও ঢাকাজেলা ব্যাপিয়া ইহাদের বংশধরেরা অবস্থিতি করিতেছেন। খুলনা জেলার "টিয়াখালীর" বিশ্বাসও এই বংশের গৌরবমান। তাঁহাদের অতি প্রাচীন পাকা বাড়ী ও জমিদারী স্বত্বের কতক এখনও বর্ত্তমান। উক্ত স্থানে ও তাহাঁরা খাল কাটাইয়া দিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। এসকল অতি প্রচীনের কথা, তৎপর প্রাকৃতিক কারণে অনেক ভৌগলিক পরিবর্ত্তনও সাধিত হইয়াছে। ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার সন্নিকটস্থ পূর্ব্বতন রামনগর ও বিষ্ণুপুরের মধ্যদিয়া যে প্রকাণ্ড খাল খনন করাইয়া ইহাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা কীর্ত্তি নাশা পদ্মা স্বীয় গর্ভে গ্রাস করিয়া স্বীয় নামের স্বার্থকতা সাধন করেন। রাজা কিংবা বড় বড় ভূম্যাধিকারী ভিন্ন নানা গ্রামও গ্রামান্তর দিয়া খাল খনন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ব নহে। ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে, প্রাচীন কালে কত দূর শক্তিমান ও বিশাল ভূসম্পত্তিবান ছিলেন, তাহা উক্ত উক্ত কার্য্য কলাপ দ্বারা সহজেই অনুমান হয়। যদিও সেই অতীত গৌরব এক্ষণ অতীতের গর্ভে বিলীন, তবুও ইহাঁদের বংশধরগণ যিনি যেখানেই আছেন, সেই অতীত গৌরব বিলুপ্ত নদের ন্যায় ক্ষীণ রেখাটুকু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ওড়াকান্দীর প্রসিদ্ধ

বিশ্বাস ঠাকুর গণও এই বংশের বর্ত্তমান গৌরব সূর্য্য। এই বিস্তৃত বংশ সংখ্যা ধিক্য বশতঃ বহুপূর্ব্ব হইতেই নানা জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহুদিন হইতে বিভিন্ন স্থানে বসতি নিবন্ধন তাহাঁরা পরস্পর পরিচয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া থাকেন। এই বহুবিস্তৃত বিশ্বাস বংশেরও সেইরূপ হইয়াছে, এক্ষণ এই নবযুগে নব শিক্ষার প্রভাবে পরস্পর পরিচিত ও মিলন আবশ্যক। এখানে আরও একটিকথা অন্যস্থানীয় জন সাধারণের গোচরার্থ বলিয়া রাখি, এদেশের কুলীন শ্রেণীর নমস্য কুল দিগকে "রায় মজুমদার শ্রেণী" বলা হইয়া থাকে। এই "রায় মজুমদার শ্রেণী" শুধু "রায় মজুমদার" উপাধিকগণ লইয়াই নহে। বিশ্বাস, ঠাকুর, সরকার, সর্দ্দার, অধিকারী, মল্লিক, হাজারা, বৈরাগী এইরূপ বহু উপাধির বংশ পরম্পরাও পর্য্যায়ে এক বলিয়া ঐ কুলীন বা "রায়, মজুমদার শ্রেণী।" বর্ত্তমান সময়ে এদেশের এই শ্রেণীর কর্ত্তৃত্ব বা পরিচালকত্ব শ্রেণীর নেতৃগণ মধ্যে এই বংশধর গণই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, এমনকি মুসলমান গণ পর্য্যন্ত ও পল্লীগ্রামের নায়কত্বে ইহাঁদিগকে মানিয়া চলেন;—কিন্তু এক ওড়াকান্দী ভিন্ন এদেশে অবস্থা চক্রে ইহাঁরা পূর্ব্বের মত বড় বড় অভিভাবক হারাইলেও বর্ত্তমান সময় ফরিদপুর জেলার সদর সাব্‌ডিভিশনের অন্তর্গত সাহেবের চর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু বিশ্বাস মহাশয় ও বিলাসপুর ও চর নবাবগঞ্জস্থ শ্রীযুক্ত মহারাজ বিশ্বাস সরকার উক্ত "রায়-মজুমদার শ্রেণী"র মধ্যে সর্ব্বত্র সম্মানিত ও প্রতিপত্তি শালী নেতা। পূজ্যপাদ রামতনু বিশ্বাস মহাশয় একজন সুবক্তা এবং সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। পূজ্যপাদ মহারাজ বিশ্বাস সরকার মহাশয় জাতীয় সমাজে গণ্যমান্য মহারাজ চক্রবর্ত্তী তুল্যই বটে,—তাঁহার আমায়িকতা, নিঃস্বার্থ-পরহিতৈষণা ও বদান্যতা শত মুখেও বলিয়া শেষ করা যায়না। তিনি স্বর্ণযুগের নির্ম্মল নির্লোভ মানুষ বলিয়া সতত প্রশংসিত।

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে ইহাঁরা দেশেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতৃ স্থানীয় হইতেন। চররাম নগরের শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র বিশ্বাস পঞ্চায়েতের কার্য্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত,—ফাষ্ট ক্লাসের সার্টিফিকেট, রিষ্ট্‌ওয়াচ এবং স্বর্ণাঙ্গুরী প্রভৃতি উপহার প্রাপ্ত।

ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা ব্যাপিয়া চর নবাবগঞ্জ নামক যে প্রসিদ্ধ জমিদারী,—এই বংশধর বাবু মুকুন্দবিহারী সরকার তাহার একজন অংশীদার। উক্ত উভয় জেলার মধ্যগত চর বিলাসপুরের মধ্যে একখণ্ড তালুক স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত মহারাজ বিশ্বাস সরকার ও বাবু গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস প্রভৃতি পিতৃপুরুষ পরম্পরায় অধিকার ভুক্ত। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস মহাশয় একজন উচ্চশিক্ষিত প্রাচীন নেতা। স্বর্গীয় ময়ারাম বিশ্বাস সরকার মহাশয়ের নামে উক্ত তালুক প্রতিষ্ঠিত। ময়ারাম বিশ্বাস ঠাকুর একজন দেশের, দশের এবং সমাজের উপর নির্ব্বিরোধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভুত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সমাজে উৎপীড়িত দিগের তিনি পরম সহায় পতিত পাবন স্বরূপ এবং দুর্ব্বল দিগকে প্রবল দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া ও নানারূপ মহদ্‌গুণরাজীর অপূর্ব্ব সৌরভে জাতীয় সমাজে তিনি চির বরণীয় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন। ঢাকা জেলার প্রকাশ দোহারের স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস ঠাকুরের দেবতুল্য কীর্ত্তিকলাপের কাহিনীও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তৎপুত্র স্বর্গীয় রামনিধি বিশ্বাস ঠাকুরের পুত্র স্বর্গীয় গুরুচরণ বিশ্বাস ঠাকুর ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিচার ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। একদিন বিলাসপুর পরগণায় এই বংশধরদের বহু তালুকীস্বত্ব ছিল,—এখন অবস্থাচক্রে অন্যের হস্তগত। পূর্ব্বতন সময়ে মহা দুর্দ্দান্ত বিখ্যাত ডাকা'ত ভ্রাতাদ্বয়, এই বিশ্বাস বংশের মহা প্রতাপ ভ্রাতাদ্বয়ের নিকট দ্বন্দ যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিয়া বিপুল সম্মান

প্রদর্শন করতঃ চলিয়া যায়। পূর্ব্বকালে এদেশের হিন্দু অধিবাসীর অনেকেই ডাকা'ত ভয়ে দেশান্তর গমন করেন, কিন্তু বিশ্বাস বংশ নির্ভয়ে বাস করেন। স্বর্গীয় উক্ত গুরুচরণ বিশ্বাস ঠাকুরের দুই পুত্রই শ্রীনীতানাথ বিশ্বাস ও শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

বিখ্যাত ধর্ম্মদীয়ের রায়বংশ।

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত ধর্ম্মদীয়ের রায়বংশও অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। এই বংশের স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় একজন সুবিদ্বান সুবুদ্ধিমান এবং যশোমানে প্রতিষ্ঠা-ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান সময় সমাজপূজ্য শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন রায় মহাশয়ও তদুপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তিনি পঞ্চায়েতী কার্য্যেও গবর্ণমেণ্ট হইতে উচ্চ প্রশংসার সহিত স্বর্ণাঙ্গুরী ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রভৃতি উপহার দ্বারা পুরস্কৃত উক্ত ভাঙ্গা থানার খড়্গপুর পরগণায় তালুক, কায়েমী ও মৌরশি সত্ত্ববিশিষ্ট ভূসম্পত্তির তিনি পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরা সূত্রে উত্তরাধিকারী। তিনি সমাজের একজন সুপরিচালক ও উচ্চ বুদ্ধিমান নেতৃস্থানীয়। পুরুষ-পরম্পরা আচরিত দোল দুর্গোৎসবাদি তাঁহারা এক্ষণেও লইয়া আছেন।

ধর্ম্মখাঁর বিখ্যাত সরকার বংশ।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে পদ্মার শোভনীয় তটে ধর্ম্ম খাঁ নামক স্থানের সরকার বংশীয়েরাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ফরিদপুর ও ঢাকা উভয় জেলা ব্যাপিয়াই তাঁহাদের বংশ বিস্তৃতি। ফরিদপুর জেলার ভদ্রাসন থানার অন্তর্গত বীরাগ্রগণ্য বিখ্যাত স্বর্গীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরমোহন সরকার মহাশয় একজন সমাজ পরিচালক সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি, জেলার জজকোর্টের একজন সম্মানিত জুরীর পদেও তিনি অভিষিক্ত। ঢাকা জেলার দক্ষিণ সদর মহকুমায় দোহার থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র সরকার মহাশয় একজন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও সুশালিসী বিচারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাঁহারই খুল্লতাত ভ্রাতা।

চর নাছিরপুরের বিখ্যাত সরকার বংশ।

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত চর নাছিরপুরের স্বর্গীয় নবকিশোর সরকার, গোপালচন্দ্র সরকার এবং হরিশ্চন্দ্র সরকার মহাশয়দের নাম প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্রই বর্ত্তমান ভাগ্যবান শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সরকার; জাতীয় উন্নতি ও সুশিক্ষার পথ প্রদর্শক শ্রেষ্ঠ নেতৃস্থানীয়। তৎ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সরকার ইংলিশে এম্, এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ডিপুটী ম্যাজেষ্ট্রেটী পরীক্ষায়ও কৃতকার্য্য হন এবং সাব্ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত

হইয়া কাজ করিতেছেন। আশা করি উক্ত কার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়া তিনি স্ববংশ উজ্জ্বল করিবেন। জগৎ বাবুর প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরেজী স্কুলটিও বিখ্যাত,—আশা করি পিতাপুত্রের সমবেত চেষ্টায় উক্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়া জাতীয় শিক্ষার পথ পরিসর করিবে। উক্ত জেলার চর নবাবগঞ্জের বিখ্যাত জমিদারগণেরও জগৎবাবু একজন যোগ্য অংশীদার পরম ভাগবত সাধক রামকৃষ্ণ ঘোষের ভ্রাতষ্পুত্র ফরিদপুরের মোক্তার বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার,—বাবু জগচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের জামাতা। সুরেন্দ্র বাবুর ভ্রাতষ্পুত্রই শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মধ্য ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক ও ফরিদপুর জজকোর্টের জনৈক জুরর।

বিখ্যাত রাম নগরের সরকার বংশ।

"রায় মজুমদার শ্রেণীর" মধ্যে এই বংশও প্রতিষ্ঠাভাজন,—শৌর্য্যে বীর্য্যে ও সংখ্যাধিক্যে অধিক। রামনগর পুনঃ পুনঃ পদ্মা গর্ভে বিলীন হইয়া এক্ষণ ফরিদপুর জেলার সদর মহকুমার চরভদ্রাসন থানার অন্তর্ভুক্ত। স্বর্গীয় কানাইলাল সরকার উক্ত বংশের পূর্ব্বতন এক প্রসিদ্ধনামা দেশ বিখ্যাত ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। স্বর্গীয় দুর্লভ চন্দ্র সরকারও, জ্যেষ্ঠাগ্রজ কানাইলাল সরকার মহাশয়ের উপযুক্ত কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। শিক্ষা ও সাধনায় যত্নবান হইলে এই বংশধরেরা যে প্রভুতঃ উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,—কেননা ইহাঁদের মধ্যেও অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, নীলের টেকের শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি। উক্ত গ্রামের মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক।

আনন্দ রায়ের বংশ।

ফরিদপুর জেলার সদর সাব্ ডিভিসনের অন্তর্গত চারিয়াণীর টেক নামকস্থানে এক্ষণ যে প্রচুর সম্পাতি সম্পন্ন স্বনাম প্রসিদ্ধ বাবু নীলকণ্ঠ রায় প্রসিদ্ধ, তাহাঁর পিতারই নাম স্বর্গীয় আনন্দ চন্দ্ররায়। ঢাকা জেলার দক্ষিণ সদর মহকুমায় ও তদ্বংশধরগণ আছেন। নীল কণ্ঠরায় ইচ্ছা করিলে প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় যেরূপ অর্থ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা সমাজের অনেক হিতজনক কার্য্য করিতে পারেন উক্ত বংশেরই একজন যুবক বাবু কেদার নাথ রায় আণ্ডার গ্রাজুয়েট হইয়া উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

চর নাছির পুরের রায়।

ফরিদপুর জেলার সদর সাব্ ডিভিশনের অন্তর্গত চর নাছির পুরের স্বর্গীয় রামজীবন রায় মহাশয় রাজা বল্লাল সেনের একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। উক্ত সময়ে উক্ত নাছির পুর নামক পরগণার জমীদারী সত্বও তাহাঁর ছিল। কালের অতলগর্ভে সব লয়, এক্ষণ তদ্বংশ ধরগণ ঢাকাও ফরিদপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেছেন। উক্ত ৺মধুসূদন রায় একজন হৃদয় বান ব্যক্তি ছিলেন।

৺হরিদেব মুহুরীর বংশ।

ফরিদপুর জেলার সদর সাব্‌ডিভিশনে বর্ত্তমান চর মুকন্দিয়া নামক যে বিখ্যাত পরগণা,—এককালে উক্ত পরগণার মালীকত্ব নমস্ত কুলসন্তান স্বর্গীয় হরি দেব মুহুরীর ছিল। "তালুক কৃষ্ণ চন্দ্র চণ্ডীচরণ" বলিয়া উল্লিখিত উক্ত তালুক তদ্বংশধর গণেরই নামানুসারে বিখ্যাত। ভাগ্য কুলেয় ভাগ্যবান স্বর্গীর রাজা শ্রীনাথ রায়, উহা মিঃ ডেভিড্ সাহেব হইতে সাড়েতিন লাখ টাকায় খরিদা সূত্রে মালিকান হইয়াছেন। আয়ও প্রায় লাখের নিকটবর্ত্তী। এইরূপ ধনাঢ্য কুলের বহু সম্পত্তিই অবস্থা চক্রে পরহস্তগত।

ডুলাইর ডাঙ্গীর বৈরাগী ও অধিকারী বংশ।

ফরিদপুর জেলার সদর সাব্‌ডিভিশনের মধ্যে ডুলাইর ডাঙ্গীর বৈরাগী ও অধিকারীগণ একদিন মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ ছিলেন এবং তাহাঁদের বিদ্যা বিনয়াদি গুণ রাজীসহ পার্থিব সম্পদ ও কম ছিলনা। কোনও প্রাচীন বংশধরদেরই যখন আর সে পূর্ব্বরূপ নাই, তখন ইহাঁদেরই বা অন্যরূপ হইবে কেন? কালচক্র সকলকেই সমভাবে নিষ্পেষণ করিয়াছে। কুলীন বা রায় মজুমদার শ্রেণীর নমস্ত কুলের মধ্যে বংশ মর্য্যাদায় ইহাঁরাও অন্যতম। এই বংশ মর্য্যাদা লইয়া আজকাল বড়ই সমস্যা। এক শ্রেণীর লোক ইহাকে উপড়াইয়া কর্ম্মনাশার অতল জলে ডুবাইতে চান। তাহাঁরা বলেন "ইহাদের যখন আর সেই প্রাচীনের মত বিদ্যাদি বিবিধ-গুণরাজী নাই, তখন ইহাঁদিষকে

মানিব কেন?" বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলি "বটতলার বহি গুলির মুদ্রাঙ্কন নগণ্য হইলেও এককালে ইহারাই জাতীয় মাহাত্ম্য ও গৌরব গাথা অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছিল,—নতুবা আধুনিকের যতই কেন আমরা বড়াই করিনা,—পুরাতনের কিছুই থাকিতনা।" যে উচ্চতাভিমানী ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি এই কুলকে হীন ও ঘৃণ্য ভাবিয়া শৃগাল কুকুরের মত দেখেন, এই কুলীন শ্রেণী অনাহারে মরিলেও তাঁহাদের হীন ভৃত্যত্ব করিবেনা, মোট বহিবেনা, তাহাদের প্রসাদান্ন শৃগাল কুকুরের মত ঘৃণ্য স্থানে বসিয়া খাইবেনা, কুলীন শ্রেণীর এই বিশেষতঃ শত দুঃখ দৈন্যেও হারায় নাই। আর ঐ যে পর্য্যায় যাহারা সেই সকল নমস্ত কুলের নিন্দা নির্য্যাতন ঘৃণাকারকদের মোট ও পাদুকা বহনে চরিতার্থ হইবে, সজাতির বিদ্রোহাচরণ করিয়াও প্রভুদের মনোস্তুষ্টি সম্পাদন করিবে, কেননা কুকুর বড় প্রভূভক্ত। ইহাদের পর্য্যায়ে অসিয়া যে তাহারা বিশেষত্ব হারায় নাই, এজন্য তাঁহারা ধন্য বাদার্হ বটে! ইহাদের সহ সাম্য লইয়া শক্তিক্ষয় না করিয়া জাতীয় শিক্ষার সুমহৎ আদর্শ প্রদর্শন করুন, ইহারা আপনিই আসন ছাড়িয়া দিবেন। আর যদি সাম্য চান তবে বিশ্বকে সাম্যের আলিঙ্গনে বুকে তুলিয়া লইয়া যথার্থ বুদ্ধ চৈতন্য হউন, ধরণী ধাম অমর ধাম হইবে! কুলীন দিগকেও বলি, আপনাদের পিতৃপুরুষগণ একদিন যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জ্জনে বিদ্যাদি বিবিধ মহদ্‌গুণ রাজীর অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, যে মহত্ত্বে জনসমাজে তাঁহারা সেই ঘোর বৈষম্যের যুগেও দুরারোহ পার্ব্বত্য দুর্গও হেলায় অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা কমসাধনা নহে,—তাহার তুলনা আজিও মিলেনা,—এমন যে তাহাঁরা ছিলেন, তাঁহাদের বংশধর আমরা তাহার যদি কিছুও প্রদর্শন না করি, বরং নানা বিধ হীন কর্ম্ম বা শত মুর্খতার দ্বারা যদি তাহা মসিলিপ্ত করি, তবে পূর্ব্ব পুরুষদের সেই

মহৎ গৌরবের অব মাননা জনক মহাপরাধই হইবে নিশ্চয়। শৃগাল হইয়া সিংহের পরিচয় দান সিংহকে শৃগাল শ্রেণীতে পরিচিত করাই বটে।

সাব্‌ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ক্ষেত্রমোহন মণ্ডলের বংশ।

উক্ত বংশধর গণ প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় শিক্ষা ও সাধনায় অগ্রসর হইয়া ছেন দেখিয়া আমরা নিরতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। ক্ষেত্র বাবুর পিতামহ স্বর্গীয় রামসুন্দর মণ্ডল মহাশয ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন এবং মাতামহ স্বর্গীয় লক্ষ্মণ চন্দ্র বিশ্বাসও কাটাখালীর বিশ্বাস বংশের একজন তালুকদার ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বাবুর অভ্যুদয়। বাবু শীতলচন্দ্র রায়ও তদ্বংশধর দের অন্যতম, ইহাঁরাও চর নবাবগঞ্জের বিখ্যাত জমীদারীর অংশীদার।

বিলাসপুরের সরকার বংশ।

বিলাস পুরের বিখ্যাত সরকার বংশীয়েরাও এককালে প্রভুত সম্পত্তি সম্পন্ন ছিলেন। স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় সরকার পর্য্যন্ত সে গৌরভের অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান ছিল। কালের গর্ভে সব শেষ হইলেও চর নবাবগঞ্জের ভাগ্যবান শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সরকার অমায়িকতাগুণে এবং রাধানগরের বাবু ফুলচাঁদ সরকার বি, এ বিদ্যা সম্পদে বংশের উজ্জ্বল গৌরব স্বরূপ বিদ্যমান।

খুলনা জেলার বিখ্যাত মল্লিক বংশ।

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত খাড়া সম্বল পুরের স্বনাম ধন্য স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; তৎপুত্র মহাধন্যবান স্বর্গীয় প্রসন্ন চন্দ্র মল্লিক মহাশয় ছয়টি পুত্র সন্তান রাখিয়া স্বর্গ প্রয়াণ করেন। পিতামহের যত্নেই উক্ত ছয়টি সন্তান সর্ব্বোচ্চ ইংরেজী পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। প্রথম শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী মল্লিক বি, এ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্, ২য় বাবু মুকুন্দবিহারী মল্লিক এম, এ, বি, এল, এল্, এম্, সি, য়্যাড্ ভোকেট্ হাইকোর্ট। ৩য় বাবু অতুলবিহারী মল্লিক এম্, এ, বি, এল্, প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ, ৪র্থ, বাবু নীরদবিহারী মল্লিক এম্, এ, বি, এল্, ভূতপূর্ব্ব এম্ এল, সি, ৫ম বাবু ক্ষীরদবিহারী মল্লিক বি, এ, সাব্ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, ষষ্ঠ বাবু পুলিনবিহারী মল্লিক এম্, এ, বি, এল্,। সকলেই উচ্চপ্রতিভা গুণে জাতীয় গৌরব উজ্জ্বল করিয়াছেন। S. D. O. কুমুদ বাবুর প্রতিভা বান পুত্র উচ্চ ডাক্তারী শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন।

কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও চাঁদসীর ডাক্তার বংশ।

ফরিদপুর জেলায় গোপীনাথপুরের স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মল্লিক মহাশয়দের নাম অতি প্রসিদ্ধ। তাহাঁদের বাড়ীতে একটি হাই ইংলিশ স্কুল আছে। বাবু দুর্গাচরণ মল্লিক মে'ঝে কর্ত্তা নামে প্রসিদ্ধ।

বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসীর ডাক্তার বংশ নমস্তকুলের গৌরব স্থানীয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা এদেশে প্রচলনের বহু পূর্ব্বে ইহাঁরা সমগ্র

বাংলা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং নাটোর, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীগণের ইহাঁরা গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। ভারতীয় অস্ত্র-চিকিৎসার অতীত গৌরব আজও ইহাঁরা রক্ষা করিতেছেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বর্গীয় পদ্মলোচন দাশ ধন্বন্তরী মহাশয় পূর্ব্ব বঙ্গের রাজা জমিদার প্রভৃতি দ্বারা আহুত হইয়া ঢাকা অবস্থানকালে 'সুহৃদ ছাত্রাবাস' অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্য পুত্র শ্রীমান মোহিনীমোহন দাশ মহাশয় দেশসেবা সাহিত্য-চর্চ্চা এবং অমায়িকতা প্রভৃতি গুণরাজীর অপূর্ব্ব আধার।

বাংলাদেশের সকল নগরেই চাঁদশীর ডাক্তারগণের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ বংশের লোকব্যতিতও বহুকৃতি ব্যক্তি এই চিকিৎসায় যথেষ্ট গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা মহানগরীতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনমালী দাশ মহাশয় অতুল বিভব এবং যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। বরিশালের ডাক্তার স্বর্গীয় বিশ্বাম্ভর মণ্ডল মহাশয় ও অশেষ যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু মধুসূদন মণ্ডল বি, এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। টিয়াখালীর বিশ্বাসদের সহ চাঁদসীর ডাক্তার বাবুদেরও চন্দ্রদ্বীপে জমিদারী স্বত্ব আছে।

খুলনা জেলার স্বর্গীয় ডাক্তার সীতানাথ মণ্ডল বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন ও প্রভূত দানশীল বলিয়া সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যারিষ্টারী অধ্যয়নে ইংলণ্ডে আছেন।

উকিল সম্প্রদায় ও অন্যান্য।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিদ্ বাবু মুকুন্দবিহারী মল্লিক মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঢাকানগরীতে বাবু ধনঞ্জয় রায় এম, এ, বি, এল, বাবু মহাদেব মণ্ডল বি, এ, বি, এল, নোয়াখালী জেলার বাবু রজনীকান্ত দাস বি, এ, বি, এল, মহাশয়গণ ওকালতী করিয়া থাকেন। ঢাকা মাণিকগঞ্জ সাব্ডিভিসনের বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস বি, এ, বি, এল, ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস বি, এ, বি, এল, অন্যত্র ওকালতী করেন। যশোহর জেলার বাবু রসিক লাল বিশ্বাস, বরিশাল জেলার বাবু পার্ব্বতীচরণ হালদার বি, এ, বি, এল এবং অন্যান্য কয়েকজন উকিল নানাস্থানে প্র্যাক্টিসে আছেন।

ফরিদপুর জেলায় বাবু শশধর মণ্ডল বি, এ বি, এল, বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ সরকার বি, এ, বি, এল, ও বাবু কিশোরীমোহন সরকার বি, এ বি, এল ওকালতী করিতেছেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তত্রত্য একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিশ্বাস পূর্ব্বতন সময়ের একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন মোক্তার ছিলেন। মোক্তার বাবু যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের এক পুত্রও উচ্চশিক্ষার উপাধি লাভ করিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাতে গিয়াছেন। ফরিদপুরের মধ্যেই কয়েকজন সাব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ আছেন,—বর্ত্তমান বৎসরও একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। নোয়াখালী জেলার টবগ্রার স্বর্গীয় রাজচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতা গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দের নামও প্রসিদ্ধ। রামগঞ্জ ও লাখসাম থানার অধীন বহু তালুকী স্বত্বের তাঁহারা মালীক। ত্রিপুরা জেলার বাবু রাজকুমার দাস বি, এ, মহাশয় স্কুল বিভাগের সাব্ ইন্স্পেক্টর—আশা করি তিনি শীঘ্রই বি, টি, হইয়া ডেপুটী ইন্স্পেক্টরীতে উন্নীত

হইবেন। বাবু কলীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ, সাব্‌ রেজিষ্টার মহাশয় সকলককে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে স্বর্গধাম প্রয়াণ করিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম বর্ত্তমান বৎসর তথা হইতে একজন সাব্‌ রেজিষ্টার ও একজন পুলিশের সাব্‌ ইন্‌স্পেক্টরী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় প্রচুর সম্পত্তিশালী অনেক বর্ত্তমান আছেন, শিক্ষা ও সাধনায় অগ্রসর হইলে উক্ত স্থান নমস্তকুলের স্বর্গীয় নন্দনকানন হইতে পারে।

ঢাকা মহানগরীর পূর্ব্বদিকে দোলাইর পাড় নামক স্থানে সমাজের প্রসিদ্ধ নেতা রায় সাহেব রেবতীমোহন সরকার মহাশয় আপনার নানাবিধ কৃতীত্ব ও বিবিধ গুণ রাজি-প্রভাবে গবর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত সম্মানিত উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গবর্ণমেণ্ট হইতে মনোনীত একজন মাননীয় সদস্য। আমরা তাঁহা হইতে জাতীয় উন্নতির প্রভূত আশা করিয়া থাকি।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত "মনো ভারতের প্রকৃতি দর্শন।" "নিত্যামৃত প্রেম চন্দ্রিকা" প্রভৃতি গদ্য ও পদ্যময় গ্রন্থ প্রণেতা ঋষিপ্রাণ স্বর্গীয় রামনারায়ণ প্রামাণিক, "নমঃশূদ্র চন্দ্রিকা," প্রণেতা স্বর্গীয় পণ্ডিত রামনাথ বিশ্বাস। তৎপর বিক্রমপুরের স্বর্গীয় পণ্ডিত রঘুনাথ সরকার, উৎসবচন্দ্র বিশ্বাস, বাবু রামকিঙ্কর রায়, স্বর্গীয় ডাক্তার দীননাথ মণ্ডল মহাশয়গণ জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে প্রভূতঃ সহায়তা করিয়াছেন। পার জোয়ারের বাবু চন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত ডাক্তার। শেখর নগরনিবাসী স্বর্গীয় বাবু কৃষ্ণকুমার রায় সাব পোষ্টমাষ্টার এবং পাইনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দাস মহাশয়দ্বয়ই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পথ প্রদর্শক। উত্তর ফরিদপুর জেলার স্বর্গীয়

ভগবৎ প্রাণ জগচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ও আজীবন জাতীয় উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ের অব্যবহিত প্রারম্ভেই ঢাকা সুহৃদ ছাত্র নিবাসের প্রতিষ্ঠাতা বরিশাল জেলার স্বর্গীয় পণ্ডিত বাবু মদনমোহন রায়, গবর্ণমেণ্ট স্কুল বিভাগে এবং ঢাকা জেলার গৌরব স্থানীয় স্বনাম প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ মণ্ডল গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল সার্ভিসে জাতীয় সম্মান বর্দ্ধন করেন। তৎপর ফরিদপুর জেলার বাবু রাইচরণ মজুমদার, বাবু তারিণীচরণ বল, বরিশালের বাবু আনন্দচন্দ্র গাইন গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। ঢাকা জেলার ভূমদক্ষিণ নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার সদাশিব সরকার মহাশয়ও ডাক্তার কালীচরণ বাবুর সহাধ্যায়ী ছিলেন—পরে উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। এবং স্বগ্রামে প্রভূত যশের সহিত কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

লেখকও তৎসময়ে ঢাকা গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যায়নার্থ প্রবেশ করেন। স্বর্গগত বাবু অনাথবন্ধু সরকার মহাশয়ই প্রথম কলেজের ছাত্র এবং ফাষ্ট আর্টে দুই বৎসর পড়িয়া প্রথমতঃ মধ্য ইংরেজী স্কুলের হেড্ মাষ্টার, পরে পাবনা জেলার কালেক্টরীয়েট্ অফিসে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী বাবু মহিমচন্দ্র বিশ্বাস ফরিদপুর জেলার গোপীনাথ পুরের তাৎকালিক মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বরিশাল জেলার বাবু পরেশনাথ হালদার মহাশয়ও উক্ত সময়ের একজন সুশিক্ষিত ব্যাক্তি।

যে সুহৃদ ছাত্র নিবাসের কথা বলা হইয়াছে,—বাবু অনাথবন্ধু সরকারের নেতৃত্বে, লেখকও পণ্ডিত মদনমোহন রায়, বাবু ভীষ্মদেব দাস (উকিল ও ভূতপূর্ব্ব এম, এল্, সি,) বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস (ইনি ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান এবং স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত) পাবনার বাবু সুধন্যকুমার সরকার তালুকদার, ঢাকার বাবু সাধুচরণ

সরকার প্রভৃতির সহযোগীতায় উক্ত ছাত্রাবাসের নিম্ন লিখিত নিয়মাবলী বিধি-বদ্ধ হয়,—

১। সুহৃদ ছাত্র নিবাসের যে কোন সভ্য বা ছাত্র অশ্লীল গ্রন্থাদি পাঠ বা অশ্লীল আলাপ ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

২। সুহৃদ ছাত্র নিবাসের যে কোন সভ্য বা ছাত্র পতিতা নারীদের অভিনীত কোন থিয়েটার, যাত্রা, কবি প্রভৃতি নাচ গান দর্শন শ্রবণ করিতে পারিবেন না।

৩। সুহৃদ ছাত্র নিবাসের যে কোন সভ্য বা ছাত্র তামাকাদির ধুম্র পান বা অন্যবিধ যে কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৪। সুহৃদ ছাত্র নিবাসের যে কোন ছাত্র বা সভ্য দূষিত সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

উপরোক্ত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সুহৃদ ছাত্র নিবাস হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতে বাধ্য হইবেন।

নিয়মাবলীর শ্রেষ্ঠ নেতা বাবু অনাথবন্ধু সরকার ইংরেজী ও বাংলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করেন। সম্পাদকগণও প্রশংসার সহিত মন্তব্য বাহির করেন।

"নমঃশূদ্র কুল সন্তানগণের ছাত্রাবাসে যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ নীতি পরম্পরা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই আদর্শ স্থানীয় হইয়া ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। অপরাপর নানা সম্প্রদায়ের যে সকল ছাত্র নিবাস আছে, আমরা আশাকরি, তাঁহারাও সুহৃদ ছাত্র নিবাসের উক্ত আদর্শ নিয়মাবলীর অনুসরণ করিবেন। তবেই দেশ যথার্থ পুণ্যভূমি হইবে।"

ফরিদপুরের পণ্ডিত বাবু ষষ্টিচরণ সরকার, এবং আরও কতিপয় যথার্থ নীতিপরায়ণ ছাত্রগণও এক কালে সুহৃদ ছাত্র নিবাসে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন।

ঢাকা জেলার শূলপুরের হালদারগণ একসময় ধনেমানে ও বদান্যতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। দেবভোগের ধনাঢ্য ৺ রাধামোহন বিশ্বাসের নামও বেশ শোনা যায়। শিক্ষা ও সাধনা বিহীন হইয়া অপরাপর বংশেরও যে পরিণতি ইহাদের ও সেই গতি। নবাবগঞ্জ থানার দীঘীর পাড়ের স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বিশ্বাস একজন ভূসম্পত্তিবান ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

ধনশালীতা ও বদান্যতায় বিক্রমপুরের চণ্ডীবর্দ্দীর বাড়ৈদের নামও প্রসিদ্ধ। তাঁহারা কুলমানের সহিত ঈশ্বরকৃপায় বড় পাকা বাড়ী পাকা ঘরের অধিবাসী। স্বর্গীয় নিত্যানন্দ বাড়ৈ মহাশয় উদার চেতা মহানুভব স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। চর বিশ্বনাথের সরকারে বংশ ও প্রসিদ্ধ। উক্ত বংশের শ্রীযুক্ত রামকমল সরকার মহাশয় অমায়িকতা প্রভৃতি গুণে জাতীয় সমাজে বিশেষ সম্মানিত। রাণী খাঁ'র সরকার বংশের নামও সর্ব্বত্র বিখ্যাত। চর বিশ্বনাথের বাবু চন্দ্রকুমার রায় চিন্তাশীল একজন সুবক্তা।

জৈনসারের শ্রীযুক্ত রাজমোহন বাড়ৈ ঢাকার পূর্ব্বতন সুহৃদ ছাত্র নিবাসে থাকিয়া মোক্তারী অধ্যয়ন করিতেন। তিনি এখন তত্রত্য অঞ্চলের একজন সমাজ পরিচালক।

ঢাকার উত্তরদিগস্থ নন্দীগ্রামের পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় নয়নসুখ ও পরাণসুখ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভুতঃ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। জয়দেবপুরের স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের তাঁহারা খুব প্রিয়দর্শন ও স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন। বাবু মধুসূদন দাস উক্ত বংশের একজন কৃতী সান্তান।

ঢাকা জেলার ধামরাই থানার অন্তর্গত সাইট্টাবাড়ী নিবাসী বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়, বিখ্যাত বাবু হরিনারায়ণ সেন

মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উক্ত অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে বহু প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বনাম প্রসিদ্ধ মোক্তার বাবু চৈতন্যকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয় বাল্যে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দী গোপীনাথপুর প্রভৃতি অঞ্চল জাতীয় গৌরবের প্রসিদ্ধনেতৃস্থানীয়গণের আবাসভূমি, তাঁহাদের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। পাটগাতীর স্বর্গীয় জগমোহন মণ্ডলের বহু বিস্তৃত জমিদারী, তদীয় উত্তরাধিকারীগণেরই হস্তে আছে। অন্যান্য বহু জেলার বহুস্থানের বিবরণও আমার অজ্ঞাত নিবন্ধন প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আশা, উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে গ্রন্থের অপর খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিতে বাসনা রহিল। সহৃদয় মহোদয়গণ আমাকে বিবিধ তথ্যপূর্ণ জাতীয় ইতিবৃত্তাদি প্রদানে বাধিত করিবেন বলিয়া আশা করি।

শ্রীহট্ট অঞ্চলের বাবু কুশিরাম মোক্তার প্রভৃতি শিক্ষিতবর্গ ও নানা প্রকারে জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রভুতঃ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, বিস্তারিত না জানায় সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল, জাতীয় ঘৃণ্যাপবাদ মোচনে গবর্ণমেণ্টের সমীপে তাঁহার আবেদন ও অগ্রগণ্য স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

নদীয়া জেলার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য স্বর্গীয় হরমোহণ বিশ্বাস মহাশয়ের জামাতা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সরকার মহাশয়ই প্রথম বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত।

নমস্তকুলের বর্ত্তমান অবস্থা

ভারতবর্ষ বৃটিশ অধিকারে আসার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত নমস্তকুল প্রভৃতি কি শিক্ষা, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক কোন বিষয়েই উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতিপয় মহামনা খৃষ্টীয় মিশনারী ও ইংরেজ রাজপুরুষগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান এই জাতির মধ্যে ইংরেজীর সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা হইতে সর্ব্বোচ্চ উপাধীধারী গ্রাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট ও উচ্চ ব্যবহাবিদ্‌গণের অভাব নাই বটে, কতিপয় সুসন্তানগণ এম, এ, বি, এ প্রভৃতিতে প্রভূতঃ কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ আইন, উচ্চ ইঞ্জিনিয়ারী, উচ্চ ডাক্তারী, প্রভৃতি অধ্যয়নের জন্য মহানগরী ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং ব্যারিষ্টারীতে কেহ কেহ উত্তীর্ণও হইয়াছেন এবং শীঘ্রই আরও কয়েকটী উত্তীর্ণ হইবেন আশা করা যায়। কলিকাতা মহানগরীর আর্ট পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া একজন প্রতিভা সম্পন্ন ছাত্র আরও উচ্চ চিত্র বিদ্যা শিক্ষার্থ ইটালী মহানগরীতেও গমন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে এবং উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের আইন বিশারদের আসনে সমাসীন হইয়াও অনেকে জাতীর গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই সকল স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। উহার পুর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন, মধ্য বাংলা বা নর্ম্ম্যাল উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইরাছেন। তৎকালের মধ্যে বাংলা উত্তীর্ণগণ গবর্ণমেণ্টের ডাক্তারী, সার্ভে, এবং মোক্তারী পড়িয়া উক্ত কার্য্যাদির ডিপ্লোমা বা সনদ প্রাপ্ত হইতেন। বলা বাহুল্য এই জাতীর মধ্যে এক আধ জায়গায় উহার বিরল অস্তিত্ব ছিল

মাত্র। ঐ সময়কার যাঁহারা তাঁহারাই আমাদের প্রথম স্মরণীয় বিষয়।

ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দির ঠাকুরবাড়ীর বিখ্যাত বাবু শশিভূষণ বিশ্বাস ঠাকুর সাবরেজিষ্ট্রার এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, স্বনাম প্রসিদ্ধ মোক্তার বাবু কমলাকান্ত দাস মহাশয়গণও এক সময়ে সুহৃদ ছাত্র-নিবাস পাঠ্যাবস্থায় অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। ঢাকা জেলার শুভাঢ্যা গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় রাম কিঙ্কর রায় মহাশয়, এবং স্বর্গীয় ডাক্তার দীননাথ মণ্ডল মহাশয় উক্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সুপরিচালক নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

সুহৃদ ছাত্র নিবাসের উক্ত গৌরব সময়েই খুলনা জেলার বর্ত্তমান বিখ্যাত মোক্তার সুলেখক বাবু রাইচরণ বিশ্বাস কবিভূষণ মহাশয় ছাত্রাবস্থায় "নলধা শিশু সমিতি" স্থাপন করেন। মনে হয় শ্রেষ্ঠ দেশ নায়ক সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মীবর পরমশ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় একবার উক্ত "শিশু-সমিতির" কোন উৎসবে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। "সময়" নামক বিখ্যাত পত্রিকায় উক্ত পাঠ করিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রাইচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের নামে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তখনই তাঁহার নিকট একখানা পত্র লিখি, তিনি ও সন্তুষ্ট হইয়া তাহার উত্তর লিখেন। রাইচরণ বাবুর বাল্যের সেই কোমল কমল-করাঙ্কিত মনোহর মুক্তা রাজীসন্নিভ সুললিত পত্র খানা এখনও আমার প্রাণে বাল্যের সেই অনাবিল্য-স্বর্গীয় প্রেমের অপূর্ব্ব সৌরভ বিতরণ করিতেছে। রাইচরণ বাবুর আত্মীয় ও সহাধ্যায়ী বাবু রামচরণ মোহন্তেরও স্বর্গীয় চিত্র আমার স্মৃতি পথে সুধা বর্ষণ করিয়া থাকে।

অতঃপর আমরা যে যুগের কথা বলিব, তাহাই বর্ত্তমানের এই সর্ব্বতোপ্রতিভা বিকীর্ণ নানা বিচিত্র চিত্র সমাকীর্ণ এই মহাযুগ

এই যুগের প্রারম্ভে যেমন বসন্ত-পিক-কূজনিত সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল সৌরভিত সুরনন্দনগণের উপভোগ্য আরাম কানন—, অপরদিকে কালের কঠোর তূর্য্যনিনাদ নির্ঘোষিত মহাসমস্যা-জাল সমাচ্ছন্ন ভীষণ কর্ত্তব্য ভূমি।

১৯০২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা জেলার জয়মণ্টপ নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার বাবু সদাশিব সরকার মহাশয়ের ভবনে শ্রীপঞ্চমী উৎসব উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম "ঢাকা নমঃশূদ্র হিতৈষিণী সমিতি" সংস্থাপিত হয়। ১৯০৪ সন পর্য্যন্ত ঐ সমিতি একমাত্র নাতি পরিসর সমাজ সংস্কার লইয়াই ছিলেন। ১৯০৫ সনে যখন লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশ বিভাগ করেন, তাহাতে স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তখন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর নিবাসী বাবু নগরবাসী মজুমদার ও স্বর্গীয় পণ্ডিত রঘুনাথ সরকার মহাশয় সর্ব্বপ্রথম তদানীন্তন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যার্ ব্যাম্ফিল্ড্ ফুলার মহোদয়ের নিকট নমস্তু-কুল সম্প্রদায়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং রাজ নৈতিক মতামত জ্ঞাপন করেন। এই সময় হইতেই নমঃশূদ্র সমাজকে গবর্ণমেণ্ট এক নূতন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করেন। এই সময়ই অক্লান্ত কর্ম্মী নগরবাসী বাবুর আহ্বানে ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দী গ্রামের সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিশ্বাস ঠাকুর মহশয়ের সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় শশিভূষণ বিশ্বাস ঠাকুর, বাবু ভীষ্মদেব দাস বাবু রাধাচরণ মণ্ডল প্রভৃতি মহোদয় দিগকে এই রাজনৈতিক আন্দোলনে আহ্বান করেন। তাঁহারা এই সময় হইতেই ঢাকার সঙ্গে শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিষয়ে একমত হইয়া কাজ করিতে থাকেন। তাঁহারা ফরিদপুর সহর হইতে মাননীয় ডাক্তার মীড্ সাহেবকে তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ ওড়াকান্দী গ্রামে লইয়া যান এবং তাঁহার সাহায্যেই ওড়াকান্দী ও গোপীনাথপুরের মধ্য ইংরেজী স্কুল উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয়।

নগরবাসী বাবু এবং তাঁহার সহকর্মী বাবু বসন্তকুমার সরকার কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন। তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম বাবু ভারতচন্দ্র সরকার নবউদ্দীপনার সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া আসিতেছেন। নমস্তকুলের উজ্জ্বল কৃতী সন্তান বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস এম্ এ, প্রফেসার মহাশয় ও জাতীয় হিতার্থে সমিতির উন্নতি কল্পে ভারত বাবুর শ্রেষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯০৩ সনে ভারতবাবু অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের সহায়তায় উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবার মানসে একটি স্বতন্ত্র ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত ছাত্রাবাসের সুপরিচালনার্থ উহার ভার ১৯১০ সনে স্বর্গীয় রেভারেণ্ড পিটার নোব্‌ল সাহেব মহোদয়ের উপর অর্পিত হয়। এবং আজ পর্য্যন্তও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে এই ছাত্রাবাস পিটার নোব্‌ল ম্যামোরিয়েল হোষ্টেল নামে চলিয়া আসিতেছে। উক্ত ভারত বাবু যেমন একদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে নমস্ত-কুলের প্রতি গবর্ণ মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে ১৯১২ সনে জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিখ্যাত "অমল কুটীর" ও "অরুণ কুটীর" নামক ছাত্রাবাস দ্বয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় মঞ্জুর করাইয়া লন। গবর্ণমেণ্টের নিকট ডেপুটেশন ও অভিনন্দন দ্বারা নমস্ত কুল সমাজের যাবতীয় অভাব অভিযোগ জানাইবার একমাত্র অগ্রদূত স্বরূপ তিনিই বটে,—তেমনই অপরদিকে যাহাতে সমগ্র নমস্ত কুল সমাজে বিশেষতঃ ঢাকা জেলার সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেও অমনোযোগী ছিলেন না। ময়মনসিংহের রেভারেণ্ড মিঃ সাটন্, কুমিল্লার মিঃ বেরী, যশোহরের মিঃ জে, রীড্, ফরিদপুরের মিঃ সি, এস্, মীড্, বরিশালের মিঃ ডব্লিউ, কেরী, ঢাকার রেভারেণ্ড পিটার নোবল্ প্রমুখ মিশনরী সাহেবগণের চেষ্টায় প্রাথমিক ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস স্থাপন তাঁহার অক্লান্ত শ্রমের কাজ।

১৯০১ সনে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাতঃস্মরণীয় স্বনাম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় ও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত কর্ম্মী মহাত্যাগী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণের চেষ্টায় যখন "অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধায়িনী সমিতি" স্থাপিত হয়, *—তখন উক্ত ভারত বাবু তাঁহাদের সাহায্যে ঢাকা জেলার বেরস, কলাতিয়া, ও ইছর কান্দি প্রভৃতি গ্রামে মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলার বহুতর স্থানে বহুতর উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন। এই সময় ভারত বাবু ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু গণের চেষ্টায় মুসলমান সমাজের তদানীন্তন একচ্ছত্র নেতা ঢাকার নবাব স্যার সলিমউল্লা সাহেব বাহাদুর ও ধন বাড়ীয়ার নবাব নবাব আলী চৌধুরী সাহেব গণেরও নমো ব্রহ্ম সমাজের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, নমস্যকুলের সর্ব্ব প্রথম ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী মল্লিক, বি, এ, মহোদয় তাঁহাদের সাহায্যেই উক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

---

*উক্ত ১৯০৯ সনে প্রাতাস্মরণীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্বোধনে উক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভবনে মিঃ জে, এন্ রায় এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট্,রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্,মিঃ গিরীশচন্দ্র নাগ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু লাহা এম্, এ, ইস্কুল ইন্‌স্পেক্টর, মিঃ আর, কে, দাস ব্যারিষ্টার, মিঃ পি, কে, বসু ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ স্কুলের ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর, পূজ্যপাদ গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রচারক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রথম একটি মিটিং করিয়া উক্ত সমিতির প্রথম সূচনা করেন। বাবু হেমেন্দ্রনাথ দত্ত এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী এবং ট্রেজেরার নিযুক্ত হন।

১৯০৭ সন হইতে ভারত বাবুই ঢাকা জেলার "নমস্তকুল সমিতিকে" সর্ব্বপ্রকারে চালাইয়া আসিতেছেন এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশের ২২টী জেলায় "নমঃশূদ্র-সমিতি" স্থাপন পূর্ব্বক ১৯২৮ সনে ফরিদপুর কনফারেন্সে "নিখিল বঙ্গীয় নমঃশূদ্র এসোসিয়েশনের" কনষ্টিটিউশন বা নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেন। এবং ঐ বৎসরই ২০শে আগষ্ট বঙ্গেশ্বর স্যার ষ্ঠেংলি জেক্শনের নিকট সমিতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেকগ্নাইজ্ড্ করিবার জন্য এক ডেপুটেশন দেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯২৯ সনে সেপ্টেম্বর মাসে উহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেকগ্নাইজড্ হইয়াছে।

প্রাতঃস্মরণীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত যে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি-বিধায়িনী সমিতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ঢাকার বাবু হেমেন্দ্রনাথ দত্ত আপনার সুবিখ্যাত "ভারতমহিলা প্রেস" বলিতে গেলে তৎসঙ্গে "ভারতমহিলা পত্রিকা" ও বিস্তৃত বাটী এবং অর্থ বিত্ত যা কিছু এই অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধানার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন, অপরদিকে ঢাকা বিক্রমপুরের মধ্যপাড়ার বড় ঘরের এবং বড় শিক্ষিতদের সুসন্তান বাবু হরিনারায়ণ সেন আপনার সুখ-ভবন ও সুখ শয্যা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে ২ ঘুরিয়া, খাইয়া না খাইয়া যে অক্লান্ত শ্রম দ্বারা ত্যাগের মহা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—তাহা জাতীয় ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রচেষ্টায়ই

ভারত বাবুই স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে আপনাদের ছাত্রাবাসে অভিনন্দিত করিয়া নমস্তকুলের ব৷ দেশ মাতার অনুন্নত সন্তান দিগের শিক্ষা ও সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য উক্ত বিষয়ের প্রথম উদ্দীপনা করিয়া ছিলেন। উক্ত মহা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাতঃস্মরণীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম ভক্তিও কৃতজ্ঞতার সহিত চিরস্মরণীয় থাকিবে।

বাঙ্গালা-ও আসামের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই উক্ত সমিতি বহু সংখ্যক উচ্চ ও নিম্ন-প্রাথমিক,—মধ্য-বাংলা, মধ্য-ইংরেজী এবং কয়েকটী উচ্চ ইংরেজী স্কুলও প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয় শিক্ষার পথ পরিসর করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আরও যাঁহারা এই মহা প্রতিষ্ঠানের জন্য চিত্ত, বিত্ত এবং জীবন দ্বারা মহদুপকার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে গভীর কৃতজ্ঞতা ও পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া শিক্ষা-বিস্তার পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আশা

মহানগরী কলিকাতা হাইকোর্টের য্যাড্ভোকেট্ স্বনামধন্য উকিল বাবু মুকুন্দবিহারী মল্লিক এম, এ, বি, এল মহোদয় নানা রূপে নানা প্রতিষ্ঠানের জাতীয় উন্নতিয়নার্থ ব্যাপৃত আছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদার্হ

ফরিদপুর জেলার বাবু বিরাটচন্দ্র মণ্ডল বি, এ ভারতীয় অনুন্নত হিন্দু জাতি সমূহের উন্নয়ন প্রয়াসে মান্দ্রাজে যে বিরাট সভা হয় বিরাট বাবু সম্মানের সহিত আহুত হইয়া উক্ত মহাসভার সম্মানিত সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহাও গৌরবের বিষয়। তিনি একজন বিখ্যাত সুবক্তা।

যে সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারী রাজকার্য্য গৌরবের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন, তাঁহারাও বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

যে সকল অনার ও উচ্চোপাধিযুক্ত যুবকগণ উচ্চ উচ্চ বিষয় অধ্যয়নার্থ পুণ্যভূমি ইংলণ্ড ও ইটালী প্রভৃতি দেশেগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিভা ও সাধনা এবং দেশস্থ যে সকল উচ্চ ব্যবহারবিদ্, উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চ নেতৃস্থানীয়গণ জাতীয় উন্নয়নার্থ বিবিধ প্রকারে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের দিকেও আমরা সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছি। অতঃপর ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল সুসন্তানগণ জাতীয় উন্নতির বিচিত্র সৌধ পরম্পরা সত্যের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন,—সেখানে দ্বেষ থাকিবে না,—**হিংসা থাকিবে না,—পরস্পর মনোমালিন্য থাকিবে না।** মহাত্মা দধিচি, স্বীয় পঞ্জরাস্থি কাটিয়া দিয়া আপনার দেবজাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন,—সেইরূপ আত্মত্যাগী কৃতীসন্তানগণের সুসাধনা বিহনে

আমাদের এই মৃতকল্প জীবনহীন জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। যেদিন জাতীয় সুসন্তানগণ স্বীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া জাতীয় হিতার্থে যথার্থ উদ্বুদ্ধ হইবেন; সেইদিন প্রভাতারুণ সমাগমে বসন্তের পিককূজনিত বিবিধ কুসুমাস্তরণ সৌরভিত প্রীতিপ্রস্ফুটিত মনোহর নন্দন উদ্যানে পরিণত হইয়া এই বিশালকায় ভারতীয় জাতি বিশ্বজন-গণের মনোহরণ করিবেন। সেইদিন আবার সত্যের সেই সুধাময়ী স্বরলহরী তুলিয়া—এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম নাম-সঙ্গীতের পতিতপাবনী সুরধনীর ধারায় ধরণীবক্ষ পবিত্রকৃত হইবে।

নমোব্রহ্ম জাতির চণ্ডালত্বাপবাদ মোচনে সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায়পরতা।

হিন্দুগণ মুখে বলিয়া থাকেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ।" কিন্তু কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু যতদিন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু থাকিবে ততদিন সে হিন্দুসমাজের নিকট অনাচরণীয় অস্পৃশ্য চণ্ডাল ইত্যাদি বিবিধ ঘৃণ্য জনক আখ্যায় অভিহিত হইবে। হিন্দুর যে উচ্চ ক্ষৌরকার তাহাদের ক্ষৌরী করিবে না, যে ধোপায় কাপড় কাচিবে না, যে বেহারায় ডুলি বহিবে না, সেই অস্পৃশ্য হিন্দু যদি হিন্দু ধর্ম্মকে বরখাস্ত করিয়া কালাপাহাড় তুল্য হইয়া হিন্দুদের দেবদেবীর নাক কাণও কাটে এবং আর আর বৈর নির্যাতনও করে, তবে সেই মাহাত্ম্যে উচ্চ হিন্দু সমাজ আপনার প্রধান অঙ্গ নাপিত বেহারা ও ধুপী প্রভৃতি দিয়া অভিবাদন পূর্ব্বকও তাহাদের সম্মান করিবে।

নমোব্রহ্ম জাতি যে প্রধান বৈরী কালাপাহাড় তুল্য শত্রু প্রতিদ্বন্দীদের ঘোর আক্রমণ হইতে অনবরত হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, বলিতে গেলে যাহারাই হিন্দুসমাজের অস্থি মজ্জা ও মেরুদণ্ড স্বরূপ ও ক্ষত্র শক্তির ন্যায় পরিপালক,—সেই হিন্দুগণই নমোব্রহ্ম জাতিকে সরল মতি এতদ্দেশীয় সামাজিক অনভিজ্ঞ বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে চতুরতায় ভুলাইয়া পূর্ব্বতন সময়ের সেন্সাস্ রিপোর্টে চণ্ডালাদি ঘৃণ্য অপবাদ জনক আখ্যায় রেকর্ড করাইয়া লইয়া ছিলেন। পরে শিক্ষার আলোকে নমোব্রহ্ম সন্তানগণ যখন তাহা দেখিতে পাইলেন,—তখন, তাহার সংশোধনার্থ গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদনও প্রেরিত হইল। উক্ত বিদ্বেষ্টাগণের চতুরতাই যে উক্ত ভ্রমের কারণ গবর্ণমেণ্টও তাহা বুঝিতে পারিয়া ১৯১১ সনের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে তাহা সমুলে উঠাইয়া দিলেন এবং ইহারা যে, ব্রাহ্মণজাতি সে দাবীও উল্লিখিত করিয়া রাখিয়া দিলেন। চণ্ডালাদি লেখার নিষেধাজ্ঞা খুব জোড়ের সহিত প্রচার করিলেন।

Notice to go to all Stamp Vendors.

Notice to be hung up—

In Tehsil, In Court Office, In English office. In Nazırat, In Criminal office, In Municipal outpost.

That Namasudra must always be written and not chang for all persons of the said caste that the Deputy Commissioner has ordered that any once who does not write Namasudra shall be removed from employ.

(Sd) W. C. Macpherson.
Assistant Commissioner, 9. 9. 82.
Sylhet.

1882?

মর্ম্মার্থের বঙ্গানুবাদ—

সমস্ত ষ্ট্যাম্প বেণ্ডারের উপর নোটিস

সমস্ত নমঃশূদ্র জাতিকে অবশ্য নমঃশূদ্র লেখা হইবে,—কখন চন্ড চণ্ডালাদি বা অন্য কোনও কুৎসিত অপমান জনক শব্দ লেখা হইবে না। মাননীয় ডিপুটী কমিশনার বাহাদুর হুকুম দিয়াছেন, যে কেহ নমঃশূদ্র না লিখিবে তাহাকে চাকুরী হইতে একেবারে বরখাস্ত করা হইবে।'

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের সেন্সাস্ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জে, এম্, সি, সুইনি স্কোয়ার আই, সি, এস, মহোদয় লিখিয়াছেন—

"নমঃশূদ্র জাতির চণ্ডালত্ব বোধক শব্দ উঠিয়া যাইবে।" এই হুকুম জারি হইয়াছে। নং ৪০০৬ ডিঃ।

নমোব্রহ্ম।

বিশাল হিন্দু শাস্ত্র বারিধির কুত্রাপি "নমঃশূদ্র" নামক কোন শব্দ বা জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়না। অতএব উহা যে বিদ্বেষী রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক জাতিটির অবমাননার্থ আরোপিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহা শাস্ত্রোক্ত নাম হইলে শাস্ত্রের কোথাও না কোথাও পরিদৃষ্ট হইত। এমতাবস্থায় অন্যায় আখ্যাত "নমঃশূদ্র" নাম ত্যাগ করিয়া জাতিটির যাহা পূর্ব্বতন ধর্ম্মাচরণ ও অস্থিমজ্জাগত প্রাচীন সংস্কার স্বরূপ সেই "নমো ব্রহ্ম" নাম ব্যবহার করা কি শ্রেয়ঃ নহে? নমস্ত ব্রহ্মই যাহাদের প্রধান অবলম্বন অথবা বেদমন্ত্র ধারক ব্রাহ্মণার্থেও নমোব্রহ্ম নাম

প্রকাশ করে। ব্রহ্ম শব্দের একঅর্থ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা অদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্মসত্বা, অপর অর্থে বেদমন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, আর নমস্ত অর্থ পূজনীয়, ব্রহ্মই যাহাদের নমস্ত, এই অর্থেও নমোব্রহ্ম,—যেই নমস্ত সেই ব্রহ্ম এই অর্থেও নমোব্রহ্ম অথবা যে নমস্ত জাতি বেদমন্ত্র ধারণ করেন, তাঁহারাই নমোব্রহ্ম। এই রূপ নমোব্রহ্ম শব্দে ব্রহ্মোপাসক জাতিও বুঝায় এবং যাহারা বেদ মন্ত্রাচার বিশিষ্ট জাতি বা ব্রাহ্মণ জাতি তাহাও বুঝায়। বল্লাল কর্তৃক অবজ্ঞাত নাম ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মাচার সঙ্গত জাতিটির যাহা প্রকৃত সংজ্ঞা তাহাই গ্রহণ করা সুধীজনগণ কর্তৃক বিশেষ রূপে অনুমোদিত। রায়, মজুমদার, বিশ্বাস, ঠাকুর, অধিকারী ইত্যাদি উপাধি নমস্ত কুলের অতি প্রাচীন উপাধি। এই সকল প্রাচীন উপাধিধারী বহু প্রাচীন বংশ বর্ত্তমান সত্বেও বিদ্বেষপরায়ণ রিপোর্টারদের কথায় ভ্রান্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টও সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ করেন, "নমঃশূদ্র জাতি ঐসকল উপাধি নূতন গ্রহণ করিতেছে।" আংশিক সত্যও বটে অনেক স্থলে উহা হইলেও সকল স্থলে নহে। ঐরূপ করায় অনভিজ্ঞ উক্ত প্রাচীন উপাধিযুক্ত দিগকেও নূতন উপাধিযুক্ত বলিয়া ভ্রমকরা বিচিত্র নহে। ঐ দোষে মূলকেও অনেকে ভুল সিদ্ধান্তে ধরিয়া থাকেন। যাহারা ঐ সকল পরিবর্ত্তিত উপাধি নিজেরা ধারণ করিয়া সম্মান সূচক মণ্ডলত্ব ইত্যাদি মোচন করিয়া লওয়াও শ্রেয়ঃ বোধ করেন, কিআশ্চর্য্য? বল্লাল সেন কর্তৃক অশাস্ত্রীয় আখ্যা ত্যাগ করিয়া নমোব্রহ্ম নাম গ্রহণে কেন তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করেন? এদেশীয় নমস্ত কুলের প্রাচীন রায় মজুমদার বিশ্বাস, ঠাকুর, অধিকারী উপাধিধারী বংশ ধর গণও, স্বশ্রেণীর যাহারা উক্ত মণ্ডল, বা অন্য বিধ উপাধি বর্জ্জন করিয়াও উক্ত রায় মজুমদারাদি উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আপনাদের উপাধি নিতেছেন বলিয়া শ্লেষ করেন কিন্তু "নমোব্রহ্ম" নাম গ্রহণে

উক্তকুলীন রায় মজুমদার শ্রেণীরও তো আপাত্ত দেখিনা, বরং তাঁহারা উক্ত "নমোব্রহ্ম" নামই বিধি সঙ্গত মনে করেন। উহা একাধারে ব্রহ্মভাবোদ্দী পক ও জাতির ধর্ম্মাচার সমর্থন যুক্ত নাম। নমঃশূদ্র সোণার পাথর বাটী বা কাঁটালের আমসত্ব জনক নাম নহে। উপাস্থ দেব বা ধর্ম্ম ভাবোদ্দীপক নামে প্রাণে মহাভাবই আনয়ন করে কিন্তু শূদ্র শব্দে আমি হীন "আমি ক্ষুদ্র," "আমি ব্রাহ্মণের দাস" ইত্যাদিই আনিয়া জাতিটার মানসিক অবনতিই ঘটাইয়া থাকে। সেই জন্য জাতিটা নিজকে 'ক্ষুদ্র'-"হীন" মনে করিয়া উচ্চ হিন্দুর শতবিধ অন্যায় অত্যাচার অবিচার ধর্ম্মজ্ঞানে মাথা পাতিয়া বহন করিতেছে। সিংহ শাবক নিজকে ঘৃণ্য শৃগাল বোধে আত্ম মর্য্যাদা হারাইয়া বসিয়াছে। শূদ্র শব্দের অর্থই ক্ষুদ্র ইহা মহামহোপাধ্যায় শব্দ-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ উহার ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, * শূদ্র ভাব হইতেই মহাদাসত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। "আমরা শূদ্র" "আমরা ক্ষুদ্র" আমরা বেদ মন্ত্র স্বাহা স্বধা বষটকার, ওঁকার গায়ত্রী মন্ত্রাদি উচ্চারণে অধিকারী নহি, ঐ যে ধর্ম্মে অধিকার নাই, কর্ম্মে অধিকার নাই, ঐ যে ব্রাহ্মণ যাঁহারা তাহাদিগকে চির অস্পৃশ্য চিরঘৃণ্য শৃগাল কুকুর বিড়ালাদির চেয়েও হীনস্থানীয় মনেকরে, ইহকালেই যাঁহারা উন্নতস্থান, উন্নত সম্মান ও উন্নত অধিকার দানে বিরোধী,—পরন্তু জাতিভেদ বিলোপী ন্যায়বানবিদেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেণ্ট যদি অস্পৃশ্য পতিত দিগকে উন্নত কর্ম্মে উন্নত স্থানে প্রমোসন দেন তবে "হায়! মহাকলি, ঘোরকলি— ধর্ম্ম-গেল, পৃথিবী রসাতলে গেল" বলিয়া আক্ষেপোক্তিতে বক্ষ বিদীর্ণ করে, তাহা দিগকেই ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক, ইহকাল পরকালের মহামুক্তি দাতা পরিত্রাতা, ও উদ্ধার কর্ত্তা বোধে দেহ মনোপ্রাণ স্বর্ব্বস্ব দানে, দুশ্ছেদ্য দাসত্ব পাশে বদ্ধ থাকিয়া তাঁহাদের আদেশ ও সর্ব্ব বিধি পালন করিয়া আসিতেছে। বৃটিশও

এইরূপ কোন জাতিকে দাস করেন নাই বরং করা অধর্ম্ম মনে করেন, এমন ঘৃণ্য অবমাননা কারক ও অবনতির চরম পন্থা ঐ শূদ্রত্ব ঐ ক্ষুদ্রত্ব, ঐ হীনত্ব বোধ হইতেই আসিয়াছে। ঐ শূদ্রত্ববোধ ত্যাগে যখন আমরাই আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের ও পৌরহিত্যের অধিকারী যথার্থ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ না হইতে পারিব, ততদিন আমাদের হীন ক্ষুদ্রত্ব,—জঘণ্য দাসত্ব আর কিছুতেই ঘুচিবেনা। যে কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনে মানুষেরা লেখা পড়া শিখে, তাহার মধ্যে আধুনিক সময়ে মূখ্য চাকুরী পূর্ব্বতন সময়ে ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যবস্থা হেতু শাস্ত্রাদি শিক্ষা ও পৌরহিত্য করা, যে হান শূদ্রাদি জাতির সে অধিকার ছিলনা তাহারা পূর্ব্বে লেখা পড়ার দরকার বোধ করে নাই। মুসলমান খৃষ্টানাদি সম্প্রদায় উক্ত উদ্দেশ্যে লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য হয়, সে শিক্ষায় তাঁহারা স্ব সমাজের ধর্ম্মাচার্য্য বা পুরোহিতের পদাভিষিক্ত হন,—তদ্ধেতু তাঁহাদের শিক্ষাও শাস্ত্র চর্চ্চা বাড়িয়া থাকে, জাতিটি শিক্ষিত হয়। হীন শূদ্রাদি জাতির সে সুযোগ না থাকায় তদনুরূপ শিক্ষা দীক্ষা হইয়াছিলনা এবং এখন ও এক চাকুরী ভিন্ন সে উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ হইতেছেনা, ধর্ম্ম স্বরাজ বা স্ব-পৌরহিত্যাদির অধিকার থাকিলে অনুন্নত হিন্দু শ্রেণীর এত নিরক্ষরতা ও এতমুর্খতা কিছুতেই থাকিতনা। "ছে'লেটী লেখা পড়া শিখিয়া আর না হয় পৌরহিত্য ব্যবসায় কিংবা শাস্ত্রাদির ব্যবস্থাদান প্রভৃতি করিয়াও তো জীবীকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে" এআশা না থাকায়, শিক্ষা চর্চ্চায় বহুক্ষতি হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর অনুন্নত শ্রেণীর ধর্ম্মাধিকার না থাকায় শাস্ত্রিক, দার্শনিক, ব্যবস্থাবিদ, সাহিত্যিক আদি কোনও পণ্ডিতই উদ্ভব হইতে পারেন নাই, তাই এই জাতির এত অজ্ঞান তামসিকতাময়ী ঘোর অমানিশার মহাবিভীষিকার ঘোর আবর্জ্জনার উচ্ছৃঙ্খলতা, অবনতির চরম কদর্য্য দৃশ্য বর্ত্তমান।

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

"কলৌ পাপযুগে ঘোর তপোহীনেতি দুস্তরে।
নিস্তার বীজমেতাবৎ ব্রহ্ম মন্ত্রস্য সাধনাৎ॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্ম দীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ॥"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস।

"তপস্যাহীন অতি দুস্তর ঘোর পাপ কলিযুগে এই ব্রহ্মমন্ত্র সাধনই জীব নিস্তারের একমাত্র হেতু। কলিতে ব্রহ্মদীক্ষা ব্যতিরেকে মুক্তি এবং সুখের নিমিত্ত আর কিছুই নাই, আর কিছুই নাই, হে দেবি, আমি সত্য সত্যই তোমাকে ইহা বলিতেছি।

"যস্য কর্ণ পথোপান্ত প্রাপ্ত মন্ত্র মহা মণি।
ধন্য মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে॥
পিতর স্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈ সহ।
গায়ন্তি গায়নিং গাথাং পুলকাঙ্কিত বিগ্রহাঃ॥
অস্মাৎ কুলে কুল-শ্রেষ্ঠ জাতা ব্রহ্মোপদেশিকঃ
কিমস্মাকং গয়া পিণ্ডৈ কিং তীর্থ শ্রাদ্ধ তর্পণৈঃ॥
কিং জপৈঃ কিং তপৈ র্হোমৈ কিমন্যৈ বহু সাধনৈঃ।
বয়ঃক্ষয় তৃপ্তা স্যুঃ সৎ পুত্রাস্যাস্য সাধনাৎ॥"

মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস।

"অয়ি শিবে,! যিনি ব্রহ্ম মন্ত্রোপাসিত, তাঁহার পিতা মাতা ধন্য, সেই কুল পবিত্র। তাঁহার পিতৃদেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবতা দিগের সহ গান করিয়া থাকেন। আমাদের কুলে কুল-শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মোপদেশিকগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের নিমিত্ত গয়ায় পিণ্ড দানের কি প্রয়োজন? তীর্থ শ্রাদ্ধ তর্পণের কি প্রয়োজন? জপ, তপস্যা ও

যজ্ঞাদির কি প্রয়োজন ? আমরা এই পুত্রের সাধনেই তৃপ্ত হইয়াছি।”

রাজার ছেলে যেমন কাহাকেও কর দেন না, স্বাধীন, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন মানবগণও তদ্রূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্য অপরের অধীন বা স্বর্গারোহণ জন্য অপরের মুখাপেক্ষী নহেন। ইহাই যথার্থ স্বরাজ বা আত্মার স্বধর্ম্ম। তৎপর শিব আরও বলিতেছেন,—“ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মদীক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলের পূজ্য এবং বিশেষরূপে মান্য। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্ম দীক্ষিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বর্ণ মধ্যে উত্তম। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্ম দীক্ষিত অন্য বর্ণ সকলও ব্রাহ্মণ দিগের সমান। ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্ম দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ যতিপুল্য। যাঁহারা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে, অপমান করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতী। যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য গ্রহগণ গগনে উদিত তাবৎ তাহারা ঘোর নরকে পতিত থাকে। স্ত্রী বধে যে পাপ, ভ্রূণহত্যাতে যে পাপ শাস্ত্রে কথিত আছে, ব্রহ্মোপাসকের নিন্দাতে তাহার কোটিগুণ পাপ হয়।”

হিন্দু হইয়া এই শিববাক্যে কে অবিশ্বাস করে? সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের এক মূল ভিত্তিও এই এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম নাম,—ইহাতে দেশ কাল জাতিগত কোন বৈষম্য নাই, কোনও বিভেদ নাই, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, সকলের উপর যেমন একই সূর্য্য সমুদিত, একজল যেমন নাম বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন গুণগত হয়না, এক সমীরণ যেমন সকলেরই জীবন, এই পরম ব্রহ্মও তেমন, বিশ্ববাসীর সর্ব্বমূলাধার। বেদ উপনিষদ একথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন।

এই ব্রহ্ম নাম ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাণে মহা শক্তির সঞ্চার করে। একজন বৈষ্ণব সাধক বলিয়াছেন,—“আমি অমুলক সংস্কার হইলেও ভূত প্রেতের ভয় মুক্ত নহি,—রাত্রে ভূত প্রেতের ভয়স্থলে এই ব্রহ্মনাম উচ্চারণে যেরূপ শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হয় আর কোনটিতেই তদ্রূপ নহে।” “রোগীর ঔষধ নাম, তাপীর শীতল।” এই মহাভক্ত তদবধি এই

ব্রহ্মনামই সাধনার মহা সম্পদ করিয়া লইয়াছেন। জাতি ও সম্প্রদায় ভেদগত নাম অপেক্ষা ধর্ম্ম এবং ঈশ্বর বোধক নামই শ্রেয়ঃ এবং কল্যাণের হেতু ; নারায়ণ বিদ্বেষী, মহাপাপী অজামিল অন্তিম কালে "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিয়াই মুক্ত হইয়াছিলেন. * এই জন্য হিন্দুরাতো পুত্র কন্যাদির উক্ত নামকরণ করেনই,—খৃষ্টান, বা মুসলমানগণও জাতি-ভেদগত নাম অন্যায় হেতু পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বোধক নামে পরিচয় দান করেন। আর হিন্দুগণ জাতি বৈষম্য সৃজন করিয়া মরিবার জন্যই কদর্থ যুক্ত নানা বিভিন্নতা প্রতিপাদক নামেও সমাজকে অসংখ্য বৈষম্যে বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যাহাতে সকল মানবকে এক করিয়া মহাসাম্য বা সত্যের ভিত্তিতে দাঁড় করায় এমন নামই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, এবং শূদ্রও নহি।" যে জাতিভেদ গরলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ, দেশের বিনাশ, সে নাম না থাকাই ভাল

বরিশাল জেলার ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ প্রত্যাগত ডাক্তার বাবু যামিনীকান্ত রায় উক্ত নাম গ্রহণ জন্য "নমোব্রহ্ম" নামক মাসিক পত্রিকাও বাহির করিয়াছিলেন। নমোব্রহ্ম কুল গৌরব বিখ্যাত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী মল্লিক বি, এ, মহোদয়, বিখ্যাত বাবু ভীষ্মদেব দাস এম, এল, সি, উকীল, বাবু রাইচরণ বিশ্বাস মোক্তার কবি-ভূষণ মহোদয় প্রভৃতি চিন্তাশীল নেতৃগণও উক্ত "নমো ব্রহ্ম" নামের সমর্থন মূলক মন্তব্য বাহির করেন। সকলকেই কর্ত্তৃত্বাভিমান ও দলাদলি ভুলিয়া উক্ত নমোব্রহ্ম নাম সমর্থন করা কর্ত্তব্য। সত্য যে দেশে যে

* গীতার ৮ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকে উক্ত আছে, অন্তিমে যে যাহা স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিবে, সে তদনুরূপ অবস্থা লাভ করিবে। বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানও বলেন, "মানবের চিন্তানুরূপ অবস্থা লাভ হইয়া থাকে।

কোনও ব্যক্তির মধ্যদিয়াই বাহির হউক, উহা বিধাতৃ-দত্ত বলিয়াই মনে করা উচিৎ। ন্যায়বান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও এই ন্যায্য দাবী রক্ষা করিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

মহাত্মা ঈশানু করণেই উক্ত হইতে পারে, "নিপীড়িত লোকেরাই ধন্য, কারণ তাহারাই প্রভুর আশীর্ব্বাদ ভাজন ও স্বর্গ লোকের অধিকারী।"

পদ্মার সৈকত পুলিন বাসী হইয়া আমরা দেখিতে পাই, এই বিশাল কায়া পদ্মাও কালের বিচিত্র গতিতে কোন স্থানে ক্ষীণ রেখায় লীন হইয়া যায়, কিন্তু দিনান্তর আবার সেই ক্ষীণ রেখাও প্রবল কায়া উত্তাল তরঙ্গ মালায় রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়। যাহা একবার যায়, তাহা আবার জাগিয়া উঠে। সিন্ধু দেশের যে "মোহেন-জ-দড়ো" এবং পঞ্জাবের যে "হরপ্পা" নামক স্থানের অতি প্রাচীনের প্রসিদ্ধ জাতি একদিন যে আধুনিক সভ্যতাকেও পরাভব স্থানীয় করিয়া সুপ্রাচীন ব্যাবিলন সভ্যতারও প্রথম ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি অনার্য্য হন, তবে আর্য্য কাহারা? আর বাবিলন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই মহা গুণধর আর্য্য নৃপতি নব সোদ্রসরের বংশইবা কোথায়? অনেক সূক্ষ্মদর্শী ইতিবৃত্তবিৎ এই বিশালকায় বঙ্গীয় নমোব্রহ্ম জাতিকেই ভারতের সেই আদি সভ্যতালোক প্রাপ্ত জাতির কালপ্রবাহের ধ্বংসাবশেষ রূপে মনে করেন, যে আলোক হারাইয়া ইহারা আজ মরা সেই সাধনার সত্যালোক প্রাপ্ত হইলে ইহারা যে পুনরায় জাগিবে না—ক্ষীণ রেখাও যে বিশালকায়া প্রবাহিনী হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ঈশ্বর কৃপায় সব হয়। সেই কৃপার আলোক যে জাতির উপর পতিত হয় সেই জাতিই জগতের আদর্শ স্থানীয় হয়। সেই আলোক সম্পাতেই ইয়োরোপ আজ জগতে বড়।

সেই সত্যস্বরূপের মহিমা কিরণ স্পর্শেই আরবও একদিন জগতের

শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিলেন, আজও একেবারে নিষ্প্রভ হন নাই। ভারতও একদিন সেই কিরণস্পর্শেই জগতে ধন্য ছিলেন। সেই আলোক হারাইয়াই এত অবনত, তাই সমাজে এত উপধর্ম্ম ও অপকর্ম্ম, অন্ধ দেশাচার ও কুসংস্কারের রাজত্ব এবং স্বধর্ম্মী ভেদ ও স্বধর্ম্মী পীড়ণ! শাখা পল্লব ও ফুল-ফল-পরিশোভিত মহা বৃক্ষ জীবনী শক্তি হারাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার মৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিষদন্ত উদ্গীরণকারী হিংস্র কীট পতঙ্গের বাসা বসিয়াছে, তাহারা স্বধর্ম্মী পীড়ণ রূপ স্বধর্ম্ম নাশনের উপায় মন্ত্রটী বিশেষরূপে জানে কিন্তু অপরের কাছে দাসখত দাতা গোলাম হওয়াও শ্রেয়ঃ মনে করেন, কিন্তু শুধুই অন্ধতা শুধুই অবিচার, অতএব সত্যের আলোক চাই। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই কর্ম্ম এবং সত্যই সর্ব্ব সুন্দর। যথার্থ স্বরাজও সত্যের আচার সত্যের ব্যবহার। অধ্যাত্ম্য স্বরাজ যাহাদের বোধ নাই, পালন নাই-দান নাই, বাহ্য স্বরাজ লাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না, ইহাই ন্যায়বান বিধাতার বিধি। অধ্যাত্ম্য স্বরাজহীনদের বাহ্যস্বরাজও বিড়ম্বনা মাত্র, দুর্গতির নানাবিধ কারণ। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল যথার্থই গাহিয়াছেন—"গিয়াছে দেশ ডুবে যাক্ আবার তোরা মানুষ হ।" সত্যদেব-প্রভাকরের মহিমালোক স্পর্শেই মর্ত্ত্যের লোক অমৃতের সন্ধান পাইয়া পঙ্কিলহ্রদের শতদল পদ্মসম মনোরম শোভায় হাসিয়া উঠে। সেই আলোকেই সুশিক্ষার জনক স্পর্শমণি রূপ জীয়ন কাঠি। করুণাময়ের কৃপায় আমাদের মোহতিমিরাবরণ উন্মোচিত হইরা সুশিক্ষা ও সাধনার আলোকে নব জীবন গঠিয়া উঠুক আমরাই ভারতের সেই প্রাচীন জাতি ঋষিপুণ্যধরদের পবিত্র বংশধর। সতীমাতা সীতাসাবিত্রী প্রভৃতির জন্মভূমি এই ভারত ভূমি আমাদেরই জন্ম ভূমি। যে ভারত ভূমিতে দেবগণ ও মনুষ্যরূপে জন্ম ধারণ করিবার জন্য স্বর্গ প্রদ পুণ্যক্ষয়ার্থ কোটিকল্প তপস্যা করিয়াছেন। কেন

নিজদিগকে হীন জ্ঞানও মাতৃভূমির অবমাননা? আমরাই দেবাকাঙ্ক্ষিত সেই ভারতীয় আদি মহা জাতি।

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তুতে ভারত ভূমি ভাগে,
স্বর্গাপবর্গ মাস্পদ মার্গ ভূতে
ভবন্তি ভূয় পুরুষ সুরত্বাৎ॥
কর্ম্মন্যি সংকল্পিত তৎফলাণি
সংন্যস্ত বিষ্ণৌ পরমার্থ ভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম্ম মহিমনন্তে
তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলা প্রয়ান্তি॥
জানীম নৈতৎ ক্কবয় বিলীনে,
স্বর্গ প্রদে কর্ম্মনি দেহ বন্ধম্।
প্রাপ্যামঃ ধন্যাঃ খলুতে মনুষ্যা-
যে ভারতেনেন্দ্রিয় বিগ্রহীণাঃ।"

(বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ ৩য় অধ্যায় ২৪।২৫।২ তি শ্লোক)

দেবগণ এইরূপ গান করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও ধন্য,-কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি ভারতভূমি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের আস্পদ। জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ফল কামনা বিমুখ হইয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা পরমাত্মা স্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাহাতেই বিলীন হন। আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, কবে আমাদের স্বর্গপ্রদ পুণ্যক্ষয় হইবে এবং কবে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিব,—কারণ যাহাঁরা সমুদয় ইন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য।"

যে স্বর্গপ্রদ পুণ্যক্ষয় করিয়া দেবগণও এই ভারতভূমিতে মনুষ্য জন্ম

লাভের তপস্যা করেন, আমরা সেই ভারত বর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য নামের অযোগ্য শিক্ষা সাধনায় বঞ্চিত জ্ঞান হীন পশু হইয়া স্বর্গপ্রদ পুণ্য সঞ্চয়ার্থ নিজদের পার্থিব সম্পদ সকল বিসর্জ্জন করিতেছি, এমন কি ঋণ জালে জড়িত হইয়াও তদর্থে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছি। যথার্থ জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে আমরা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং যেদানে মহাপাতক তাহাকেই পুণ্য, আর যেদানে অক্ষয় স্বর্গ লাভ সেই জ্ঞান দানকে তদর্থে ধন দানকে-যথার্থদানকে অপকর্ম্ম মনে করিতেছি। অজ্ঞানান্ধতার মহাকুফল ভোগ করিতেছি, চরম দুর্গতিতে ডুবিয়াছি, আমাদের অজস্র অর্থ অনর্থে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে,—যদি শিক্ষা ও সাধনায় জাতীয় হিতার্থে তাহার আংশিকও ব্যয়িত হইত, তবে এই জাতির মুর্খতা অনেকাংশে বিদূরিত হইয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে ভারতভূমিকে স্বর্গধাম হইতেও শ্রেষ্ঠভূমিতে পরিণত করা যাইত, তাহা হইলেই আর আমাদের এই দূরপণেয় হীনতা ও দূরতি ক্রমনীয় দীনতা জনিত দুর্দ্দশা কিছুতেই থাকিত না

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গারোহণ করিতেছিলেন, তখন একটী কুকুরও তাঁহার সহগমন করিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, "মহারাজ, এ দেব ভূমি স্বর্গধাম,—এখানে পুণ্যবান মনুষ্য ভিন্ন অপর কোন ইতর প্রাণীর আসিবার অধিকার নাই। আপনার সমতিব্যাহারী ঐ কুকুরটীকে আপনি তাড়াইয়া দিয়া নিজে স্বর্গধামে সমাসীন হউন।"

দেবরাজ বাক্যে মহারাজ যুধিষ্ঠীর বলিলেন,—"আমি বরং নিজে স্বর্গলাভে বঞ্চিত হইতে কামনা করি, তথাপি যে প্রাণী আমার সমভি-ব্যাহারী হইয়াছে, তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে স্বর্গধাম লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি সেইজন্য স্বর্গধাম ত্যাগ করিয়া কুকুরসহ প্রত্যাগমন করিতেছি।" এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ফিরিয়া

চলিলেন। দেবরাজ বলিলেন,—"মহারাজ, আমার আর একটি কথা শ্রবণ করুন, আপনার পুণ্য ফলের অৰ্দ্ধেক যদি ঐ কুকুরটিকে দান করিতে পারেন, তবে সে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গধাম লাভ করিতে পারে।" মহারাজ বলিলেন, "দেবরাজ! যদি আমার আজীবন সঞ্চিত পুণ্য রাশির সমুদয়ও অর্পণ করিতে হয়, তবে তাহা দান করিয়াও এই কুকুরটীর স্বর্গধাম লাভ বাঞ্ছনীয় মনে করি! অপরকে সুখী করিবার জন্য আমি স্বর্গ সুখ বিসর্জ্জন দানে পরাঙ্মুখ নহি।" দেবরাজ তখন স্মিত বদন হইলেন। ধৰ্ম্মরূপী কুকুর তখন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,-"মহারাজ! আপনার মত আত্মত্যাগী মহাপুরুষদের জন্যই এই স্বর্গধাম, আসুন—আপনিই যথার্থ ধৰ্ম্মাত্মা মহাত্মা!" ইহাই ধৰ্ম্ম পরীক্ষা। ধৰ্ম্মদেব সকলকেই ঐ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। বৃথা স্বর্গ-লোভীরা ঐ পরীক্ষায় পড়িয়া নরকেই বাস করিয়া থাকে

এই দীন দরিদ্র জাতিও ঐ স্বর্গ-পুন্য সঞ্চয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়া যথার্থ জাতীয় হিতার্থে, শিক্ষার উন্নয়ন প্রয়াসে, আপনাদের চিত্ত, বিত্ত, শক্তি, সামর্থ্য দান করিলে, ইহকালেরও শ্রেয়ঃ লাভ ও পরকালেও স্ববংশ সহ স্বর্গধাম লাভ করিতে পারেন।

করুণাময় পরমেশ্বর সেই শুভদিন আনয়ন করুন!